৫৭ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কলকাতা ঃ ৫৭ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ২২ বৈশাখ – ২৮ বৈশাখ, ১৪২৯ ঃ ৬ মে – ১২ মে, ২০২৩

Kolkata : 57 year : Vol No.: 57, Issue No. 29, 6 May - 12 May, 2023 ৬ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ফিরে দেখা ৫০

শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ।

তিনের পাতায়

আট লাখের সাইকেলে দিল্লি যাচ্ছেন বসন্ত

৬ এর পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : নিজের এজলাসে থাকা মামলা নিয়ে টিভি সাক্ষাৎকারে

মন্তব্য করায় প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির দুটি মামলা কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিত গাঙ্গুলির অধীন থেকে সরিয়ে দিতে নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট।

রবিবার : আবাস যোজনায় কাটমানির অভিযোগ প্রায়ই করে

বিরোধীরা। এবার সেই একই অভিযোগ করে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন তৃণমূল কর্মী তথা অভিনেতা সাংসদ দেবের ভাই বিক্রম অধিকারি।

সোমবার : গরু পাচার মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়ার পর

তিহার জেলে বাবা অনুব্রত মণ্ডলের মতো বিচারাধীন কয়েদি হিসাবে ঠাঁই হল সুকন্যা মণ্ডলের।

মঙ্গলবার : হিন্দু আইন মেনে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষেত্রে ছয় মাসের

অপেক্ষা আর বাধ্যতামূলক নয়। আদালত যদি বোঝে সমাধানের আর কোনো আশা নেই তাহলে সরাসরি আবেদন গ্রহণ করে বিচ্ছেদ কার্যকর করে দেওয়া যাবে।

বুধবার : কোনো বিরতি নেই। ২০২১ এর ভোট পরবর্তী হিংসা এখন ভোট পূর্ববর্তী হিংসায় পর্যবসিত

হয়েছে। সেই ধারা অব্যাহত রেখে পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার বাকচায় খুন হলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা বিজয়কৃষ্ণ ভুঁইয়া। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে।

বৃহস্পতিবার : দুএকজন ব্যক্তি নয় সুপ্রিম কোর্টে রিপোর্ট দিয়ে প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতির দায়ে

পুরো রাজ্য প্রশাসনকেই বিদ্ধ করল সিবিআই। উদাহরণ হিসেবে পর্ষদের সভাপতি হিসাবে দুর্নীতির কিংপিন মানিক ভট্টাচার্যের একটানা নিয়োগ।

শুক্রবার : অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেপ্তারের ৬০ দিনের মধ্যেই দিল্লির রাউস অ্যাভেনিউ কোর্টে

গরু পাচার মামলায় চার্জশিট পেশ করল ইডি। এই চার্জশিটে নাম রয়েছে অনুব্রত মণ্ডল ও তার কন্যা সুকন্যা মণ্ডলের। চার্জশিট সূত্রে জানানো হয়েছে ১২ কোটির বেশি টাকা নগদে পেয়েছিলেন অনুব্রত।।

সবজান্তা খবরওয়ালা

কমিশনে আক্রান্ত বাংলা

ওঙ্কার মিত্র

স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকে ভারতের রাজনৈতিক নেতারা যত দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন দেশে ততই বেড়েছে চুরি জোচ্চুরির চল। অর্থাৎ রাজনীতিকরা মুখে যাই বলুন না কেন তলে তলে প্রশ্রয় দিয়ে গিয়েছেন দুর্নীতিবাজদের। তাই সরকারি ক্ষেত্রের গণ্ডী ছাড়িয়ে দুর্নীতির বিষ ছড়িয়েছে সমাজের সর্বস্তরে। জনপ্রতিনিধি থেকে আমলা বা সরকারি কর্মী থেকে দলীয় কর্মী থেকে সাধারণ মানুষ, সকলেই কোনো না কোনো ভাবে জড়িয়ে পড়ছে দুর্নীতির সঙ্গে। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে সকলেই ভাবছেন কিভাবে ঘুর পথে কিছু কামাবো। আর এই বিপথে উপার্জনেরই পোশাকি নাম হল 'কমিশন'। ভারতের অফিস–কাছারি, দোকান–বাজার, পথে–ঘাটে দেখা মিলবে এই জনপ্রিয় কমিশন–এর। এর দুটি রূপ, নগদে অথবা বস্তুতে। কেউ নেয় ঠাণ্ডা ঘরে বসে আবার কেউ ঘেমে নেয়ে পথে ঘাটে ঘুরে। কমিশন–এর ভক্ত হতে কোনো বাছবিচার নেই। জনগণের যারা ভালো চায় বা খারাপ সকলেই এর আশীর্বাদ পেতে লালায়িত। শুধু একটিই মন্ত্র– সুযোগ বুঝে যতটা পারো লুটে নাও। তাই তো আর্থিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক যে কোনো অপরাধের উৎস খুঁজতে গেলে দেখা মেলে এই কমিশন–এর। তাইতো দুর্নীতি আন্তর্জাতিক সূচকে তলানিতে থেকে যায় ভারত।

তবে একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, জনপ্রতিনিধি নেতা নেত্রী ও আমলাদের বদান্যতা ও সৌজন্যতার অভাব রয়েছে। চক্ষুলজ্জাই হোক বা আইনের আগুনে পুড়িয়ে দুর্নীতিকে শুদ্ধ করে নেওয়ার জন্যেই হোক কামাবার কমিশন–এর পাশাপাশি থামাবার কমিশন–এরও ব্যবস্থাও করেছেন তাঁরা। সৃষ্টি হয়েছে মানবাধিকার কমিশন, মহিলা কমিশন, শিশু কমিশন, এসসিএসটি কমিশন সহ একাধিক কমিশনের। যদিও এদের বেশিরভাগেরই তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়া ছাড়া কোনো ক্ষমতা নেই। দুএকটির থাকলেও তারা সেভাবে সক্রিয় নয়।

> চক্ষুলজ্জাই হোক বা আইনের আগুনে পুড়িয়ে দুর্নীতিকে শুদ্ধ করে নেওয়ার জন্যেই হোক কামাবার কমিশন–এর পাশাপাশি থামাবার কমিশন–এরও ব্যবস্থাও করেছেন তাঁরা।

সিবিআই–ইডির আর্থিক তদন্তের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি দুই কমিশনে আক্রান্ত হওয়া ছাড়া গতি নেই তাদের। কয়েকদিন আগে একটি বেসরকারি টিভি চ্যানেলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভ্রষ্টাচার নির্মূলের কথা বললেও বাংলাকে দুর্নীতি মুক্ত করতে কেন্দ্রের ভূমিকাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে তদন্তের দীর্ঘসুত্রীতা। আদালত দুর্নীতির মাথাদের ধরতে সিবিআই–ইডিকে চাপ দিলেও কিছু হচ্ছে না দেখে বঙ্গবাসী কার্যত হতাশ।

অপরাধের পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গে সম্প্রতি আগমন ঘটেছে দুর্বল ও সবল বেশ কয়েকটি কেন্দ্রীয় কমিশনের। সামাজিক ন্যায় দিতে নাকি পথে নেমেছে তারা। যদিও দীর্ঘদিন হয়ে গেলেও তাদের তেমন কোনো ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে নি এখনও। ফলে জনগণ ধরেই নিয়েছে স্বাভাবিকভাবেই রাজ্য প্রশাসনের দুই অঙ্গ রাজনীতিক ও আমলাকুল এইসব ঠুঁটো জগন্নাথ কমিশনকে পাত্তা দিতে নারাজ। এমনকি কমিশন কর্তাদের ডাকে সাড়াও দেন না আমলারা। এর ফলে এইসব কমিশন যে আসলে 'আই ওয়াশ' ছাড়া কিছু নয় তা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে মানুষের কাছে। এক কথায় জনপ্রিয় কামাবার কমিশনের কাছে হেরে ভূত নির্বিষ থামাবার কমিশন। তাই হয়তো রাখঢাক না করে বর্তমান সাহসী পশ্চিমবঙ্গ সরকার অকর্মন্য করে দিয়েছে রাজ্যের কমিশনগুলোকে। কারণ নখদন্তহীন এইসব কমিশনের বিলুপ্তিতে লাভ রাজনীতিক–আমলা দুজনেরই। তবে একথা ঠিক সিআইডি থেকে শুরু করে রাজ্যের কমিশনগুলো যদি আজ সক্রিয় থাকতো তাহলে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলো আক্রমণের সুযোগ পেত না।

অবশ্য রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন কেন্দ্রীয় কমিশনের এইসব রিপোর্টকে ঠিক সময়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কাজে লাগাবে কেন্দ্রীয় সরকার। একদিকে বরাদ্দ বন্ধ করে অন্যদিকে ইডি সিবিআইকে দিয়ে কেন্দ্র জোড়া আক্রমণ চালাচ্ছে বঙ্গে। পাশাপাশি জড় করছে কমিশনের রিপোর্ট যা দুর্নীতিতে দুর্বল সরকারকে উৎখাত করতে কাজে লাগবে ভবিষ্যতে। তবে আদৌ তা ঘটবে কিনা বলবে ভবিষ্যৎ।

আসছে 'মোকা' কতটা প্রস্তুত প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : মে মাস পড়লেই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কা ঘনায় বাংলা জুড়ে। নতুন আর এক ঘূর্ণিঝড় মোকা নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্য জুড়ে প্রশাসনের তৎপরতা এখন তুঙ্গে। পূর্বাঞ্চলীয় আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা সঞ্জীব বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, আগামী ৬ মে শনিবার দক্ষিণ–পূর্ব বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে। ৭ মে ওই ঘূর্ণাবর্ত নিম্নচাপে রূপান্তরিত হবে। ৮ মে সোমবার ওই নিম্নচাপই আরও শক্তি বাড়িয়ে গভীর নিম্নচাপের রূপ নেবে। গভীর নিম্নচাপ যত উত্তর দিকে এগোবে ততই শক্তি বাড়তে পারে। এই শক্তি বাড়াই ইঙ্গিত করে ঘূর্ণিঝড়ের। তবে ঘূর্ণিঝড়ের অভিমুখ কি হবে? সেটা এখনই বলা সম্ভব হচ্ছে না। সেটা জানতে আর কয়েকদিন সময় লাগবে। আবহাওয়া দপ্তর এখন র‍্যাডারে নিরন্তর দৃষ্টি রাখছে। তবে ২০২০ সালের 'আমফান' ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডব ইতিহাস এখনও জ্বলজ্বল করছে। আমফান থেকে শিক্ষা নিয়ে রাজ্য ও জেলার অসাময়িক প্রতিরক্ষা দফতর ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এখন অনেকটাই ঘূর্ণিঝড় প্রতিরোধের ব্যাপারে এগিয়ে গেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ওসি ডিসাসটার ও সিভিল ডিফেন্সের এডিসি ঋত্বিক হাজরা জানালেন, জেলার পাঁচটি মহকুমা শাসক এবং বিডিওদের সঙ্গে ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলার সভা হয়েছে। জেলা মহকুমা ও ব্লক স্তরে ২৪ ঘন্টা কন্ট্রোলরুম খোলা হয়েছে।

অভিমুখ কি মায়ানমারের দিকে?

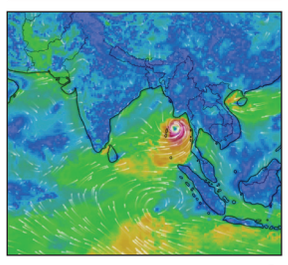

প্রতিটি ব্লকে বিশেষ করে নদী উপকূলবর্তী ব্লকগুলোতে পর্যাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী, ত্রিপল, শুকনো খাবার, ওষুধ, জল মজুত করতে বলা হয়েছে। ফ্লাড সেন্টারগুলো তৈরি রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে মানুষদের সেখানে সরিয়ে আনা হবে। সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা তাদের যন্ত্র সামগ্রী নিয়ে আগে থেকেই প্রস্তুত থাকবে। তিনি আরও বলেন, বৃহস্পতিবার ফিসারম্যান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে সভা হয়েছে। কয়েকটি ট্রলার এখনও সমুদ্রে আছে, তাদের দ্রুত ফিরে আসার জন্য বার্তা পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তবে ঝড়ের ল্যান্ডফল কোথায় হবে, এখনই বলা যাচ্ছে না, তবুও আমরা সব রকম ব্যবস্থা নিয়ে রাখছি। শুক্রবার র‍্যাডারে উপগ্রহ চিত্র থেকে অনুমান করা যায় শেষমেশ হয়তো ঝড়ের অভিমুখ মায়ানমার হতে পারে।

প্রসঙ্গত কলকাতা পৌর এলাকাতেও ঘূর্ণিঝড় মোকাবিলায় সব রকম প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে।

ফেরিঘাটগুলিতে নজরদারির অভাবে ঘটতে পারে দুর্ঘটনা

কুনাল মালিক

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়া জেলার মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে হুগলি নদী। দুই জেলার মানুষজন নদীপথে যাতায়াত করেন ফেরি

নৌকা বা যন্ত্রচালিত ভুটভুটির মাধ্যমে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আক্রা, বজবজ, ঝাউতলা, পূঁজালী, বিড়লাপুর তিনফটক, রায়পুর, নলদাঁড়ী, বুড়ুল প্রভৃতি ফেরিঘাট আছে। অপরপ্রান্তে সাঁকরাইল, বাউরিয়া, উলুবেড়িয়া, জিয়াগঞ্জ, শাঁখাভাঙা ফেরিঘাট আছে। অধিকাংশ ফেরিঘাট থেকে বড় লঞ্চ চলে না। চলে যন্ত্রচালিত ভুটভুটি। গত রবিবার বিড়লাপুর তিনফটক ফেরিঘাটে দেখা গেল ভুটভুটি বোঝাই যাত্রী। হীরাপুরে মনসা মন্দিরে পুজো দিতে চলেছে মানুষজন। ফেরিঘাটের অবস্থাও ভালো নয়, এক হাঁটু জল ভেঙে কাঠের পাটাতন বেয়ে ভুটভুটিতে উঠতে হয়। ফেরিতে তিল ধারণের জায়গা নেই। ওই ঘাটে পুলিশ বা জলসাথী কারোরই কোনো নজরদারি নেই। ভুটভুটি ঠিক আছে কিনা, কতজন যাত্রী ধারণের ক্ষমতা আছে। কিছুই দেখা হচ্ছে না। সর্বোপরি লাইফ জ্যাকেটও নেই। আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় যখন তখন ঝড়–বৃষ্টি আসছে। মাঝ নদীতে নৌকা টলমল করছে। দুই মাঝি কোনো রকমে ওপারে নৌকা নিয়ে যাচ্ছে। এই প্রতিবেদক ও আমার চিত্র সাংবাদিক অরুণ লোধও ঠাকুরের নাম স্মরণ করতে করতে কোনো রকমে নদী পেরিয়েছি। যা পরিস্থিতি দেখলাম এরকম চলতে থাকলে যেকোনো দিন বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটার যথেষ্ট আশঙ্কা আছে। প্রশাসন ও স্থানীয় থানা ফেরিঘাটগুলোতে নজরদারি চালালে খুব ভালো হয়। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় বজবজ ২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস বলেন, দেখুন বিষয়টি পরিবহন দপ্তরের মধ্যে পড়ে তবুও আমি বিষয়টি খতিয়ে দেখব। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক ঋত্বিক হাজরা এই প্রসঙ্গে বলেন, যদিও বিষয়টি জলপথ নিগমের তবুও আমি উর্দ্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলবো।

ছবি : অরুণ লোধ

পাঁচবার শিলান্যাস করেও সংস্কার হয়নি রাস্তা

সুব্রত মন্ডল

সামনেই পঞ্চায়েত ভোট, গ্রাম গ্রামবাসীরা ডাক দিলেন ভোট বয়কটের। কারণ দীর্ঘ ২২ বছর ধরে মাটির রাস্তা ধরেই যাতায়াত করতে হচ্ছে গ্রামের মানুষজনের। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, ৫ বার রাস্তা সংস্কারের জন্য শিলান্যাস করা হলেও একবারের জন্য রাস্তা তৈরি কোন চেষ্টাই করা হয়নি। অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার না হলে ভোট বয়কটের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বারুইপুর ব্লকের রামনগর ২ নম্বর পঞ্চায়েতের চোঙ্গ বাদামতলা থেকে উত্তরভাগ যাওয়ার রাস্তায়

চলাফেরা করা গ্রামবাসীরা। রামনগর দু'নম্বর পঞ্চায়েতের চোঙ্গ বাদামতলা থেকে উত্তরভাগ যাওয়ার মাটির রাস্তাটি ৬ কিলোমিটার লম্বা।

এরপর পাঁচের পাতায়

কারখানা খোলার দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সিউড়ি ১ নং ব্লকের জীবধারপুর মিকি মেটালাস নামে রড তৈরির একটি কারখানা ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ সালে সাসপেন্স অফ ওয়ার্ক নোটিশ ঝুলিয়ে দেয়। বন্ধ হয়ে যায় কারখানা, কাজ হারায় বহু শ্রমিক। কারখানা খোলার দাবিতে মঙ্গলবার জেলা সহকারী শ্রম আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি দিলো মিকি মেটালাস বাঁচাও কমিটি। হারাধন অঙ্কুর বলেন, কারখানায় বেতন পেতাম প্রতিদিন ২৮৪ টাকা, কিন্তু এখন রাজমিস্ত্রির হেল্পারের কাজ করে ২৬০ টাকা পাই। জাতিরাম সাই বলেন, কারখানা বন্ধ হওয়ার পর টোটো চালাচ্ছি কিন্তু এখন প্রচুর টোটো রাস্তায় থাকায় সমস্যা হচ্ছে। শেখ আমিরুল বলে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাঁচশো পরিবার কারখানার সঙ্গে যুক্ত। গত একবছরে চার পাঁচজন শ্রমিক মারা গিয়েছে। আমরা চাই কারখানা আবার পুনরায় খুলুক শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটুক।

সাগরে বাঁধ পরিদর্শন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রীর

অমিত মন্ডল : বৃহস্পতিবার সাগর ব্লকের ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ধবলাট রাসপুর এলাকায় বর্ষার আগে নদী বাঁধ পরিদর্শন করলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সুন্দরবন উন্নয়ন বিষয়ক

দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, এদিন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ওই নদী বাঁধের কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন,সাগরের ধবলাট রাসপুর এলাকায় কংক্রিটের স্থায়ী নদী বাঁধ তৈরি হয়েছে, কিছুটা অংশ বাকি থেকে গেছে। ওই জায়গাটিতে কাজ চলছে। এদিন মন্ত্রী ধবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান সজল কান্তি বারিক ও ইরিগেশান দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়ে সাগরের ধবলাট রাসপুর এলাকায় পুরোনদী বাঁধ পরিদর্শণ করেন। ওই নদী বাঁধেকিছু গাছ লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

প্রকাশ্য দিবালোকে শ্যুট আউট

বজবজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত বুধবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বজবজ ট্রাঙ্ক রোডে বিধায়ক অশোক দেবের অফিসের ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে প্রকাশ্য দিবালোকে হিন্দি সিনেমার কায়দায় শ্যুট আউট চলল। পৌনে তিনটে নাগাদ বজবজ স্টেশন থেকে বাইকে বাড়ি ফিরছিলেন নোদাখালী থানা এলাকার চণ্ডীপুরের সেখ আলতাবউদ্দিন ওরফে হুলতাল। গাড়ি চালাচ্ছিল তার সঙ্গী সেখ আতিয়ার। ওই বাইককে ফলো করে পাশে চলে আসে আরো একটি বাইক। চালকের পিছনে বসে থাকা এক ব্যক্তি হুলতালকে লক্ষ্য করে কয়েক রাউন্ড গুলি চালিয়ে চম্পট দেয়। বুলেটে হুলতালের নাক এফোঁড়–ওফোঁড় হয়ে যায়। প্রথমে তাকে একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়, পরে পিজিতে স্থানান্তরিত করা হয়। এখন তার অবস্থা স্থিতিশীল। এই ঘটনার পর পুলিশ ঘটনার তদন্তে নামে। ঐদিন রাতেই কাকদ্বীপ থেকে সেখ সইফুদ্দিন ওরফে আফ্রিদিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের দাবি, সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দেখা যাচ্ছে দ্বিতীয় বাইকের পিছনে বসে থাকা শোভরাজ গাজী নামে এক দুষ্কৃতি গুলি চালিয়েছে। তবে আরও ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অন্যদিকে সেখ রবিউল নামে আর একজনকেও নোদাখালী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রের দাবি আলতাব ও শোভরাজের পুরানো শত্রুতা ছিল। দুজনের নামেই ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলায় একাধিক থানায় সমাজবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ আছে। ঘটনার পর আলতাব ওরফে হুলতালের দাবি প্রতিহিংসার জেরে আমাকে আক্রমণ করা হয়েছে।

১৫ বছর পর কাশ্মীরে মেয়ের সাথে কথা বললেন কুলতলির হারানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : হ্যাম রেডিও ও প্রশাসনের উদ্যোগে প্রায় ১৫ বছর পর কথা হলো মা মেয়ের মধ্যে। বাড়ি ছেড়ে প্রায় ১৫ বছর আগে কাকার সঙ্গে কাশ্মীরে চলে গিয়েছিলেন কুলতলির বাসিন্দা রুবিনা বেগম (২৮)। আর তারপর থেকে পরিবারের সঙ্গে কার্যত আর কোনও যোগাযোগ ছিল না। পুলিশ প্রশাসন ও হ্যাম রেডিয়োর সাহায্যে এত দিন পরে কুলতলিতে বাবা–মায়ের খোঁজ পেলেন কাশ্মীরের বারামুলার ঐ গৃহবধূ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ছেলেবেলায় ১৩ বছর বয়সে প্রতিবেশী এক কাকার সঙ্গে কাশ্মীরে বেড়াতে যান রুবিনা। সেখানেই পাত্র খুঁজে রুবিনার বিয়ে দিয়ে ফিরে আসেন সেই কাকা। কাশ্মীরের বারামুলায় তখন থেকে সংসার শুরু করে ঐ নাবালিকা মেয়েটি। বর্তমানে ২৮ বছরের রুবিনার তিনটি সন্তান। বিয়ের পরে চেষ্টা করেও বাবা–মায়ের সঙ্গে কোন ভাবেই যোগাযোগ করতে পারেননি তিনি। এ ভাবেই কেটে গিয়েছে ১৫ বছর। পরবর্তীকালে সেখানকার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সাহায্যে জাতীয় মহিলা কমিশনে চিঠি লেখেন রুবিনা। মায়ের সঙ্গে দেখা করতে চাওয়ার আবেদন করেন তিনি। আর তাঁর পরেই জাতীয় মহিলা কমিশনের মাধ্যমে বারুইপুর মহিলা থানার ওসি কাকলি ঘোষ কুন্ডুর কাছে খবরটি আসে। বারুইপুর মহিলা থানার ওসি হ্যাম রেডিওর সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসের সাথে যোগাযোগ করেন। অনেক ছোটবেলায় এলাকা ছাড়ায়, নিজের ঠিকানা সে ভাবে জানতেন না রুবিনা। শুধু সুন্দরবন টুকু মনে ছিল তাঁর। তার উপরে ভরসা করেই খোঁজ শুরু করে পুলিশ। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় হ্যাম রেডিয়ো। বুধবার সুন্দরবনের কুলতলি থানার দেউল বাড়ির মাধবপুর গ্রামে রুবিনার পরিবারের সন্ধান মেলে। পুলিশের তরফে তাঁর বাবা, মা–সহ

বাড়ির লোকজনকে থানায় নিয়ে এসে ভিডিয়ো কলে কথা বলানো হয় রুবিনার সঙ্গে। দু'পক্ষই নিজেদের চিনতে পারে। এত দিন পরে দেখা হওয়ায় আবেগে ভেসে যান সকলে। দ্রুত মাকে নিয়ে কাশ্মীরে যাবেন বলে বৃহস্পতিবার কুলতলি থেকে জানান রুবিনার ভাই হাসান আলি সেখ। এদিকে এদিন হ্যাম রেডিয়োর সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস বলেন, ঐ মহিলা প্রথমে শুধু সুন্দরবনের কথা বলেন। আরও জিজ্ঞেস করতে জয়নগর মজিলপুর স্টেশন, কাঁটামারি স্কুলের কথাও আবছা মনে করতে পেরেছিলেন। তা দিয়েই শুরু হয় আমাদের খোঁজ। জানা যায় ১৫ বছর আগে কাশ্মীরের বারমুলার স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মী রিয়াদ আহমেদের সঙ্গে তাঁর বিবাহ দেন তাঁরই প্রতিবেশী এক কাকা। তার পর থেকে আর কোনো যোগাযোগ নেই দুই পরিবারের মধ্যে। মায়ের সাথে কথা বলতে না পারায় সম্প্রতি মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন ঐ গৃহবধূ। সেখানে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। তাঁর পরে ঐ গৃহবধূ ও তাঁর শশুর বাড়ির তরফে জাতীয় মহিলা কমিশনের কাছে গত ২ রা মে আবেদন জানানো হয়। আর মেয়ের সাথে এত বছর পর কথা বলে খুশি ঐ গৃহবধূর মা হারানি সেখ। কয়েক দিনের মধ্যে মেয়ের কাছে যাবেন হারানি সেখ। আর দুই পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পেরে খুশি হ্যাম রেডিয়ো ও পুলিশ প্রশাসন।

উত্তরের আঙিনায়

ভেঙে পড়েছে হিমঘর! আলু চাষিদের সঠিক বিচার দিতে প্রশাসনিক বৈঠক

বিশেষ প্রতিনিধি : ময়নাগুড়ি জল্লেশ মেলার মাঠ সংলগ্ন এলাকার বাবা জল্লেশ হিমঘরের একাংশ ছাদ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ায় ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের আলু। ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আলু চাষি হিমঘর কর্তৃপক্ষ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে এক প্রশাসনিক বৈঠক হয় ময়নাগুড়ি মাড়োয়ালী, জনকল্যাণ ভবনে। আলু চাষিরা জানান তারা কোনভাবেই আলু বের করবেন না। তারা চাইছেন ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া আলুর সঠিক মূল্য।

প্রশাসনিক বৈঠকে কৃষকদের একাংশ উপস্থিত না হওয়ায় তারা পরবর্তীকালে সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য সময় চায় চাষিরা। আলুর কতটা দাম নির্ধারিত হবে সে বিষয়েও দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় ঠিক হবে। এদিনের এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ি জেলা ডিএসপি ক্রাইম বিক্রম জিৎ লামা, ময়নাগুড়ি থানার আইসি তমাল দাস, ময়নাগুড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিক কৃষ্ণা রায়, ময়নাগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিবম রায় বসনিয়া, ময়নাগুড়ির বিডিও শুভ্র নন্দী সহ কৃষি ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরাও।

আলু কৃষকদের দাবি, যেহেতু দুর্ঘটনা হয়ে গেছে সে অনুযায়ী আমাদের অনেকটাই ক্ষতির মুখে পড়তে হয়েছে তাই আমরা ক্ষতি হওয়া আলু গুলি আমরা পুনরায় ফিরিয়ে নেব না। হিমঘর কর্তৃপক্ষ সেই আলুগুলির সঠিক মূল্য যাতে আমাদের ফিরিয়ে দেয় সেটার দাবি আমরা করছি মূলত আজকের এই আলোচনায় সেই হিমঘরে রাখা কৃষকদের একাংশ উপস্থিত ছিলেন না তাই আমরা তাদের উপস্থিতিতে সঠিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করুক এটা আমরা দাবি করছি। প্রশাসনিক আধিকারিকদের মতে জানা যায়, কৃষকদের যাতে কোন সমস্যা যাতে না হয় সেইদিকটা লক্ষ্য করেই আমরা দ্বিতীয় দিনে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড়, ঝোঁক বাড়ছে হিমালয়ান সাফারিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : টানা বেশ কিছু দিন ছুটি, পর্যটকে উপচে পড়ছে পাহাড়। দার্জিলিং কালিম্পং সহ গোটা পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় থিক থিক করছে। হোটেলগুলো তো বটেই হোমস্টেগুলিতেও কার্যত তিল ধারনের জায়গা নেই। হিমালয়ান সাফারির দিকে নজর পর্যটকদের। সানদাকফু, মানেভঞ্জনে পর্যটকদের সমাগম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। হোটেল অ্যাসোসিয়েশন ও পর্যটন সংস্থা সূত্রে খবর আগামী ১৫ জুন পর্যন্ত হোটেল গুলিতে বুকিং ফুল। বেশ কিছু বছর পরে পাহাড়ে পর্যটকদের ভিড় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। করোনা পরিস্থিতি

কাটিয়ে একেবারে সাভাবিক ছন্দে পাহাড়। সূত্রের খবর, এই মুহূর্তে পাহাড়ে দেড় লক্ষ পর্যটকের ভিড় রয়েছে। গত শুক্রবার বনধের দিনেও যথেষ্ট ভিড় ছিল, শনি রবিও পর্যটকদের সমাগম বেড়েছে। দার্জিলিং,কালিম্পং মিলে ৫০০ উপরে হোটেল রয়েছে। যায় মধ্যে ৩০০ উপর হোটেল শৈল শহরে রয়েছে। ফুলে ফেঁপে উঠেছে পর্যটন ব্যাবসা। পর্যটন ব্যবসায়ীদের মুখে হাসি ফুটেছে।

অফিসে মে দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : এনজিপি শাখা আইএনটিটিইউসির ঠিকা শ্রমিক ইউনিয়নের অফিসে মে দিবস উপলক্ষে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ইউনিয়ন অফিসে এদিন বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। এছাড়া শ্রমিকদের মধ্যে বস্ত্র ও গামছা বিতরণ করা হয়। এছাড়া কন্যাদায়গ্রস্ত এক রিকশা চালকের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয় আইএনটিটিইউসি। আর্থিক সাহায্য করা হয়। সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সভাপতি সুজয় সরকার জানান শ্রমিকদের স্বার্থে লড়াই চলছে। মে দিবসের দিন শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকারের জন্য দাবি জানান তিনি।

বিদ্যালয়ে জুয়া ও মদের আসর, উদাসীন প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চিঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ছিলিমবাদ এসএসকে বিদ্যালয়ের সামনে রাতের অন্ধকারে যাত্রার আড়ালে চলল দেদার জুয়া, মদের আসর। উদাসীন পুলিশ প্রশাসন। রাতের অন্ধকারে মঞ্চ করে তাতে অশ্লীল নৃত্যের পাশাপাশি চলল জুয়ার আসর। স্কুল ক্যাম্পাসের মধ্যেই যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে মদের বোতল, গ্লাসসহ একাধিক আপত্তিকর উপাদান। এ বিষয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা যুথিকা মাহাতোকে প্রশ্ন করলে তিনি জানান এই বিষয়টি তাকে না জানিয়ে কে বা কারা করেছে জানা নেই। আজ স্কুলে এসে তিনি এমন দেখেন। অন্য এক শিক্ষিকা স্বপ্না বর্মন জানান, যারা করেছে খুব খারাপ কাজ করেছে, আমাদেরকে না জানিয়ে করেছে।

অন্যদিকে গ্রামের বাসিন্দারা জানান গত রাতে এখানে যাত্রার আয়োজন হয়েছিল। বিপদজনক ভাবে এখনো হুকিং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সংযোগ ও জেনারেটর বিদ্যমান স্কুল ক্যাম্পাসে। জ্বলজ্বল করছে বাল্ব। উন্মুক্ত অবস্থায় বিদ্যুতের তার মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে। যেকোনো মুহূর্তে ঘটে যেতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা। স্কুলের ফাঁকে স্কুলের বাচ্চারা ফুটবল খেলায় মত্ত। যে কোনো সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যায় যেতে পারে। প্রশাসনের এমন উদাসীনতায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

প্রসঙ্গত ছিলিমবাদ এসএসকে বিদ্যালয় হিলি ও বালুরঘাট থানার সংলগ্ন প্রত্যন্ত এলাকায় অবস্থিত। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু ব্যক্তি এই প্রকার অশ্লীল নৃত্য, জুয়া ও মদের আসরের আয়োজন করে। পরদিন সকালে এই ঘটনা জানাজানি হতেই স্কুলের শিক্ষিকারা অভিযোগ জানান সরকারি দপ্তরে। এর পাশাপাশি খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে আসে বালুরঘাট থানার পুলিশ ও র‍্যাফ এছাড়া বালুরঘাট স্টেশন ম্যানেজার সহ অন্যান্য আধিকারিক। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে অনুষ্ঠানের সমস্ত সামগ্রী।

সত্যজিৎ রায়ের আবির্ভাব দিবসে শ্রদ্ধার্ঘ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সত্যজিৎ রায় এক অধ্যায়, যার শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। আট থেকে আশি সকল বয়সীদের জন্য রসদ রয়েছে তাঁর সম্ভারে। অস্কার, দাদাসাহেব ফালকে, ভারতরত্ন পুরস্কার প্রাপ্ত বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা, চিত্রনাট্যকার, শিল্প নির্দেশক, সঙ্গীত পরিচালক তথা লেখক সত্যজিৎ রায়ের আজ ১০৩ তম আবির্ভাব দিবস। শিলিগুড়ি পুর নিগমের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করা হয়। শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন জানান শিলিগুড়ি পুরো নিগমের মেয়র গৌতম দেব সহ আরো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

প্রফুল্ল চাকির প্রয়াণ দিবস পালন

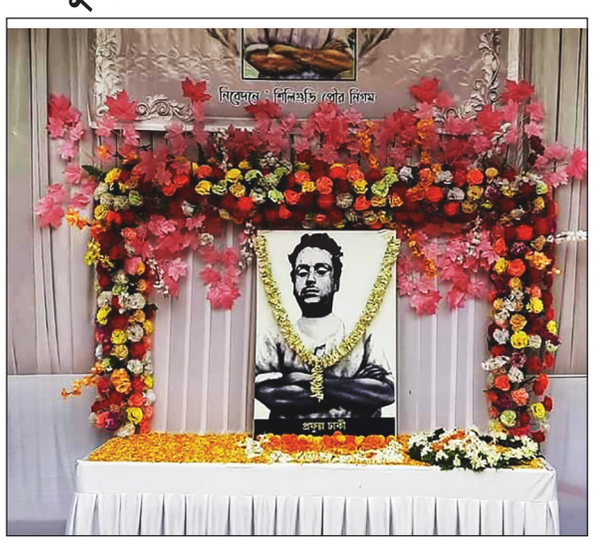

নিজস্ব প্রতিনিধি : ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনের সর্বকনিষ্ঠ মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকী। দেশকে পরাধীনতা থেকে মুক্তি দিতে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। শিলিগুড়ি পুর নিগমের তরফ থেকে এই বীর বিপ্লবীর ১১৬ তম প্রয়াণ দিবস উদযাপন করা হল। তরাই তারাপদ হাই স্কুলে বীর বিপ্লবী প্রফুল্ল চাকির প্রয়াণ দিবস উদযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এছাড়াও আরো উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট জনেরা। এদিন প্রফুল্ল চাকীর ছবিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন তরাই তারাপদ হাই ইস্কুলের শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীরা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৬ মে – ১২ মে, ২০২৩

মেষ রাশি : সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগিতা, চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। উপস্থিত বুদ্ধির দ্বারা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনা। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে সন্তানের সাফল্যের সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধির সম্ভাবনা। রাস্তায় চলার পথে সাবধানতা।

প্রতিকার : ১০৮ বার 'ওঁ রাহবে নমঃ' জপ করুন।

বৃষ রাশি : কর্মক্ষেত্রে সাফল্যে বিলম্ব। বিলাসিতার জন্য অতিরিক্ত ব্যয় বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বাস্থ্যহানির কারণ হতে পারে। সঞ্চয়ে বাধা। পারিবারিক সম্পত্তি নিয়ে পরিবারের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান। স্বাস্থ্য খাতে ব্যয় বৃদ্ধি।

প্রতিকার : প্রতিদিন ২১ বার 'ওঁ গুরুবায় নম' জপ করুন।

মিথুন রাশি : বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে অর্থ উপার্জনের সুযোগ আসতে পারে। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত পরিশ্রমে নাজেহাল এবং আশাতীত ফল লাভে বিলম্ব। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুপ্ত শত্রু বৃদ্ধি। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বিষ্ণু সহস্রনাম প্রতিদিন জপ করুন।

কর্কট রাশি : কর্মক্ষেত্রে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় সাফল্যে বিলম্ব। জ্ঞাতিশত্রু বৃদ্ধি এবং অত্যাচারিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক হানির সম্ভাবনা। সন্তানকে নিয়ে চিন্তার কারণ আছে। জমি বা বাড়ি ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সুফল লাভের সম্ভাবনা। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার সম্ভাবনা। দুর্ঘটনা থেকে সাবধান।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪৪ বার ওঁ মন্দায় নম জপ করুন।

সিংহ রাশি : দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতির সম্ভাবনা মানসিক অবসাদ আসতে পারে। সম্পত্তি সংক্রান্ত ব্যাপারে সুষ্ঠু সমাধানের পথ পাওয়ার সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আর্থিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধির সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় বৃদ্ধি। ঋণ নেওয়ার পরিকল্পনা হলেও আগের ঋণ পরিশোধের উপায় হতে পারে।

প্রতিকার : প্রাচীন গ্রন্থ আদিত্য হৃদয়মের জপ করুন।

কন্যা রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। কর্মক্ষেত্রে শুভ ফল লাভে বিলম্ব। জমি বা বাড়ি সংক্রান্ত বিষয়ে সম্পত্তি সংরক্ষণে সমস্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। গুরু জপের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়ার প্রয়োজন। অর্থের অপচয় বৃদ্ধি। সাবধানে পথ চলা প্রয়োজন।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ বুধায় নম' জপ করুন।

তুলা রাশি : অন্যমনস্কতার দরুন যে কোনও বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। ব্যবসায় পুঁজি বিনিয়োগে সাফল্য। সন্তান থেকে সুসংবাদ পেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। শিল্পীসত্তার বিকাশের সম্ভাবনা। ব্যবসার জন্য বিদেশ যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। জ্ঞাতিশত্রু দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৩৩ বার 'ওঁ শুক্রায় নম' জপ করুন।

বৃশ্চিক রাশি : পারিবারিক শান্তি ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা। মানসিক অবসাদ আসতে পারে। প্রাণায়াম অভ্যাস করা প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে বহু পরিশ্রম সত্ত্বেও উন্নতিতে বাধা। মানসিক ক্লেশ বৃদ্ধি। শেয়ার বা ফাটকা অর্থ বিনিয়োগে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা। ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১৭ বার 'ওঁ কেতবে নম' জপ করুন।

ধনু রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। স্বজনের থেকে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। সম্পত্তি বা জমি ক্রয় বিক্রয় ও বাড়ি নির্মাণের বাধার সম্মুখীন হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে সাফল্য। পুঁজি বিনিয়োগে ব্যবসায় ঝুঁকি রয়েছে। দাম্পত্য সম্পর্কের অবনতি। সৃষ্টিশীল কর্মে অগ্রগতি ও শিল্পীসত্তার বিকাশ। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি।

প্রতিকার : বৃহস্পতির পুজো করুন।

মকর রাশি : অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব এবং সাংসারিক অনটন থাকবে। দাম্পত্য অশান্তির জেরে মানসিক অবসাদও আসতে পারে। ঈশ্বরানুরাগী হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন। সাংসারিক অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। কর্মস্থলে পদোন্নতির সুযোগ আসতে পারে। ভ্রমণ আপাতত এড়িয়ে চলাই শ্রেয়।

প্রতিকার : প্রতিদিন হনুমান চালিশা পাঠ করুন।

কুম্ভ রাশি : রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির দরুন শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে সুসংবাদ পাওয়ার সম্ভাবনা। বহু জাতিক সংস্থায় কর্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়ে সুফল লাভের সম্ভাবনা। অন্যমনস্কতার কোনো মূল্যবান তথ্য হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ৪১ বার 'ওঁ হনুমতে নম' জপ করুন।

মীন রাশি : কর্ম করার প্রতি অনীহা বৃদ্ধি। কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায় থেকে অর্জিত অর্থ সঞ্চয়ে বাধা। অর্থের অপব্যয় বৃদ্ধি। অর্থ বিনিয়োগে ঝুঁকি রয়েছে। সন্তানের আচরণে উদ্বেগ বৃদ্ধি। ভাই–বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। অর্জিত অর্থ স্বাস্থ্য খাতে ব্যয়ের সম্ভাবনা। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সম্ভাবনা। সম্পত্তির বিষয়ে সুষ্ঠ সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক ক্ষতির আশঙ্কা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার 'ওঁ নমো বাসুদেবায়' জপ করুন।

শব্দবার্তা ২৪৫

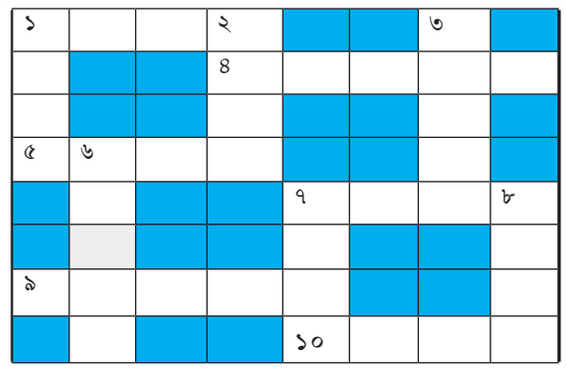

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। শব্দকোষ ৪। সংজ্ঞাহীন, মূর্ছিত ৫। খোঁজখবর ৭। লেখনীয়, লিখতে হবে এমন ৯। পর্বতের পাদদেশ ১০। ক্রয়মূল্য।

উপর–নীচ

উপর–নীচ : ১। উদ্দেশ্য, অভিপ্রায় ২। হিমালয় ৩। বহু স্থানে আঘাতের ফলে ছিন্নভিন্ন ৬। জলকেলি ৭। দীর্ঘকায় ও কৃশ ৮। আচরণ।

সমাধান : ২৪৪

পাশাপাশি : ১। আয়ুধ ৪। বিশ্বপা ৫। মহান নর ৬। আকছার ৭। সমতল ৯। কালভৈরব ১১। দিঘল ১২। জম্বুক।

উপর–নীচ : ১। আপামর ২। ধমন ৩। চোখের ভুল ৪। বিপাক ৬। আধিকারিক ৭। সব দিক ৮। তরল ১০। ভৈষজ।

কাজের খবর

প্রতিরক্ষা সংস্থায় ১০০ চাকরি

ইতারসি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি 'অ্যাটেন্ড্যান্ট অপারেটর কেমিক্যাল প্ল্যান্ট' ট্রেডে ১০০ জন লোক নিচ্ছে।অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি থেকে সংশ্লিষ্ট ট্রেডে আইটিআই পাশ হলে আর এনএসি / এনটিসি সার্টিফিকেট থাকলে যোগ্য। বয়স হতে হবে ১–৪–২০২৩'র হিসাবে ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ওবি সিরা ৩ বছর বয়সের ছাড় পাবেন। বেসিক পে ১৯,৯০০ টাকা। শূন্যপদ : ১০০টি (জেনাঃ ৪০, ওবিসি ১৫, তঃজাঃ ১৫, তঃউঃজাঃ ২০, ইডব্লু এস ১০)।প্রার্থী বাছাই হবে আইটিআই কোর্সে পাওয়া নম্বর দেখে। এরপর ট্রেড টেস্ট বা প্র্যাক্টিক্যাল টেস্ট হবে।

দরখাস্ত করবেন নির্দিষ্ট ফর্মে। দরখাস্তের ফর্ম ডাউনলোড করতে পারবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : https://munitionsindia.co.in

দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, কাস্ট সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল আর নিজের সই করা পাসপোর্ট মাপের ফটো (দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে)। দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন 'Application for the post of Tenure Based CPW personnel on contract Basis'.

দরখাস্ত পাঠাবার ঠিকানা : The General Manager. Ordnance Factory, Itarshi, District, Narandapuram, Madhya Pradesh, Pin – 461 122

WBCS–এর প্রিমিয়ার কোর্স শুরু হচ্ছে কলকাতায়

আজও পেশা হিসাবে সরকারি চাকরির বিকল্প কিছু নেই। কলেজ শেষ করার কয়েক বছরের মধ্যেই যাতে সরকারি চাকরির নিয়োগপত্র নিশ্চিত করা যায়, তাই কলেজে পড়তে পড়তেই অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী সরকারি চাকরির প্রস্তুতি নিতে আগ্রহী হয়। আর এক্ষেত্রে জেনারেল কোর্স থেকে শুরু করেই ইঞ্জিনিয়ারিং – এর ডিগ্রি এই রাজ্যের ছেলেমেয়েদের প্রথম পছন্দের চাকরি হল ডব্লু বি সি এস. ডব্লু বি সি এস পরীক্ষায় সাফল্য পেতে গেলে প্রতিটি বিষয়ের গভীরে পড়াশোনা দরকার হয়, যেটি অন্যান্য সরকারি চাকরির প্রস্তুতির থেকে অনেকটাই বেশি। কিন্তু প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই ডব্লু বি সিএস পরীক্ষার প্রশিক্ষণের নামে অত্যন্ত সাধারণ মানের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, যার ফলে প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরও অনেকের কাছেই ডব্লু বি সি এস অফিার হওয়ার স্বপ্ন অধরা থেকে যায়। এই সমস্যার সমাধানে এবার এগিয়ে এসেছে রাজ্যের সেরা প্রশিক্ষকদের তত্ত্বধানে ও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে ডব্লু বি সি এস এর প্রিমিয়াম কোর্স শুরু করে আইসিই আকাদেমি। থাকছে প্রতি সপ্তাহে প্রতিটি বিষয়ের ওপর বিশেষজ্ঞদের ক্লাস। শুরু থেকেই প্রিলিমিনারি পরীক্ষার প্রস্তুতির পাশাপাশি চলবে মেনস পর্বের জন্য প্রস্তুতি। পাশাপাশি ইন্টারভিউ পর্বের প্রস্তুতির জন্য চলবে ছাত্রছাত্রীদের গ্রুমিং ও পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট। সঙ্গে থাকছে বিশেষজ্ঞদের তৈরি বিশেষ স্টাডি মেটেরিয়াল ও টেস্ট পেপারের সম্ভার। সম্পূর্ণ প্রস্তুতি পর্বটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যে যেকোনো ছাত্রছাত্রী যদি এই প্রস্তুতি সম্পন্ন করে তাহলে তাঁর সাফল্য সুনিশ্চিত। বর্তমানে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মরত প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের এই প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের খতিয়ান বহন করে। বিশিষ্ট ডব্লু বি সি এস অফিসারদের তত্ত্বাবধানে সাজানো এই প্রশিক্ষণ নিয়ে আপনিও পূরণ করতে পারে আপনার স্বপ্ন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ঠিকানা – ICE Academy ২২৭এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, বালিগঞ্জ, কলকাতা ১৯। ডব্লুবিসিএস সহ পিএসসি, এসএসসি, রেল, ব্যাঙ্ক, পুলিশ ও স্কুল সার্ভিসের বিভিন্ন পরীক্ষায় ১০০% প্রস্তুতির জন্য যোগাযোগ করতে হবে এই নম্বরে : ৯৮০৪৪১২৮৯৮/৭০৪৪৫১৭৫০৯.

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দফতরে। ই–মেলেও বিজ্ঞাপন পাঠাতে পারেন।

কর্মখালি

দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরের সামালি এলাকায় সমাজ কল্যাণ দফতর অনুমোদিত আবাসিক হোমে ছেলেদের দেখাশোনা করার জন্য একজন মাঝ বয়সী লেখাপড়া জানা অভিজ্ঞ সর্বক্ষণের পুরুষ কেয়ার টেকার প্রয়োজন। সত্বর যোগাযোগ করুন এই নম্বরে : ৮০১৩৫২৩০৯৫/ ৯৮৩০২৮৪৯৯২

ব্যায়াম করা কি সত্যিই জরুরি?

ডাঃ মানস কুমার সিনহা

নিয়মিত ব্যায়াম বা হাঁটা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের মনে কিন্তু যথেষ্ট অনীহা। অনেকের তো আবার সকালে উঠে হাঁটা বা ব্যায়াম করার কথা শুনলেই ভয়ে হাত পা ঠান্ডা হয়ে যায়। কিন্তু এ নিয়ে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয় যে জীবনে সুস্থ থাকতে হলে আমাদের পুষ্টিকর খাবারের প্রয়োজন যেরকম সেরকম ব্যায়ামেরও প্রয়োজন। বিভিন্ন যন্ত্র দীর্ঘদিন ব্যবহার না করলে যেমন মরচে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সেরকমই আমাদের দেহের বিভিন্ন পেশীর ব্যবহার না হওয়ার ফলে সেগুলো কমজোরি বা নিস্তেজ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যায়াম কে তাই অবজ্ঞা নয় অভ্যাসে পরিণত করতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (WHO) পরামর্শ অনুযায়ী একজন প্রাপ্তবয়স্কের ক্ষেত্রে সপ্তাহে ১৫০ মিনিট দ্রুত হাটার প্রয়োজন। মনে রাখা দরকার দ্রুত হাঁটাও কিন্তু ব্যায়ামের একটি অংশ। কমপক্ষে সপ্তাহে পাঁচ ছয় দিন ৩০ মিনিট করে দ্রুত হাঁটার প্রয়োজন। এছাড়া যোগ ব্যায়াম বা জিমে গিয়েও হালকা ব্যায়াম করা যেতে পারে। মনে রাখা দরকার সকালের দিকে ফ্রেশ হয়ে খোলা জায়গায় হাঁটা, যোগব্যায়াম বা শারীরিক কসরত করা উচিত। সকালে সম্ভব

না হলে বিকেলের দিকেও ব্যায়াম করা যেতে পারে। তবে প্রিন্সিপাল ডায়েটের পরপরই ব্যায়াম করা একেবারেই অনুচিত। কমপক্ষে ভারী খাবারের দু'ঘণ্টা পর ব্যায়াম করা উচিত। আবার একদম খালি পেটে ব্যায়াম করাও ঠিক হবে না। সেক্ষেত্রে নিদেন পক্ষে কিছু কাঁচা বা শুকনো ফল যেমন আপেল, খেজুর, আখরোট, বাদাম ইত্যাদি খাওয়া যেতে পারে। ব্যায়ামের পর সাথে সাথেই ভারী খাওয়ার না খেয়ে হালকা খাওয়ার খেতে হবে।

মনে রাখা দরকার শিশু বয়স থেকে পড়ন্ত বয়স অবধি সকল বয়সেই ব্যায়াম করার প্রয়োজন আছে। শিশু বয়সে বাচ্চারা হামাগুড়ি, হাত পা নাড়াচাড়া, দৌড়াদৌড়ি করে নিজেদের সক্রিয় রাখে। কিশোর–কিশোরীরা স্কুলে বিভিন্ন প্রকার খেলাধুলা, সাইক্লিং, সুইমিং ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যায়ামের প্রয়োজন পূর্ণ করে। সবচেয়ে অসুবিধার সম্মুখীন হন চাকুরীজীবী যুবক–যুবতীরা। সারাদিন ব্যস্ততার মাঝে সময় বার করে ব্যায়াম করা কার্যত অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায় তাদের পক্ষে। আজকাল অবশ্য বিভিন্ন অফিসে যোগ ব্যায়াম বা বিভিন্ন রকম খেলাধুলার ব্যবস্থা করা থাকে। এক জায়গায় দীর্ঘক্ষণ বসে না থেকে হাঁটাচলা করুন। সময় বার করে অফিস সময়ের মাঝেই ব্যায়াম পর্ব সেরে নেওয়া যেতে পারে অথবা বাড়ি ফেরার সময় বাস বা গাড়ি থেকে দু এক স্টপেজ আগে নেমে হেঁটে বাড়ি ফিরলে কিছুটা হাঁটা হয়ে যায়। মনে রাখা দরকার গর্ভাবস্থাতেও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যায়াম করা প্রয়োজন। বয়স্ক মানুষদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম রোগ বা শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দেখা যায় সে ক্ষেত্রেও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যায়াম বা হাঁটা উচিত।

ব্যায়ামের উপকারিতা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় যে নিয়মিত ব্যায়াম শারীরিক এবং মানসিক ফিটনেস বজায় রাখে এবং এরফলে হৃদরোগ, ডায়াবেটিস, ডিসলিপিডিমিয়া, ইত্যাদি বিভিন্ন রোগ নিয়ন্ত্রিত থাকে। এছাড়া ব্যায়াম মনকে চাঙ্গা রাখে, ওজন বৃদ্ধি রোধ করে এবং শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে। এর ফলে মানুষের সক্রিয়তা বাড়ে। ব্যায়াম করলে রাত্রের অনিদ্রা দূর হয়।

ব্যায়াম মানুষের জীবনের এক অত্যন্ত প্রয়োজনীয় অংশ। তাই সুস্থ থাকতে ব্যায়ামকে অভ্যাসে পরিণত করুন আজ থেকে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীমতী রাইস মিলে কর্মরত অবস্থায় দুর্ঘটনায় মারা যায় কীর্নাহার থানার রুইপুর গ্রামের নিত্যগোপাল মণ্ডল। হাইকোর্টে মামলা করে দাদা সন্ন্যাসী মণ্ডল। হাইকোর্টের নির্দেশে ২৭ এপ্রিল ক্ষতিপূরণ হিসাবে স্ত্রী মাধবী মিধা ও মেয়ে সোমা মিধার হাতে সাত লক্ষ আটষট্টি হাজার পাঁচশত ষাট টাকার চেক তুলে দেন জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের সচিব শেখ রুখুমুদ্দিন। সচিব বলেন, ক্ষতিপূরণের পঞ্চাশ শতাংশ নাবালিকা মেয়ের অ্যাকাউন্টে জমা হবে। সেইজন্য ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলে একটা অ্যাকাউন্ট খুলে দেব। বহু চেষ্টা করার পর স্থানীয় থানার মাধ্যমে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে আজ ওনাদের হাজির করতে পেরেছি। মিল মালিকের বিরুদ্ধে কিছু করতে চাইছেন না। উনি কিছু করতে চাইলে ফ্রীতে আইনি পরিষেবা দেবো। দাদা সন্ন্যাসী মণ্ডল বলেন, টাকা পেয়ে খুব উপকার হল, পরিবারের কাজে লাগবে।

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লোবা কৃষি রক্ষা কমিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবরাজপুর ব্লকের খাগড়া জয়দেব কয়লা প্রকল্প দীর্ঘদিন জটের কারনে বাস্তবায়ন হয় নি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, এখানে কয়লা শিল্প বাস্তবায়ন হলে মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন আসবে। সম্প্রতি ওড়িশা মেটালুজিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি নতুন করে প্রকল্প করার দায়িত্ব পেয়েছে। ২৮ এপ্রিল প্রশাসনের দ্বারস্থ হয় লোবা কৃষিরক্ষা কমিটি । লোবা কৃষিরক্ষা কমিটির সভাপতি ফেলারাম মন্ডল বলেন, আমাদের কাছে কোনো খবর নেই। গ্রামে গাড়ি নিয়ে ঘুরছে। প্রশাসনকে জানাবো। সম্পাদক জয়দীপ মজুমদার বলেন, প্রশাসনগতভাবে কিছু জানি না। এলাকার লোকের সঙ্গে কথা বলছে না। কিছু দালালকে ছেড়েছে। আমরা চাইছি শিল্প স্বচ্ছভাবে হোক। মুখ্যমন্ত্রীকে ডাকযোগে চিঠি পাঠানো হয় কৃষিরক্ষা কমিটির পক্ষ থেকে।

রেশন কারচুপির অভিযোগ করল রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুয়ারে রেশন প্রকল্পে ওজনে কারচুপির অভিযোগ উঠল রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুয়ারে রেশন প্রকল্পে ওজনে কারচুপির অভিযোগে গ্রাহকদের বিক্ষোভের জেরে উত্তাল হলো দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগর ব্লকের শিকারপুর গ্রাম। গ্রাহকরা বন্ধ করে দিলেন রেশন পরিষেবা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে সাগরের শিকারপুর ফ্লাড সেন্টার থেকে দুয়ারে রেশন প্রকল্পে গ্রাহকদের চাল, আটা দেওয়া হচ্ছিল।কিন্তু কয়েকজন গ্রাহকের চালের ওজন নিয়ে সন্দেহ দেখা দেয়। তখন পুনরায় সেই চাল মাপতে বলেন গ্রাহকরা। তখনই ওজনে কারচুপি ধরা পড়ে। প্রত্যেক গ্রাহকের প্রায় এক কিলোগ্রামের কাছাকাছি চাল কম দেওয়া হয়েছে বলে সাগরের শিকারপুর গ্রামের গ্রাহকদের অভিযোগ। এরপর অভিযোগ ঘিরে উত্তেজনা ছড়ায়। রেশন ডিলার প্রণব দাস ও তাঁর কর্মীকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ শুরু হয়। এরপর বন্ধ হয়ে যায় রেশন দেওয়ার কাজ। ওজনে কারচুপি বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন ডিলার প্রণব দাস। কর্মীর ভুলে ওজনে কম দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।রেশনে ওজন কারচুপির অভিযোগে ওই রেশন ডিলারসহ কর্মীর শাস্তির দাবি জানিয়েছেন গ্রাহকরা।

১৩ বছর পর বাড়ি ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১০ সালে বালিঘাট দখল নিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিরোধ মেটাতে সালিশি সভা ডাকে তৃনমূল সহসভাপতি মনিরুল ইসলাম। নবগ্রামে নিজের বাড়িতে বুনিয়াডাঙার তিন ভাই সিপিএম সমর্থক ওই সুদিন শেখ, জাকির আলি, কোটন শেখকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠে। মনিরুল সহ একান্নজনের বিরুদ্ধে লাভপুর থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। গ্রেপ্তার হয় মনিরুল। পরে জামিন পেয়ে লাভপুর বিধানসভাকেন্দ্রের তৃণমূল বিধায়ক হয় মনিরুল ইসলাম। নিহত তিন ভাইয়ের মা জারিনা বিবি বাকি ছয়ভাইকে নিয়ে ঘরবাড়ি জমিজমা ফেলে গ্রামছাড়া হয়। ২০১৩ সালে পঞ্চায়েত ভোটের আগে এক কর্মীসভায় তিন ভাইকে পায়ের তলা দিয়ে পিষে মারার কথা স্বীকার করে মনিরুল। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে লাভপুর থানার ওসির উপস্থিতিতে নিহত তিনভাই সহ নয় ভাইয়ের পরিবারের আটচল্লিশজন সদস্যকে ঘরে ফেরায় পুলিশ। ঘরে ফিরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে অনেকেই। যদিও বর্তমানে অসুস্থ মনিরুল ইসলাম। তার কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায় নি।

আইসিডিএস সেন্টারে খিচুড়িতে পোকা মেলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, মৌসুনি: আবারও আইসিডিএস সেন্টার থেকে দেওয়া পড়ুয়াদের খিচুড়িতে মিলল পোকা। মঙ্গলবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল অভিভাবকদের মধ্যে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার নামখানা ব্লকের মৌসুনির কুসুমতলা গ্রামের একটি আইসিডিএস সেন্টারে। কুসুমতলা পশ্চিম অবৈতনিক আইসিডিএস সেন্টার থেকে প্রতিদিনের মতো মঙ্গলবার সকালেও পড়ুয়াদের খিচুড়ি দেওয়া হয়। বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার পর সেই খিচুড়িতেই দেখা যায় পোকা। আইসিডিএস সেন্টার থেকে দেওয়া খিচুড়িতে পোকা থাকার ঘটনা চাওর হতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে পড়ুয়ারা সেন্টার থেকে দেওয়া খিচুড়ি বাড়ি নিয়ে যায়। বাড়িতে গিয়ে খিচুড়ি খাওয়ার সময় পোকা দেখতে পান এক অভিভাবিকা। খিচুড়িতে পোকা দেখামাত্রই এক অভিভাবিকা সেন্টারের শিক্ষিকার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু দুটি স্কুলের দায়িত্বে

থাকায় তিনি স্কুলে আসেননি বলে জানান। শিক্ষিকা বলেন, রাধুনীর ওপর আজ দায়িত্ব ছিল। তিনি খিচুড়ি রান্নার পর বিতরণ করে দেন। বিষয়টি নিয়ে তিনি বুধবার আলোচনায় বসবেন বলে জানিয়েছেন। এই সেন্টার থেকে পড়ুয়া এবং প্রসূতি না মিলে মোট ৪৫ জন প্রতিদিন খাবার পায়। কয়েক মাস আগেও এই সেন্টার থেকে দেওয়া খিচুড়িতে পোকা মিলেছিল বলে অভিভাবকদের অভিযোগ। সেই সেন্টার থেকে দেওয়া খিচুড়িতে পুনরায় পোকা মেলায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। এই বিষয়ে কাকদ্বীপ সিডিপিও ইন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়টি নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন।

ভেস্তে গেল খুন করার পরিকল্পনা আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেপ্তার তৃণমূল নেতা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : আগ্নেয়াস্ত্র সহ তৃণমূল নেতা কে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার বাহিরসোনা এলাকায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর রবিবার রাতে তৃণমূল নেতা খলিল আলি মোল্লা ও তার তিন সঙ্গী একটি গাড়িতে করে ক্যানিং থেকে বারুইপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় হঠাৎই পুলিশ তাদেরকে ধাওয়া করে। পুলিশের দেখে গাড়িটি নিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। সন্দেহ বাড়ে পুলিশের। পুলিশ পিছু ধাওয়া করে ধরে ফেলে গাড়িটি। ধরা পড়ে যায় তৃণমূল নেতা খলিল আলি মোল্লা ও তার তিন সঙ্গী আমিন উদ্দিন

মোল্লা,রমজান মোল্লা,নজরুল লস্কর। ধৃতদের বাড়ি ক্যানিং থানার অন্তর্গত দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের ঠাকুরাণি বেড়িয়ার সুন্দিপুকুরিয়া এলাকা। ধৃতদের গাড়ি থেকে উদ্ধার হয় ১ টি আগ্নেয়াস্ত্র,১ টি চপার, ১রাউন্ড গুলি,৬ টি মোবাইল ফোন এবং নগদ বেশ কিছু টাকা। ধৃত দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে একাধিক খুন ও ডাকাতির অভিযোগ আছে। উল্লেখ্য খলিল আলি মোলা ক্যানিংয়ের তৃণমূল নেতা শৈবাল লাহিড়ীর ঘনিষ্ট এবং ২০১৯ এ দাঁড়িয়া পঞ্চায়েত এলাকার তৃণমূল অঞ্চল সভাপতি ছিলেন। ২০১৯ এ ২৪ ফেব্রুয়ারী দাঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শবনম নস্করের স্বামী রাজু ওরফে কার্ত্তিক নস্কর কে খুন করার ঘটনায় খলিল জড়িত ছিল বলে অভিযোগ।

মনে করা হচ্ছে গত রবিবার রাতে দাঁড়িয়া পঞ্চায়েতের বুথ সভাপতি বাবুরালি লস্কর কে খুন করার পরিকল্পনা করেছিল খলিল। বাবুরালি জানিয়েছে,আমি বাড়ির বাইরে আসলে খুন করা হতো। সেটা পুলিশ আগাম জানতে পেরে দুষ্কৃতিদের ধরে ফেলে।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবারে বিছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের খাবার পরিবেশন করতে গিয়ে অভিভাবকরা খাবারে আস্ত বিছে দেখতে পায়। ২৯ এপ্রিল সকালে পরোটা গ্রামের ২২ নং অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের ঘটনা। এলাকার তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে তালা লাগিয়ে বিক্ষোভ দেখায় অভিভাবকদের একাংশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে কীর্নাহার থানার পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

অবৈধ মাটি, বালি খননে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি : সোনারপুর মুড়াগাছা থেকে অবৈধ মাটি খনন ও বালি খাদান চালানোর অভিযোগে সোনারপুর থানার এসআই অর্ঘ্য মণ্ডলের নেতৃত্বে পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে বন্ধ করল মাটি ও বালি খাদান। গ্রেপ্তার করা হয় দিলীপ নস্কর (৫০) খোদাহাটি, বাসুদেব হালদার (৩৯) কালিকাপুর, ভোলা মণ্ডল (৬১) দিয়ারা, ঘোষ পাড়া নামে ৩জনকে। অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা হয়ে ৫টি লরি। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলছেন যে কোথাও কোনো অবৈধভাবে মাটি খনন, বালি খাদান, করা যাবে না। তা সত্ত্বেও এক শ্রেণীর অসাধু ব্যবসায়ী রাতের অন্ধকারে এই অবৈধ ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। প্রশাসন এখন ভীষণ তৎপরতার সঙ্গে অভিযান চালাচ্ছে এবং গ্রেপ্তারও করছে।

নাবালিকা ধর্ষণে ২০ বছরের কারাদণ্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২২ জানুয়ারি ২০২২, পাড়ুই থানা এলাকার ক্যানেল পাড়ে মাঠে গোরু চড়ানোর সময় খাবার দিতে গিয়ে মামার হাতে ধর্ষিত হয় এক নাবালিকা। পাড়ুই থানায় অভিযোগ দায়ের করে নির্যাতিতার দাদা। পুলিশ অভিযুক্ত হরিচরণ বাগদীকে গ্রেপ্তার করে। পকসো আইনের ৪ ও ৬ নং ধারায় মামলা রুজু করে পুলিশ। ১৯ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে ২৬ এপ্রিল অভিযুক্তের সাজা শোনান সিউড়ি দ্বিতীয় জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক রতনকুমার দাস। আইনজীবী সৈয়দ সমিদুল আলম বলেন, ২০ বছরের কারাদণ্ড এবং রাজ্য সরকারের 'ভিকটিম কমপেনশেসন ফান্ড' থেকে নির্যাতিতাকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

প্রবীণ চিকিৎসক খুনে গ্রেপ্তার ৫ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৪ এপ্রিল দুপুরে মুখে সেলোটেপ হাত পা বাঁধা অবস্থায় এক প্রবীণ স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় নলহাটি পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের রেলগেটের কাছে। মৃত চিকিৎসকের নাম মদনলাল চৌধুরী (৮২)। তাঁর নিজের বাড়ির দোতলার ঘর থেকে হাত পা বাঁধা অবস্থায় মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্র।

বীরভূম লোকসভাকেন্দ্র থেকে তিনি দুবার বিজেপির প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ছেলে স্ত্রী পরিবার বর্ধমানে থাকে। ঘটনায় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতরা হলো – নলহাটির অভিষেক সালুই ওরফে বাপি, তারক কর্মকার, গোরা খান, রাজেশ শেখ এবং সাইথিয়ার সুখেন কর্মকার। রবিবার দুপুরে সিউড়ি অফিসে সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় বলেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেড কোয়ার্টারসের নেতৃত্বে টিম গঠন করে তদন্ত শুরু করা হয়। মৃত চিকিৎসকের পরিবারের সদস্যরা সহযোগিতা করেছেন। প্রচুর টেকনিক্যাল ডিটেলস ব্যবহার করেছি। ক্রাইম ডিটেকট করার পর গ্রেপ্তার করেছি। ভালো এভিডেন্স আছে। যেখানে চিকিৎসকের দেহ পাওয়া গিয়েছে তার নীচে গ্রেপ্তার হওয়া দুইজনের সোনার দোকান আছে। আরো দুইজন সোনার পালিশর কাজকর্ম করে। সম্ভবত শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে আসল কারণ জানা যাবে । ১ মে রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের দশদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ।

জলে ডুবে মৃত দুই ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৬ এপ্রিল দুপুরে সহপাঠীদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে নেমে কোপাই নদীতে ডুবে মৃত্যু হল দ্বাদশ শ্রেণীর দুই যমজ ভাইয়ের। মৃতরা হল সায়ক পাল ও সোহম পাল (১৮)। বাড়ি বোলপুরের রামকৃষ্ণ রোড এলাকায়। সেখানে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২২ ৫৬ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৫৭ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

সমাজবিরোধীদের দৌরাত্মে শিল্প প্রতিষ্ঠা ব্যাহত

(নিজস্ব সাংবাদিক)

পশ্চিম বাংলার ভয়াবহ বেকার সমস্যার যুগে এক বাঙালী শিল্পপতির – শিল্প প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বেকারী – দূরীকরণের শুভ প্রচেষ্টা কিভাবে সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্মে ব্যাহত হচ্ছে সে সম্পর্কে এক চাঞ্চল্যকর সংবাদ পাওয়া গেছে।

সংবাদে প্রকাশ, মেটিয়াব্রুজ থানার অন্তর্গত কাঞ্চনতলায় বি, জি, ইণ্ডাষ্ট্রিজ নামে একটি বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠান লঞ্চ তৈরি ও মেরামত করার কারখানা স্থাপনের অনুমতি পায়। কাঞ্চনতলায় গঙ্গারতীরে প্রচুর জমি কিনে বি, জি, ইণ্ডাষ্ট্রিজ কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয়। কিন্তু প্রায় এক বছর ধরে স্থানীয় সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্মে শিল্প–প্রতিষ্ঠার শুভ প্রচেষ্টা বারংবার বানচাল হচ্ছে।

প্রকাশ, এই কারখানাটি চালু হলে সহস্রাধিক স্থানীয় বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের সুরাহা হোত।

বি, জি, ইণ্ডাষ্ট্রিজ এর বর্তমান অফিস ২৩ নং মনসাতলা রো, খিদিরপুর থেকে কাঞ্চনতলায় স্থানান্তরিত হবারও সম্ভাবনা ছিল, সংশ্লিষ্ট মহলে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম সম্পর্কে স্থানীয় উর্দ্ধতন পুলিশ কর্তৃপক্ষকে জানানো সত্ত্বেও এ পর্য্যন্ত কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। মুখ্যমন্ত্রী ও শিল্পমন্ত্রীর অবিলম্বে এ সম্পর্কে যথোপযুক্ত তদন্ত করে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করি।

৭ম বর্ষ, ১৫শ সংখ্যা, ৫ই মে, ১৯৭৩, ২১ শে বৈশাখ, ১৩৮০, শনিবার

গাছ পোতা নিয়ে ২ পরিবারের মারামারি, জখম ৭ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গাছ পোতা নিয়ে দুই পরিবারের মারামারির ঘটনায় উভয় পরিবারের মোট ৭ জন জখম হলেন। জখমদের মধ্যে এক মহিলাও রয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার তালদি পঞ্চায়েতের আন্ধারিয়া গ্রামে। ঘটনায় জখম হয়েছেন সন্তোষ সরদার,নবীন সরদার,সুন্দর হালদার, শ্যাম হালদার, নন্দী হালদার, অর্জুন হালদার ও জয়া হালদার। ঘটনার বিষয়ে উভয় পক্ষই ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে, সম্পত্তি নিয়ে সরদার ও হালদার পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বিবাদ চলছিল। সেই বিবাদ মিটেও যায়। সম্পত্তির সীমানা লাগোয়া গাছ লাগিয়েছিলেন সন্তোষ সরদার। সেই গাছ কেটে নেওয়ার কথা বলে হালদার পরিবারের সদস্যরা। শুরু হয় বচসা। অভিযোগ সেই সময় হালদার পরিবারের লোকজন সন্তোষ সরদার কে বেধড়ক মারধর করে। মারধোরের হাত থেকে বাবা কে উদ্ধার করতে এগিয়ে যায় নবীন। অভিযোগ তাকে বেধড়ক মারধর করে ইট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। ঘটনার খবর পেয়ে বাবা ও ছেলে কে উদ্ধার করে পরিবারের সদস্যরা। তাদের কে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে বাবা ও ছেলে আশাঙ্কাজনক অবস্থায় ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। আবার হালদার পরিবারের অভিযোগ,সীমানা লাগোয়া গাছ কেন পুঁতেছে জানতে চাইলে বাবা ও ছেলে আচমকা আমাদের পাঁচজনকে মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেয়। উভয় পক্ষের অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

বিপুল পরিমাণে কাটা তেল উদ্ধার জীবনতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি : জীবনতলা থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সস্তাখালি এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণে কাটা তেলের কারখানার হদিশ পেল। কেরোসিনের সঙ্গে এর রাসায়নিক মিশিয়ে তৈরি করা হতো সলফিন। ঘন জনবসতি এলাকায় ওই রাসায়নিকের একাধিক ড্রাম রেখে ব্যবসা করায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল। সেখানে পুলিশ হানা দিয়ে কয়েকশ লিটার রাসায়নিক ও নকল তেল উদ্ধার করেছে। যদিও এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত এখনো পলাতক। তার সন্ধানে চিরুনি তল্লাশি চালাচ্ছে জীবনতলা থানা। সস্তাখালীর বাসিন্দা সিদ্দিক গাজী দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জায়গা থেকে

কেরোসিন তেল সংগ্রহ করত। পরে তার সঙ্গে রাসায়নিক পাউডার মিশিয়ে(নকল তেল) কাটা তেল তৈরি করে খোলা বাজারে পেট্রোল, ডিজেল, হিসেবে বিক্রি করতো। এমনই অভিযোগ উঠে এসেছে পুলিশ সূত্রে। পুলিশ সেই ব্যবসায়ীর বাড়ি গিয়ে দেখে রান্নাঘরেই সমস্ত জ্যারিকেন ও তেলের ড্রাম সারি সারি রাখা রয়েছে। সব মিলিয়ে ১৪ টি জ্যারিকেন ও ৮টি ড্রাম বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই অবৈধ ব্যবসায় আর কারা কারা যুক্ত আছে তার তদন্ত করছে পুলিশ। সেই সঙ্গে কোন রাজনৈতিক নেতার মদত আছে কিনা সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ প্রশাসন।

হুগলির রাজহাটে প্রতিপালনের অভাবে বিলুপ্তির পথে ময়ূর

মলয় সুর, হুগলি : হুগলির পোলবা–দাদপুর ব্লকের রাজহাটের প্রধান আকর্ষণ জাতীয় পাখি ময়ূর। ব্যান্ডেল স্টেশনের কয়েক কিমির ব্যবধানে বয়ে যাওয়া কুন্তী নদী, সোয়াখাল ও আমবাগান অঞ্চলে প্রচুর ময়ূরের বাস বহুদিন থেকে। কিন্তু জাতীয় এবং অধুনা বিলুপ্ত প্রায় এই পাখি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সরকার আজও উদাসীন বলে স্থানীয় মানুষের অভিযোগ। ময়ূরগুলি কবে, কোথা থেকে এবং কীভাবে রাজহাটে এসে বাসা বেঁধেছে তা এখানকার সবারই অজানা। অন্যান্য পাখির মতোই এখানে ময়ূরের সহাবস্থান। রাজহাটের মধ্যেই এদের আনাগোনা থাকলেও যখন যেদিকে খাদ্য বেশি পায় তখন এরা সেদিকে থাকতে শুরু করে।

গ্রামবাসীদের আশঙ্কা খাদ্যের অভাবে হয়ত ময়ূরগুলি এই অঞ্চলে আর বেশিদিন থাকবে না। অন্যত্র পাড়ি দেবে। স্থানীয় মানুষের আরও অভিযোগ

ময়ূরগুলি সংরক্ষণের জন্য পঞ্চায়েত বা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে কখনও কোনও ব্যবস্থা করা হয়নি। স্থানীয় বাসিন্দারা রাজ্য সরকারকে বহু আবেদন–নিবেদন করেও আজ পর্যন্ত কোনও আর্থিক সাহায্য ময়ূর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য করা হয়নি। এখানে ময়ূরের ডিমও চুরি যেত। তবে এখন জনসচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় ময়ূরের কেউ কোনও রকম ক্ষতি করে না। এই জায়গাটা কৃষি প্রধান হওয়া বিভিন্ন ক্ষেতে ময়ূর ফসলের ভীষণ ক্ষতি করে। ধান পাকলে খেয়ে নেয়, মটর, সরিষা, মূলো প্রভৃতি গাছ কচি অবস্থায় তো খায়ই, আবার ফল ধরলেও খেয়ে নেয়। কিন্তু ফসলের ক্ষতি হলেও কেউ ময়ূরের কোনও ক্ষতি করে না সৌন্দর্যের জন্য। তবে ফসলের ক্ষতি ছাড়া, এরা মানুষের কোনও ক্ষতি করে না। রাজহাটের আকর্ষণীয় ময়ূর আজ গ্রামবাসীদের গর্ব, দূরদূরান্ত থেকে অনেকেই সেখানে বেড়াতে যান ময়ূর দেখার জন্য। শীতকালে রাজহাটে যাঁরা পিকনিকে আসেন ময়ূরের দর্শন তাদের কাছে অতিরিক্ত পাওনা। দীর্ঘদিনের পোলবা–দাদপুর ব্লকের রাজহাট পঞ্চায়েতের গান্ধীগ্রাম নন্দীপুর সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় দেশের জাতীয় পাখির অবাধ বিচরণ। বাম আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সরকারের আমলেও এখানকার ময়ূর সংরক্ষণ নিয়ে নেতা–মন্ত্রীরা ভুরি ভুরি আশ্বাস দিলেও কাজের কাজ কিছু হয়নি বলে এলাকাবাসীর অভিযোগ। গান্ধীগ্রামের কয়েকটি পরিবারের প্রচেষ্টায় আজও কয়েকশো ময়ূর টিকে রয়েছে এই অঞ্চলে। কিন্তু গরম বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কয়েকদিন ধরে একের পর এক ময়ূর অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে গ্রামাবাসীরা জানিয়েছেন। অত্যধিক গরমের কারণে মানুষের মতো পশু পাখির শরীরেও তাপ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা লোপ পায়। যার ফলে হিট স্ট্রোক বা সান স্ট্রোক হয়। এবার এপ্রিলে প্রচণ্ড গরমে জলাশয়গুলি শুকিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং এলাকার মানুষদের উচিত আমবাগানের ভিতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে জলের ব্যবস্থা করা। শীঘ্রই ব্যবস্থা না নিলে রাজহাট থেকে চিরতরে ময়ূর হারিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা রয়েছে। সারা রাজ্যের মধ্যে একমাত্র এখানেই এভাবে ময়ূরদের দেখা যায়। স্থানীয় স্বরূপ নন্দী জানালেন, প্রকৃতির কোলে আবার ময়ূরের বিচরণ দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। বিশেষ করে মেঘলার দিনে ময়ূরের পেখম তুলে নাচ অপূর্ব।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৭ বর্ষ, ২৯ সংখ্যা, ৬ মে – ১২ মে, ২০২৩

রাজ অভিষেকে আদিখ্যেতা

একদা প্রজাহিতৈষী রাজন্য বর্গের মনোরঞ্জনের জন্য নানা প্রশস্তি, পুরস্কারের পাশাপাশি তিরস্কার, রাজদণ্ডের কথা ইতিহাসের পাতায় জানা যায়। রাজা, নবাব, সম্রাট কিংবা সুলতান সবার ক্ষেত্রেই এমন কম বেশি গল্প কথা রয়েছে।

এদেশ থেকে ব্রিটিশ সরকারি ভাবে চলে গেছে ৭৫ বছর অতিক্রান্ত। এদেশে তাদের শাসনের নামে শোষণ, বিচারের নামে অবিচার এর পাশাপাশি চৌর্যবৃত্তির অন্যতম দৃষ্টান্ত তারা রেখে গেছে। ব্রিটেনের মিউজিয়ামগুলি সাক্ষী দিচ্ছে যে সোনার ভারত থেকে তারা বহুমূল্য সব দ্রব্যাদি সোনা, মূর্তি শুধু নয় রাণীর মুকুটের জন্য সেই কোহিনূর হীরেও লুঠ করেছিল। একদা পরাধীন দেশের করদ রাজ্য ভারতে রাজা রানীদের প্রশস্তিতে পঞ্চমুখ থাকত ব্রিটিশ প্রশাসনের কৃপাধন্য এদেশের এক শ্রেণির শাসক বনিকের দল। যারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শিকড়কে গভীরে নিয়ে যেতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। পরাধীন দেশের সেই সব ইংরেজের সৃষ্টি করা 'বাবু' সম্প্রদায় এদেশের স্বাধীনতাকামীদের কম বেগ দেয়নি।

ক্ষমতার হস্তান্তর নিয়ে 'স্বাধীনতা' এসেছে ব্রিটিশ কমনওয়েলথএর দাসত্ব তিলক মাথায় পরে। তাই কুইন ভিক্টোরিয়া, যিনি ভারতকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতার ধনী সম্প্রদায়ের অর্থে ময়দানে গড়ে ওঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল। ভারতের প্রথম ভাইসরস হল ব্রিটিশ রাজধরিবাজের মাউন্ট ব্যাটেন যাঁর হাতে লেগেছিল আজাদ হিন্দ ফৌজের নিহত সেনানীদের রক্ত, তার মৃত্যুতে 'স্বাধীন ভারত' রাষ্ট্রীয় শোক ও পতাকা অর্ধনমিত রাখে। অতি সম্প্রতি ব্রিটিশ রাণী এলিজাবেথের মৃত্যুতেও ভারতের পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়। এমন শোক প্রকাশ শুধু ব্রিটিশদের ক্ষেত্রেই ঘটে বারংবার। ব্রিটিশ রাণীরা রাজাকে 'ভারতরত্ন' প্রদান করেনি এটাই স্বান্তনা। সম্প্রতি চার্লস এর রাজা হবার অনুষ্ঠান ঘিরে কমনওয়েলথ দেশগুলির মধ্যে উৎসব শুরু হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 'রাজা চার্লস' এর সম্মানে নানা কাজকর্ম শুরু হয়েছে। ভারতীয় গণ মাধ্যমেও ব্রিটিশ রাজপরিবারের উৎসব ঘিরে খুঁটিনাটির বিশদ বিবরণ তুলে জনমানসে রাজ পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করার প্রচ্ছন্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। নানা শিল্প কর্মরে ছবিও রাজাভিষেক নিয়ে প্রচার পাচ্ছে। চার্লসের স্ত্রী লেডি ডায়নার অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং প্রাক্তন প্রেমিককে বিবাহ কীর্তি চার্লস মহিমাকে ক্ষুন্ন করেনি কমনওয়েলথ ক্লাবভুক্ত দেশগুলির গণমাধ্যমগুলিতে। ভারতীয় পার্লামেন্টের কোন কক্ষই আজও কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসা কিংবা কোহিনূর ফেরত চাওয়ার দাবি তুলতে পারেনি।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

'মুমুক্ষু ব্যবহার প্রকরণ'

ব্রহ্ম সর্বত্র সমভাবে বিরাজিত। তাঁর সাথে সম্বন্ধ আছে, তাই এই মিথ্যা এবং মায়াময় জগতের সত্তা সত্যরূপে অনুভূত হয়। ভবিষ্যৎ কালের সাথে সম্বন্ধের দরুণ সেই সত্তা আবার 'নিতি' নামে পরিচিত হয়। কার্য্যর কার্য্যত্ব এবং কারণের কারণত্ব সেই সত্ত্বা হতে পৃথক নয়। যেহেতু ব্রহ্মসত্তা সর্বত্র সমভাবে বিরাজ করেন, তাহলে নিয়তিও ব্রহ্ম ছাড়া অন্য কিছু নিশ্চয় নয়। অতএব কোন প্রতিকূলতার আশঙ্কা অনর্থক। সুতরাং পুরুষকার অবলম্বন করে চিত্তকে একাগ্র করে মঙ্গল সাধন করাই উচিত। মনের হঠকারিতায় ইন্দ্রিয়সমূহ মোক্ষের প্রতিবন্ধক যেন না হয় তার প্রচেষ্টা কর, পুরুষকার দিয়ে মনে সমত্ব স্থাপন কর।

এক চিদাকাশ আছেন, যিনি সর্বাধার, যিনি নানা মায়িক বিলাসের আশ্রয়ভূমি এবং তিনিই সকল প্রাণীতে এক অক্ষয় জ্যোতিঃ রূপে, আত্মারূপে বিরাজমান থাকেন। সেস চিদাকাশ হয়ে বিষ্ণুর উদ্ভব হয়, এবং বিষ্ণুর অন্তর হতে ব্রহ্মার উৎপত্তি দেবতা–মুনি পরিবেষ্টিত বেদবিৎ ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেন। সৃষ্টির পরে জীবের দুঃখ উচ্ছেদ করতে তিনি সঙ্কল্প বলে আমায় সৃষ্টি করলেন। তিনি আমায় বললেন, 'কিছুকালের জন্য তোমায় অন্তরে অজ্ঞান আশ্রয় করুক'। আমি স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে দুঃখ–শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ি, পিতা ব্রহ্মা আমায় দুঃখ উচ্ছেদ করার উপায় জিজ্ঞাসা করতে বললে, তাঁকে আমি সংসার ব্যধির উপায় জিজ্ঞাসা করলাম। তখন তিনি আমায় তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করলেন, যা মোক্ষলাভের অব্যর্থ উপায়। সেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে আমি স্বরূপে সংস্থিত হয়ে আছি। পিতা ব্রহ্মা আমায় বলেছিলেন, 'হে পুত্র! উপযুক্ত আধিকারিদের জ্ঞানসিদ্ধির জন্য আমি তোমায় ক্ষণিকের অজ্ঞানতায় বদ্ধ করে ধরাধামে প্রেরণ করেছিলাম। এখন তুমি মুক্ত। এই পৃথিবীতে ভারতবর্ষ অজ্ঞানতায় বদ্ধ করে ধরাধামে প্রেরণ করেছিলাম। এখন তুমি মুক্ত। এই পৃথিবতে ভারতবর্ষ নামে এক দেশে মুক্তিকামী যোগ্য অধিকারিদের জ্ঞানোপদেশ করবে। সেই থেকে আমি এইভাবেই আছি এবং পিতার আদেশ অনুযায়ী যতদিন মোক্ষার্থী বর্তমান থাকবে, আমি ততদিন পর্য্যন্ত থাকব। রাম!

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

বাঙালির উত্থান পতনের ইতিবৃত্ত

নির্মল গোস্বামী

যেদিন থেকে বাঙালির ভাগ্য রানীর হাতে পড়ল, মনে হয় সেইদিন থেকে বাঙালির উত্থান শুরু হতে থাকল। বাঙালিকে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণার বাইরে এনে আধুনিক বাঙালিরূপে তৈরি করতে হবে– এই সংকল্পে ইতিপূর্বেই রাজা রামমোহন নবযুগের ভগীরথ হয়ে ডাক দিয়েছে। সেইকাজে ক্রমে ক্রমে দু'চারজন বাঙালি শামিল হচ্ছে। বিদ্যাসাগর, তাদের অন্যতম। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকস্পর্শে বাঙালির মনের তামশ কাটতে শুরু করেছে। হাতিটাকে ঘুম থেকে ঠেলে তুলতে হবে। শিক্ষা চাই– শিক্ষাই পারে মনের অন্ধকার দূর করতে। শিক্ষাই পারে যুক্তির দ্বারা অন্ধ বিশ্বাস ভেঙে নতুন ধারণার জন্ম দিতে। বিদ্যাসাগরের হাত ধরে সেই শিক্ষার পথচলা শুরু হল। দিকে দিকে মানুষ তার পরশে পাল্টে যেতে থাকল। ইংরেজ শাসকরা নব উদ্যমে বাঙালিকে মানুষ করতে উঠে পড়ে লাগল। তারা ভাবল খৃষ্টান না হলে ভারতীয়রা বিশেষভাবে বাঙালিরা ইউরোপীয়দের সমতুল্য হতে পারে না। অনেকেই মোহগ্রস্থের মতো খৃষ্টান মন্ত্রে দিক্ষিত হতে থাকল।

এদিকে সনাতন ধর্মের আবিলতা মুক্ত করতে ঠাকুর রামকৃষ্ণ এলেন দক্ষিনেশ্বরে রাসমণির মন্দিরের পূজারী হয়ে। তিনি অল্পদিনেই অবতার রূপে দেখা দিলেন। তাঁর শিষ্য নরেন দত্ত শিকাগোর মহাধর্ম সভায় সনাতন ধর্মের বিজয়পতাকা জড় যে ইউরোপীত্তদের শ্রেষ্ঠত্বের গর্বের মূল নাড়িয়ে দিয়ে ঘরে ফিরলেন। বাংলার তরুণ সমাজের মনে আত্মবিশ্বাস জাগালেন। তারা সব মাঃভৈঃ মাঃভৈ করে কাজে নেমে পড়ল। ইংরেজদের নকল নয়, বাঙালি হিসাবে স্বতন্ত্র জাতি সত্তার উন্মেষ ঘটল। এতদিন পরাধীন দেশের নাগরিক মনে করে যে হীনমন্যতায় বাঙালি ভুগত স্বামীজীর আহ্বানে তা নিমেষে উধাও হল। খুব সহজভাবে স্বামীজী বললেন ওঠো, জাগো, যে যার লক্ষ্যে না পৌঁছোনো পর্যন্ত থেমো না। আশাতীত ফল ফললো। দীনগত পাপক্ষয় নয়, মানুষ নিজেদের মধ্যে জীবনধারণের একটা তাগিদ অনুভব করল। বিদেশি শাসকদের দেখিয়ে দিতে হবে যে (আমি নয়) আমরাও পারি।

আমরা মহালয়ায় শুনেছি যে দেবী দুর্গাকে রণসাজে সাজিয়ে দিচ্ছেন বিভিন্ন দেবতা তাদের অস্ত্র দিয়ে। ঠিক তেমনিভাবে কিছু শ্রেষ্ঠ বাঙালি নিজের জাতিকে যেন বসনে ভূষণে সাজিয়ে তুলে ধরলেন সারা ভারতের তথা বিশ্ববাসীর কাছে।

কাব্য,সাহিত্য, বিজ্ঞান, সঙ্গীত, শিল্প, শিক্ষা, চিকিৎসা, ব্যবসাবাণিজ্যে জগৎ সভায় স্থান করে নিল অ–বিভক্ত বাঙালি জাতি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাঙালিই প্রথমে ইংরেজি শিক্ষাকে আপন করে নেয়। তার ফলে প্রশাসনে

পর্ব – ২

এবং বিভিন্ন ইংরেজ পরিচালিত কোম্পানিতে চাকরি সুযোগ পায় বাঙালিরা। স্বাধীনতার এক দশক পর্যন্ত ভারতের রেল স্টেশনের মাস্টার এবং পোষ্টমাস্টারদের ৯০ শতাংশ ছিল বাঙালি। বিভিন্ন গল্প উপন্যাসে তার উদাহরণ আছে। বাংলায় ইংরেজ আমলে সর্ববৃহৎ শিল্প হিসাবে গড়ে উঠল পাট শিল্প। তারপর চা–শিল্প। হাওড়ায় ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বাংলায় উন্নতমানের কয়লার সন্ধান মিলল। সেখানে নানা অনুসারী শিল্প গড়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদা প্রমথ বাঙালি শিল্প উদ্যোগী হিসাবে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছেন। তাঁরপর আলামোহন দাশ, স্যার আর.এন. মুখার্জীদের জন্য উদ্যোগপতির হাত ধরে বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা গড়ে উঠল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উদ্যোগে গড়ে উঠেছে বেঙ্গল কেমিক্যাল। বাঙালির এই যে সার্বিক একটা উত্থানের চিত্র পাওয়া যাচ্ছে এর পিছনে কাজ করেছে বাঙালির জাত্যাভিমান। একদিন দেশ স্বাধীন হবে, সেই স্বাধীন দেশ চালাবার জন্য যেমন যোগ্য নেতার প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন দেশ গঠনের জন্য শিক্ষিত, প্রশিক্ষিত যুবশক্তি যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী। সেই প্রয়োজনের লক্ষ্যেই যেন বাঙালি এগিয়ে এল এবং তার সার্বিক মেধার বিচ্ছুরণ ঘটল।

ওদিকে একদল দামাল বাঙালি ভারত মায়ের শৃঙ্খল মোচনের জন্য জীবন বাজি রাখল। বুকের রক্ত দিয়ে মায়ের সেবায় ব্রতী হল। ক্ষুদিরামকে দেখে চমকে উঠল শাসক। ভেতো বাঙালির ভীরু বাঙালির রক্তে এতো তেজ এল কোথা থেকে! বাঙালি বিপ্লবীদের কার্যকলাপ দেখে ভয় পেল ইংরেজ। বাংলার কোলকাতা বা ঢাকাকে তারা আর নিরাপদ মনে করল না। রাজধানী সরল দিল্লিতে। দেশবন্ধু, সুভাষ চন্দ্র বাঙালি রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবিস্মরণীয় নাম হয়ে উঠল। ইতিপূর্বে বহু বিপ্লবী হাসি মুখে অত্যাচার সহ্য করে জীবন দান করেছেন। তাঁরা বাঙালিকে সাহস দিয়ে গেছেন। আর দেশবন্ধু, নেতাজী জীবন চর্চায় দেখালেন রাজনৈতিক সন্ন্যাসী কাকে বলে।

একটা জাতির মহিমা বৃদ্ধি পায় ভোগে, নয় ত্যাগে। দেশের জন্য যে সমাজের মানুষ এতো ত্যাগ স্বীকার করল নিশ্চয়ই সেই সমাজের মধ্যে মানবতা সম্পন্ন মানুষের আধিক্য ছিল। তাই তারা জীবনের পরম ধর্ম দেশ সেবারকাজে আত্ম নিয়োগ করেছিল। অভাব, বেকারত্ব, শোষণ–অত্যাচার সব যুগেই ছিল। কিন্তু পরাধীনতা হলেও সে যুগে মানবতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সৃষ্টি হয়। তাই দুই পারের বাঙালির কাছে উনবিংশ শতাব্দির মধ্যকাল থেকে স্বাধীনতা পর্যন্ত কালটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সুখের। সবদিকে বাঙালি মেধার বিচ্ছুরণ ঘটেছিল যা দেখে শুধু ইংরেজ নয় বিশ্ববাসী ও বাঙালিকে সমীহ করতে শুরু করল।

বাঙালি আশা করেছিল স্বাধীনতা এলে প্রকৃত অর্থে সোনার বাংলা তৈরি করবে আমাদের নেতৃত্ববর্গ। ভারতের শ্রেষ্ঠ স্থান হবে জগৎ সভায়। সেই লক্ষ্যে বাঙালিরা বুকের রক্ত অঞ্জলি দিল দেশ মাতৃকার পদতলে। সেলুলার জেলে ৯০ শতাংশ বাঙালি বন্দিতে ভরে গেল। সব থেকে বেশি ফাঁসি হল বাঙালি বিপ্লবীদের অগ্নিযুগের বিপ্লবী বাঘাযতীন সরাসরি লড়াই করল ইংরেজ সৈন্যদের সঙ্গে। এত কিছুর পরও কিন্তু স্বাধীনতার ক্ষীরটুকু গেল অবাঙালিদের দখলে। সমুদ্র মন্থনের সবটুকু গরল কণ্ঠে ধারণ করতে হল বাঙালিকে। স্বাধীনতার অন্যতম শর্ত দেশভাগকে জাতীয় নেতারা মেনে নিতে বাধ্য হল ক্ষমতার মোহে। দুই ধর্ম, দুই জাতি। মানুষ মুহূর্তে যেন পাল্টে গেল। স্বাধীনতার পূর্বে ৪৬ এর দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিংলিং' সংঘটিত হল। মানুষের লাশ পথে ঘাটে মাঠে পড়ে রইল। চাকরি ফেলে ব্যবসা ফেলে আত্ম রক্ষার জন্য মানুষ ছুটল। ওপার বাংলা থেকে ট্রেন ভর্তি হাত, পা গলা কাটা দেহ এল। মানুষ দেখে শিউরে উঠল।

(চলবে...)

পঞ্চায়েতে নিরাপত্তার কাঁটা কিন্তু পুলিশ বাহিনী নিয়েই

রাজনীতির পটে

আরিফুল ইসলাম

বাংলায় পঞ্চায়েত নির্বাচন ঠিক কবে হবে? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্য রাজনীতির বারান্দায়। কারণ রাজ্য নির্বাচন কমিশন যাবতীয় প্রস্তুতি শেষ করে ফেলেছে। এমনকী আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনের জন্য বুথ সংখ্যাও চূড়ান্ত করে একেবারে তৈরি হয়ে আছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। এখন শুধু কলকাতা হাইকোর্টের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায়। কারণ অতি সম্প্রতি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারীর করা জনস্বার্থ মামলায় কলকাতা হাইকোর্টের রায়ের উপর সে সাময়িক স্থগিতাদেশ ছিল, শুনানির পর দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয় সেই স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার করে নেয়।

অতি সম্প্রতি রাজ্য নির্বাচন কমিশন যে নতুন খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে সেই অনুযায়ী রাজ্যে এবারের পঞ্চায়েত ভোটে ভোটারের সংখ্যা ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯১১ জন। এই নির্বাচন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ অবাধ ও শান্তিপূর্ণ করার। সেই নিরিখে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নথি অনুযায়ী এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনে রাজ্যের ৬৩ হাজার ২২৯ টি গ্রাম পঞ্চায়েত। ৯ হাজার ৭৩০ টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং ৯২৮ টি জেলা পরিষদ আসনে ভোট হবে। মোট ৬১ হাজার ৩৪০ টি বুথে হবে ভোট গ্রহণ পর্ব। সঙ্গে থাকছে দু'হাজার অক্সিলিয়ারি বুথ'। যা হবে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনেই। বুথের সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রতি এক হাজার ভোটার পিছু থাকছে একটি বুথ। এবার সব থেকে বেশি বুথ হচ্ছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। এখানে মোট বুথের সংখ্যা ৬ হাজার ২২৬ টি। কারণ এই জেলাতেই সর্বাধিক ৫৭ লক্ষ ৭৪ হাজার ৮৮২ জন ভোটার। সবচেয়ে বেশি গ্রাম পঞ্চায়েত ৩১০ টিও এই জেলাতেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার পর আছে মুর্শিদাবাদ জেলা। এই জেলার ২৫০ টি গ্রাম পঞ্চায়েতে মোট ৫ হাজার ৪৩৮ টি বুথে ভোট হবে। উত্তর ২৪ পরগনাতে আছে মোট ৪,৫৩২ টি, পূর্ব মেদিনীপুরে ৪,১১৬ টি, বর্ধমান ৩,৯৩৩ টি, নদিয়া ৩,৮৯৬ টি এবং বাঁকুড়া ৩,১০০ টি বুথ হচ্ছে। বাকি জেলাগুলিতে বুথ সংখ্যা এক থেকে দু'হাজারের মধ্যে থাকছে। সবচেয়ে কম বুথ হচ্ছে, কালিম্পং জেলায়, মাত্র ২৬৩ টি। রাজনৈতিক মহলের ধারণা মে মাসেই যদি রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয় তাহলে রাজ্য সরকার আগামী ঈদের ছুটির পরই নির্বাচন কমিশনকে সবুজ পতাকা দেখাতে পারে দিনক্ষণ ঘোষণা করার জন্য। কিন্তু বড়ো প্রশ্ন ভোট ক'দফায় হবে? কোন পুলিশবাহিনীকে দিয়ে ভোট করানো হবে? এসব নিয়ে কমিশনের আধিকারিকরা যথেষ্ট ধন্দে রয়েছেন। কারণ কাঁটা সেই বাহিনীই। দ্বিতীয়ত, কমিশন সূত্রের খবর এক দফায় ভোট করতে গেলে ভোট কর্মীর সংখ্যার দিক থেকে সমস্যা নেই। কারণ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ভোট করতে যে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ ভোটকর্মী প্রয়োজন তার তালিকা অনলাইনে একপ্রকার জেলাশাসকরা তৈরি করে ফেলেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বড়ো সমস্যা একদিনে এই নির্বাচন করতে গেলে যে সংখ্যক পুলিশ কর্মী প্রয়োজন তা আসবে কোথা থেকে? এর আগে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইঙ্গিত দিয়েছিলেন পুলিশবাহিনীর জন্য পড়শি কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে কথাবার্তা চলছে। যেমন বিহার, ঝাড়খন্ডের পাশাপাশি দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু নিরাপত্তা বাহিনী নিয়ে সুস্পষ্ট আশ্বাস এখনও পর্যন্ত কোথাও থেকে মেলেনি। একদফায় ভোট করতে গেলে প্রতি বুথে ন্যূনতম ২ জন পুলিশ কর্মীর হিসেবে শুধু বুথেই প্রয়োজন মোট ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৭৮ জন পুলিশ।

এরপর ভোটের দিন ও আগের নাকা তল্লাশি থেকে টহলদারির জন্য কুইক রেসপন্স টিম, মোবাইল ফোর্সসহ অতিরিক্ত অন্তত ৫০ হাজার পুলিশ প্রয়োজন। আর এই নিরাপত্তার প্রশ্নে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি নিয়ে বিজেপি মমতার নেতৃত্বাধীন সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে, সেটা যথেষ্টই বাস্তবসম্মত বলে মনে হয়।

নির্বাচন কমিশনের একাংশ এজন্যই একদিনে বা এক দফায় ভোট করতে নারাজ। রাজ্য সরকার অবশ্য এক দফাতেই ভোট চায়। ভোটের বাহিনী প্রসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের শীর্ষস্থানীয় অফিসাররা এদিনও এব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাননি। তাদের বক্তব্য ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার পরই রাজ্য সরকারের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করা হবে। ভোটের নিরাপত্তা বা আইনশৃঙ্খলা দেখার দায়িত্ব সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের। তারাই নির্বাচনের নিরাপত্তার ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করবে। তবে অন্য রাজ্য থেকে পুলিশ আনতে গেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অনুমতি লাগে। সেই বিষয়টিও প্রশাসন ও কমিশনের কর্তাদের চিন্তার মধ্যে রয়েছে বলে তারা নিজেরাই জানান।

প্রতিটি বুথের চূড়ান্ত তালিকার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার কমপক্ষে ১২ দিন পরই কমিশনের ভোট গ্রহণ করতে কোনো সমস্যা নেই। সেই হিসেব অনুযায়ী ১৪ অথবা ২১ মে বা এই মাসের শেষ সপ্তাহে রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে আরও একটি ধন্দের কারণ অভিষেক ব্যানার্জীর দু'মাস ব্যাপী নবজোয়ার কর্মসূচি।

একনজরে জেলা ভিত্তিক গ্রাম পঞ্চায়েতের তালিকা

জেলার নাম	সংখ্যা
উত্তর ২৪ পরগনা	২০০ টি
দক্ষিণ ২৪ পরগনা	৩১২ টি
হাওড়া	১৫৭ টি
নদিয়া	১৮৭ টি
মুর্শিদাবাদ	২৫৪ টি
পুরুলিয়া	১৭০ টি
বীরভূম	১৬৭ টি
বাঁকুড়া	১৯০ টি
হুগলি	২১১ টি
পূর্ব মেদিনীপুর	২২৪ টি
পশ্চিম মেদিনীপুর	২৯০ টি
কোচবিহার	১২৮ টি
দার্জিলিং	১৩৪ টি
পূর্ব বর্ধমান	২৭৭ টি
জলপাইগুড়ি	০৮০ টি
উত্তর দিনাজপুর	০৯৮ টি
দক্ষিণ দিনাজপুর	০৬৫ টি
মালদহ	১৪৭ টি
শিলিগুড়ি	০২১ টি
ঝাড়গ্রাম	০০৮ টি
আলিপুরদুয়ার	০৬৬ টি
কালিম্পং	০৪২ টি

দেশ দেশান্তরে

ভিটে ছাড়ার দল

প্রণব গুহ

ধর্ম, বর্ণ, জাতপাতহীন যাযাবর মানুষ যে দিন প্রথম দলবদ্ধভাবে একটি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থায়ী আস্তানা গড়ার প্রয়োজন অনুভব করল সে দিনই সম্ভবত জন্ম হল মাতৃভূমি শব্দটার। জন্ম, কর্ম, পরম্পরার স্মৃতি মিশে সেই ভূমি হয়ে উঠল প্রাণের, আবেগের। সব চেয়ে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠল নিজের বাসভূমির সঙ্গে। মাতৃভূমি এমনভাবে টেনে ধরলো যে তার টানে প্রাণ দিতেও পিছপা হল না মানুষ। আবার এই মানুষই যেদিন স্বার্থন্বেষী হয়ে উঠল সেদিন ধর্মে, বর্ণে, জাতপাতে বিভাজিত হয়ে একে অপরকে ভিটেছাড়া করার খেলায় মেতে উঠল। আধুনিক সভ্যতার এ এক নির্মম পরিহাস।

এ খেলা চলছে নিরন্তর। মানুষ আরও যত আধুনিক হচ্ছে বিতাড়নের এই খেলা বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। কখনও যুদ্ধ, কখনও সন্ত্রাস, কখনও খাদ্য সংকট, আবার কখনও দেশভাগ ভিটে ছাড়া করছে মানুষকে। ইউক্রেন, সুদান, মায়ানমার, পাকিস্তান, বাংলাদেশে বর্তমানে চলছে এই নির্মম খেলা।

দেশ ছাড়ার অপেক্ষায় সুদানীরা

পৃথিবীর এক বৃহৎ শক্তি বলে রাশিয়া সবক শেখাতে ক্রমাগত হামলা চালাচ্ছে ইউক্রেনে। ক্রেমলিনের প্রসাদের উপর ড্রোন হামলাকে অজুহাত করে রাশিয়ার এখন চাই ইউক্রেন প্রেসিডেন্ট ভালোদিমির জেলেনেস্কির হত্যা। তাই চলছে তীব্র হামলা। ফলে ইউক্রেনবাসীর কেউ মৃত্যুবরণ করে, কেউ পালিয়ে ছাড়া হচ্ছে নিজের প্রাণের ভিটেমাটি। ইতিমধ্যে ৮.২ মিলিয়ন ইউক্রেনবাসী ঘর ছেড়েছে পরিবার নিয়ে বাঁচতে। যা সমগ্র ইউক্রেন জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ।

সুদানে তো আবার শুরু হয়েছে ক্ষমতা দখলে গৃহযুদ্ধ। দুই সামরিক নেতার লড়াইয়ের বলি হচ্ছে সুদানবাসী। প্রাণে বাঁচতে, ক্ষুধার জ্বালায় তারা নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে প্রতিবেশী দেশে। শুধু বর্তমান গৃহযুদ্ধ নয়। বেশ কয়েক বছর আগে ছেকে সাধারন সুদানদবাসীর খেয়ে পরে বাঁচা দুরূহ হয়ে উঠেছে সুদানে। ২০২১ সালের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, প্রতি ১০০০ সুদানবাসীর মধ্যে দেশ ছেড়েছে ৬১২জন। যা প্রায় ২৪.৫৪ শতাংশ। ২০০৮–৯ থেকে এই ভিটে ছাড়ার পর্ব চলছে। ২০২০ সালে বহু সুদানি আশ্রয় নিয়েছে আফ্রিকার নানা দেশে। আবার নাইজিরিয়া, ইথিওপিয়া, সোমালিয়ার মতো আফ্রিকার প্রত্যন্ত দেশগুলিতে চলছে তীব্র খাদ্য সংকট। পেটের তাগিতে তাদেরও মাঝে মধ্যে ভিটে মাটি ছেড়ে পাড়ি দিতে হয় অন্য মাটির খোঁজে। যেখানে অন্তত দু'মুঠে খেয়ে বাঁচবে তারা। সুদানে এখন গৃহযুদ্ধ সেই দেশ ছাড়াদের যুগিয়েছে আরও রসদ।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ ছাড়ছেন ইউক্রেনবাসীরা

আবার, অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে নিজের ভিটেমাটি মায়ানমার ছেড়ে ভারত, বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে রোহিঙ্গা মুসলিমরা। এখন মায়ানমার তাদের আর নিতে রাজি নয়। ভারত এবং বাংলাদেশ আবার এদের রাখতে রাজি নয়। ফলে, এক জনগোষ্ঠী পড়েছে ঘোর অনিশ্চয়তায়। অন্যদিকে, পাকিস্তান, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুরা ভুগছে নিরাপত্তাহীনতায়। তারা নিজের প্রাণের ভিটে মাটি ছাড়তে বাধ্য হচ্ছে প্রাণ বাঁচাতে। এই সন্ত্রাসী বিতাড়ন চলছে সেই দেশভাগের সময় থেকে। ভারতের বাংলা এবং পাঞ্জাব প্রদেশ এই দেশভাগের বলি। ভিটেমাটি ছাড়ার যন্ত্রনা তাই সবচেয়ে বেশি বোঝে বাঙালি আর পাঞ্জাবীরা। ক্ষমতালোভী রাষ্ট্রনেতাদের মাঝরাতের এক সিদ্ধান্তে সব ছেড়ে ভিটেমাটির স্মৃতি ফেলে রেখে চলে আসতে হয়েছিল নিজের দেশ ছেড়ে। তাই আজকের ইউক্রেনবাসী ও সুদানীদের যন্ত্রণা সবচেয়ে বেশি বোঝে যারা ভিটেমাটি ছাড়ার সমব্যথী।

আসলে পৃথিবীতে এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম হয়েছে যেখানে সাধারণ দেশবাসীর দুঃখ, যন্ত্রনা গৌণ। রাষ্ট্রপরিচালকদের ইচ্ছা অনিচ্ছাই এই ব্যবস্থায় সর্বগ্রাসী। তাই মানুষকে বারবার মুখোমুখি হতে হয় মাতৃভূমি ছাড়ার যন্ত্রণার। কিন্তু এর শেষ কবে। এই উত্তর দেবে কে?

পাঠকের কলমে

ডিজে বাজিয়ে পুজো দিতে যাওয়া বন্ধ হোক

মাননীয় সম্পাদক

আমার বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাখরাহাটে। আমাদের এখানে শৈব তীর্থ বাবা বড় কাছারি ধাম। প্রতিদিন বাখরাহাট রোড ধরে দূর দূরান্ত থেকে মানুষজন ম্যাটাডোরে, ছোট হাতি করে উৎকট ডিজে গান চালিয়ে পুজো দিতে আসছে। প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ডিজে বাজাচ্ছে। এর কারণে উৎকট শব্দে মানুষজনের বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে। কানে আঙুল দিয়ে থাকতে হয়। যাদের হার্টের সমস্যা আছে এবং বৃদ্ধ–বৃদ্ধা তাদেরও সমস্যা হচ্ছে। প্রশাসন বিষয়টি দেখলে ভালো হয়। সেই সঙ্গে যারা পুজো দিতে আসছেন তাদের সচেতন হওয়া উচিত। সকলের মনে রাখা উচিত শব্দ দূষণও মানুষকে অসুস্থ করে। তাছাড়া রাস্তার ধারে স্কুল, কলেজ থাকায় পড়াশোনার ক্ষেত্রেও অসুবিধা হয়। ছোটদেরও শব্দদূষণের ফলে ক্ষতির আশঙ্কা আছে।

আমরা নিজেরা যদি বিষয়টি উপলব্ধি করে সচেতন হয়ে যাই তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। আগের মতো বাঙালি ঘরানার ঢাক–ঢোল বাঁশি ও কাঁসর বাজিয়ে যেভাবে মানুষ পুজো দিতে আসতেন সেভাবে আসলেই সব দিক বজায় থাকে।

সমীর জানা
বাখরাহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

বারাসতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে

কল্যাণ রায়চৌধুরী : রাজ্য জুড়ে শাসক দলের বিরুদ্ধে একের পর এক দুর্নীতির অভিযোগ প্রকাশ্যে আসছে। বিশেষ করে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে শাসক দলের নিয়োগ দুর্নীতি রাজ্য রাজনীতিকে তোলপাড় করছে। উত্তর চব্বিশ পরগনার চন্দন-কাণ্ডতো শাসক দলের ঘাড়ে একপ্রকার নিঃশ্বাস ফেলছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল। এরকমই এক অগ্নিগর্ভ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রকাশ্যে এল উত্তর চব্বিশ পরগণার জেলা শহর বারাসতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। সম্প্রতি সুদর্শন দাসকে বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার স্বাস্থ্য সেলের কনভেনর করাকে কেন্দ্র করে বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে চলে এল। এই সুদর্শন দাস গত বিধানসভা নির্বাচনে দলের প্রার্থী ও তৎকালীন জেলা সভাপতি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে গিয়ে বারাসত কেন্দ্রে নির্দল প্রার্থী হন। সেই সুদর্শন দাসকে কি করে জেলার বর্তমান সভাপতি তাপস মিত্র এই দায়িত্ব দিলেন? এই প্রশ্ন তুলে জনৈক এক ব্যক্তি ফেসবুকে পোস্ট করেন। সেই সঙ্গে এই পোস্টে প্রশ্ন করা হয়, তাহলে কি বর্তমান সভাপতি তাপস মিত্র সেই সময় শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে হারানোর কাজে লিপ্ত ছিলেন? এই নিয়ে যখন বারাসতের বর্তমান রাজনীতি উত্তাল, তখন তাপস মিত্র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বিষয়টা দু'বছর অতিক্রান্ত হয়ে গিয়েছে। শঙ্করবাবুর বিরুদ্ধে যদি তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন তাহলে শঙ্করবাবুর উচিত ছিল তাকে দল থেকে বহিষ্কার করা বা শো-কজ করা অথবা অভিযোগ জানানো। আমি জানিনা সেসব করা হয়েছে কিনা। এখনও তো তার সদস্য পদ আছে। আর তিনি তৎকালীন ঘটনার জন্য ক্ষমাও চেয়েছেন এবং আবার দলের কাজে আসতে চান। এই মর্মে আবেদনও জানান। তাকে আবার আমরা স্বাগত জানিয়ে দলে অন্তর্ভুক্ত করেছি। তিনি যথেষ্ট একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন। যে কোনও কারণে হোক নির্বাচনের সময় তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। তখন যারা দলের দায়িত্বে ছিলেন তাদের উচিত ছিল তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু তাতো করা হয়নি। তাই তিনি যখন সব স্বীকার করে ক্ষমা চেয়েছেন, তখন তাকে আবার নতুন করে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়।' অন্যদিকে

তাপস মিত্রের এই প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন সভাপতি তথা ২০২০ সালের বারাসত কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'খবরটা আমি পেয়েছি। সুদর্শন দাস আমার বিরুদ্ধে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিল এবং আমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ করানো হয়, এসবই সত্যি। দলকে সবই জানানো হয়েছে। দল ব্যবস্থা নেবে। তবে বর্তমান জেলা প্রেসিডেন্ট কি বলছেন তার উত্তর আমি তো দিতে চাইনা। আর বাদবাকি যা বলা হচ্ছে তা সবৈব মিথ্যা। বর্তমান জেলা সভাপতি যা বলছেন তা তিনি নিজের দায়িত্বে বলছেন। রাজ্য কমিটি সব জানে। একাধিকবার এ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা দলের কর্মী। ফলে দলের বিরোধিতা করব না।' এদিকে বিজেপির বর্তমান ও প্রাক্তন সভাপতি যখন একে অপরের দিকে আঙুল তুলছেন ঠিক তখনই বিজেপিকে নিয়ে ব্যাপক কটাক্ষ করলেন বারাসত পুরসভার পুর প্রধান অশনি মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এই ঘটনায় এটাই প্রমাণিত হয়, যদি তাসবাবু আজ তাকে মেডিকেল সেলের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তাহলে সেদিন বিজেপির ভোট বিভাজন করার পিছনে তাপসবাবুর পরোক্ষ মদত ছিল।'

সংস্কার হয়নি রাস্তা

প্রথম পাতার পর

এই রাস্তা ধরেই প্রতিদিন গাবতলা, পদ্ম জোলা, বাগদী পাড়া, কেওড়াপাড়া, মদনপুরসহ বেশ কয়েকটি গ্রামের লোকজন যাতায়াত করেন। বাসিন্দারা বলেন গতবার পঞ্চায়েত ভোটের সময় এক নির্দল প্রার্থী নিজের টাকা খরচ করে মাটি ফেলেছিলেন রাস্তায়। তারপর থেকে আর কোন সংস্কার হয়নি। বর্ষায় রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা যায় না। শাসক দল তৃণমূলের নেতারা এসে পাঁচ বার শিলান্যাস করেছেন, মাপ যোগ হয়েছে কিন্তু রাস্তা সংস্কারে হাত পড়িনি। রাস্তা না হলে মানুষ ভোট দেবে কেন? যদিও এই পঞ্চায়েতের প্রধান সুব্রত সরদার বলেন ছয় কোটির উপর টাকা এই রাস্তা কাজের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে।

অন্যদিকে বারুইপুর ব্লকের শিখর বালি ১ নম্বর পঞ্চায়েতে দেখা মেলে না উপপ্রধানের। তাঁর এলাকাতেই রাস্তার অবস্থা বেহাল হয়ে পড়ায় বাড়ছে মানুষের ক্ষোভ। শিখর বালি এক নম্বর পঞ্চায়েতের কুলুপাড়া থেকে হালদারপাড়া পর্যন্ত রাস্তা ভীষণ খারাপ অবস্থা। রাস্তায় বড় বড় গর্ত। গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, ইঁট পড়েছিল চার বছর আগে। তারপর তা উঠে গিয়ে চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে। অভিযোগ, মিটিং ছাড়া এলাকায় খোঁজ নিতে আসেন না প্রধান ও উপপ্রধান। সেখানকার পঞ্চায়েত প্রধান উত্তম বিশ্বাস বলেন, উপপ্রধান নিজেই আসেন না পঞ্চায়েতে। রাস্তার ব্যাপারে উনি বলতে পারবেন। পাশাপাশি উপপ্রধান পুতুল ঘোষ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, শুধু সই করতে যাব কেন পঞ্চায়েতে? আমাকে কাজ করতে দেওয়া হয় না তাই আমার বুথের মানুষ পরিষেবা ঠিকঠাক পায় না।

সুফলা বঙ্গের কৃষি কথা

মে মাসে কৃষিকাজে কিসে কিসে নজর দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি : চাষিদের কাছে মে মাস খুব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাক বর্ষার এই মাস বিভিন্ন ফসলের বীজ বপনের মাস। রোদ বৃষ্টির এই মাসে ফসল রক্ষাও একটা বড় কাজ। সঙ্গে বর্ষার জন্য অপেক্ষা ও তার প্রস্তুতি। এমনিতেই আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় অতিষ্ঠ জনজীবন। আর এই আবহাওয়ার পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি সমস্যার মুখে যারা পড়ছেন তাঁরা হলেন কৃষক। শুরু হয়েছে মে মাস। তাই এই মাসে কি কি যত্ন নিতে হবে ফসলের সেগুলি সম্পর্কে জানা দরকার। খরিফ ফসলের বপনের কাজও মে মাসে শুরু হয়।

প্রথমত, মে মাসে আপনি যে রবিশস্য সংগ্রহ করেছেন তা মাড়াই এবং পরিষ্কার করা বাধ্যতামূলক। সেই সাথে সেসব ফসল নিরাপদ স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে। কারণ মে মাসে প্রাক-বর্ষা বৃষ্টি হয়। যার কারণে বাইরে ফসলের ক্ষতি হতে পারে। মে মাসকে ভুট্টা, জোয়ারের মত ফসল বপনের জন্য উপযুক্ত বলে মনে করা হয়। বীজ বপনের ১০ থেকে ১২ দিন পর পর সেচ দিতে হবে। এছাড়া মে মাসে হলুদ ও আদা বপন করা যেতে পারে। অন্যদিকে, এই সময়টি ৯০ দিন আগে থেকে জমিতে রোপণ করা আখ ফসলের সেচের জন্য উপযুক্ত। মে মাসে কলা ও পেঁপের দিকেও বিশেষ নজর দিতে হবে। শক্তিশালী সূর্যালোক থেকে তাদের ফল রক্ষা করা প্রয়োজন। এ জন্য পাতা ও বস্তা দিয়ে ঢেকে রাখতে পারেন। একই সময়ে, কুমড়ার মতো ফসলের আগাছা ও সেচও করা হয়। এ ছাড়া মে মাসে তরমুজ, শসাকে পোকামাকড় থেকে রক্ষা করাও প্রয়োজন। এছাড়া গাছের কথা যদি বলি, সেগুন, মহুয়া, রোজউডের মতো গাছের বীজ বপনের উপযুক্ত সময় মে মাস। বীজ বপনের পর তাদের নিয়মিত সেচ দিতে হবে।

বর্ষা এবার কেমন প্রভাব ফেলবে কৃষি কাজে? কি বলছে হাওয়া অফিস

দেশের আবহাওয়া পাল্টে গিয়েছে। কেউ বলছে বিশ্ব উষ্ণায়ন, কেউ বলছে এল নিনো। প্রবীন ভৌগলিক কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় বলে গিয়েছিলেন থর মরুকে সবুজ করার পরিকল্পনা ওলটপালট করে দিয়েছে ভারতের জলবায়ু। সোনার বাংলার সেই ঋতু বৈচিত্র আর নেই। স্বাভাবিক বর্ষার অভাবে মার খাচ্ছে চাষবাস। হাইব্রিড ফসলে ভরে গিয়েছে বাজার।

বর্ষা নিয়ে এখন প্রতিবছর দুশ্চিন্তা চাষিদের। এবার কি হবে?

নতুন বছরের শুরু থেকেই আবহাওয়ার তারতম্যের কারণে অতিষ্ঠ জন জীবন। জানুয়ারিতে আবহাওয়া ঠিক থাকলেও ফেব্রুয়ারি-মার্চ থেকে ভারতের আবহাওয়া খারাপ হতে শুরু করেছে।

ফেব্রুয়ারিতে তাপমাত্রা হটাৎ বাড়তে শুরু করে। আবার মার্চে অকালবর্ষণ। আবহাওয়ার এই তারতম্যের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়ে কৃষি ক্ষেত্রে। আগামী এক মাসের মধ্যেই দেশে ঢুকবে বর্ষা।

এই বছর, ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তর এবং বেসরকারী পূর্বাভাসকারী স্কাইমেট বর্ষা সম্পর্কিত একটি পূর্বাভাস জারি করেছে। পূর্বাভাস প্রকাশ করে আইএমডি জানিয়েছে যে এই বছর ভারতে বর্ষা স্বাভাবিক থাকবে। এতে কৃষকদের স্বস্তি মিলবে এবং কৃষি উৎপাদনের দুশ্চিন্তা কমবে। স্বাভাবিক বা গড় বৃষ্টিপাত কৃষির জন্য স্বস্তির লক্ষণ হলেও কোনো কারণে বর্ষা দুর্বল হলে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সেচের মাধ্যমে কৃষকদের কৃত্রিম সম্পদের ওপর নির্ভর করতে হবে। দেশের প্রায় অর্ধেক কৃষি জমি সেচবিহীন, যেখানে সেচের আওতা কম। এসব এলাকার ধান, ভুট্টা, আখ, তুলা ও সয়াবিনের মতো ফসল জুন-সেপ্টেম্বর বৃষ্টির ওপর নির্ভরশীল।

মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক গার্ড কার্যালয় উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাড়ছে যানবাহন। ফলে ট্রাফিক সমস্যা সমাধানের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন সড়ক প্রশস্তকরণের উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এই উদ্যোগে শামিল উত্তর চব্বিশ পরগণাও। এ কারণে ট্রাফিক ব্যবস্থারও আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্ত হল মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক গার্ড কার্যালয়। বুধবার

মধ্যমগ্রাম টৌমাথায় নব নির্মিত এই ট্রাফিক গার্ড কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (নর্থ) বিশ্ব চাঁদ ঠাকুর, মধ্যমগ্রাম পুরপ্রধান নিমাই ঘোষ, মধ্যমগ্রামে থানার আইসি পিনাকীরঞ্জন রায়, ডিএসপি ট্রাফিক নিহার রায়, মধ্যমগ্রাম ট্রাফিক ওসি গদাধর সিংহ রায় সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মী ও সিভিক পুলিশকর্মীরা।

বাওয়ালীতে বিজেপির মন কী বাত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানার অন্তর্গত দক্ষিণ বাওয়ালী ট্রেকার স্ট্যান্ডে ডায়মন্ড হারবার বিজেপির সাংগঠনিক জেলার ৫ নম্বর মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১০০তম মন কী বাত কর্মসূচি রূপায়িত হল অডিও ও লাইটের মাধ্যমে। বিকালে এক পথ সভায় উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ সরদার, রাজ্য নেতা প্রিতম দত্ত, নিতিশ মণ্ডল এবং মন কী বাত প্রমুখ মহিলা নেত্রী সবিতা চৌধুরী, গৌতম প্রামাণিক, সজল মণ্ডল প্রমুখ। সবিতা চৌধুরী বলেন, ধর্মের কল বাতাসে নড়বেই। আগামী পঞ্চায়েত ভোটে আপনারা পাশে থাকুন। রাজ্যে পরিবর্তন আসবেই। শুধু সময়ের অপেক্ষা।

ইউনিসেফ ও নেহেরু যুব কেন্দ্রের কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ৩০ এপ্রিল বজবজ-২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত চক বাঁশবেড়িয়া সূর্য সারথী ক্লাবে বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় 'ক্যাচ দি রেইন' অর্থাৎ 'জল ধরো, জল ভর' কর্মসূচি পালিত হল। জল সংরক্ষণ করলে কি সুফল হয় সে বিষয় নিয়ে সচেতন করা হয় গ্রামের মানুষদের। উপস্থিত ছিলেন অজয় পাল, তৃপ্তি পাল, সুমন পাড়ুই, অষ্ট মণ্ডল এবং কুমারেশ দাস। পরের দিন ১ মে ইউনিসেফের উদ্যোগে এবং বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনায় সূর্যসারথী ক্লাবের পরিচালনায় বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করতে একটি পথ নাটিকা পরিবেশিত হয়। উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সুপ্রিয় রায়, কুমারেশ দাস প্রমুখ।

বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেবেন শ্রী টি এস শিভাগ্ননম

কল্লোল গুহঠাকুরতা : অবশেষে আগামী ১১ মে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি হিসাবে শপথ নিতে চলেছেন মাননীয় বিচারপতি শ্রী টি এস শিভাগ্ননম। গত ৩০ মার্চ কলকাতা হাইকোর্টের পূর্বতন প্রধান বিচারপতি শ্রী প্রকাশ শ্রীবাস্তব অবসর গ্রহণ করার পর থেকেই বিচারপতি শিভাগ্ননম কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি হিসেবে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে গত শনিবার ২৯ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি শ্রীমতি দ্রৌপদি

মুর্মু তাঁর নিয়োগপত্রে সই করেন এবং এর পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে রাজ্যপাল শ্রী সি ভি আনন্দ বোস আগামী বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের এক নম্বর এজলাসে সশরীরে হাজির হয়ে শিভাগ্ননম সাহেবকে প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথবাক্য পাঠ করাবেন।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে ভারতবর্ষে কলকাতা হাইকোর্ট হচ্ছে একমাত্র হাইকোর্ট যেখানে রাজ্যপালকে হাইকোর্টে সশরীরে উপস্থিত হয়ে প্রধান বিচারপতিকে শপথবাক্য পাঠ করাতে হয়। অথচ ভারতবর্ষের অন্য সব হাইকোর্টের বিচারপতিদের প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজভবনে যেতে হয়। ঠিক সে রকমই সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে শপথ নেওয়ার জন্য যেতে হয় রাষ্ট্রপতি ভবনে। রাষ্ট্রপতি কখনোই সুপ্রিম কোর্টে আসেন না ভারতবর্ষের প্রধান বিচারপতিকে শপথ নেওয়ানোর জন্য।

ধর্ষণে গ্রেপ্তার তৃণমূলকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৭ এপ্রিল রাতে স্বামী না থাকার সুযোগে চিনপাই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দেচানদরা গ্রামে এক আদিবাসী গৃহবধূকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠে তৃণমূল কর্মী শেখ রহিমের বিরুদ্ধে। শেখ রহিমকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২৮ এপ্রিল সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতকে ৫দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। রহিম ক্যানেল পাড়ে সেচ দপ্তরের একটি ঘর দখল করে মদ গাঁজার ব্যবসা করে বলে অভিযোগ। কয়েকমাস আগে এক মহিলাকে শ্লীলতাহানি ও কটুক্তির অভিযোগ ওঠে রহিমের বিরুদ্ধে। ধর্ষকের শাস্তির দাবিতে ৩০ এপ্রিল সদাইপুর থানায় বিক্ষোভ দেখায় দিশম আদিবাসী দিশম গাঁওতা।

Office of the North Bawali Gram Panchayat

E- TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted E- Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: 170/NBGP/15th CFCG Tied/2023, Dated: 03/05/2023 at different place within North Bawali GP under Budge Budge-II Dev. Block, South 24 Parganas, WB. Last date for the online receipt of Tender is : 23/05/2023 at 1 PM. Detail will be available at the website : www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Prodhan
North Bawali Gram Panchayat

বাগান বিলাসীদের জালে জড়িয়ে হনুমান শাবকের মৃত্যু মিছিল

দেবাশিস রায় : বাগান বিলাসীদের বাড়ির ছাদে ঘিরে দেওয়া জালের ফাঁসে জড়িয়ে হনুমান শাবকের মৃত্যু মিছিল চলছে। রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমান জেলাতেই এই মৃত হনুমান শাবকের সংখ্যাটা নাকি গত একমাসে দশের উপরে।

বনদপ্তরের একটি বিশেষ সূত্রে এমনটাই জানা গিয়েছে। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে একটা জেলাতেই যদি এমন পরিস্থিতি হয় তাহলে রাজ্যজুড়ে পরিসংখ্যানটা কত? এককথায়, বিষয়টা নিঃসন্দেহে উদ্বেগজনক। এই সমাজ ব্যবস্থায় কিছু মানুষের ক্রমশ আর্থিক উন্নতির পাশাপাশি শৌখিনতার বহরও মাত্রা ছাড়াচ্ছে। এই ধরনের মানুষের মধ্যে অনেকেই ছাদবাগানের প্রতি ভীষণ আগ্রহী। বাড়ির একচিলতে ছাদেই অক্লান্ত পরিশ্রমে তাঁরা স্বপ্ন রচনা করতে থাকেন। তাঁদের এই ছাদবাগানেই শোভা পায় হরেকপ্রকার ফুল এবং ফলফলাদির গাছপালা। সযত্নে লালিতপালিত সেই গাছপালা মাথা দুলিয়ে দিনভর সকলকে আহ্বান জানায়। কিন্তু, যখন সেই ছাদবাগানের দিকে হনুমানের কুনজর পড়ে তখন একরাশ উদ্বেগ গ্রাস করে নেয় বাগান বিলাসীদের। তাঁরা হনুমানের তাণ্ডব থেকে মূল্যবান গাছপালাকে রক্ষা করার জন্য ছাদবাগানের চারিদিকে অবিবেচকের মতো ফাঁসজালের বেড়া দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকতে চান। এদিকে বিভিন্ন জায়গায় বাগান বিলাসীদের সেই ঘিরে দেওয়া জালের ফাঁসে জড়িয়ে অসংখ্য হনুমান শাবকের মৃত্যু হচ্ছে। প্রকৃতিতে মানুষের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী কিংবা পাখিদের স্বাধীনভাবে চলাফেরা করার অধিকার আছে।তথাকথিত সভ্য সমাজের মানুষজন তাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের স্বার্থে কোনওভাবেই এইসব বন্যপ্রাণী সহ পক্ষীকূলের স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। হনুমানও হল এমনই একটি বন্যপ্রাণী। শাকাহারি এই বন্য প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি অনুযায়ী বাস্তবিকই নজর থাকে বিভিন্ন ফুল এবং ফলফলাদির গাছপালার দিকে। পাশাপাশি অত্যন্ত ছটফটে স্বভাবের এই হনুমানের লাগাতার লম্ফঝম্ফের কারণে গাছপালা তছনচ হওয়াটাই দস্তুর। তাই হনুমানের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পেতে অনেকেই নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। তেমনই একটি কৌশল হল নির্দিষ্ট মাপের জালের বেড়া। এই জালের ফাঁস অর্থাৎ ফোকরগুলির মাপ হয়ে থাকে সাধারণত ৩-৪ বর্গ ইঞ্চি।কিন্তু, অনেকেরই জানা নেই যে, হনুমানের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে ফাঁসজালের বেড়া ব্যবহার করা যায় না এবং

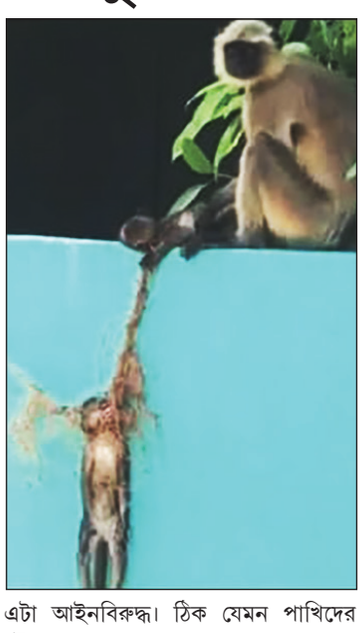

এটা আইনবিরুদ্ধ। ঠিক যেমন পাখিদের দৌরাত্ম্য কমাতে মাছচাষের পুকুরের ওপরে কখনও ফাঁসজাল বিছিয়ে দেওয়াও যায় না। এভাবে জালের ব্যবহার বন্য প্রাণী ও পাখিদের ক্ষেত্রে অত্যন্ত বিপজ্জনকই শুধু নয়, প্রাণঘাতীও বটে এবং তা বিভিন্ন সময়ে সভ্যসমাজকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।একটা সময় ছিল যখন বন্য প্রাণীদের খাদ্যান্বেষণে লোকালয়ে আসার প্রয়োজন হত না। বনজঙ্গলের ফলমূল, ঘাস, লতাপাতা, জীবজন্তুর মাংসেই তাদের খিদে মিটত। কিন্তু, এখন চারিদিকে বনজঙ্গলের ব্যাপ্তি এবং গাছপালার সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গিয়েছে। ফলে খাদ্যসংকটের মধ্যেই কাটাতে থাকা বন্য প্রাণীরা প্রায়শই লোকালয়ে হানা দিয়ে সবকিছু তছনচ করে। তেমনভাবেই গৃহস্থের বাড়িতে সযত্নে লালিত গাছপালাও হনুমানের দৌরাত্ম্য থেকে রেহাই পায় না। কিন্তু, তা সত্ত্বেও ফাঁসজাল ব্যবহারে হনুমানকে জব্দ করাটা কার্যত গর্হিত অপরাধ।

বন্যপ্রাণীদের যথাযথ সুরক্ষা প্রদান সহ অরণ্য সম্পদ সংরক্ষণের দায়িত্বে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছেন অসংখ্য বন সহায়ক। সেই সূত্রেই জানা গিয়েছে, ছাদবাগানের ফাঁসজালে জড়িয়ে গিয়ে অসংখ্য হনুমান শাবকের মৃত্যু হচ্ছে।পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী ভাগীরথী নদী ও তৎসংলগ্ন বনজ সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের কাজে নিযুক্ত জনৈক বন সহায়ক বলেন, লোকালয়ে কিংবা শখের ছাদবাগানে হনুমানের দৌরাত্ম্য ঠেকাতে ভুলেও জাল ব্যবহার করবেন না।প্রয়োজনে মশারির নেট দিয়ে বাগান ঘিরতে পারেন।এতে অন্তত পক্ষে হনুমান শাবকদের ফাঁসে জড়িয়ে মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

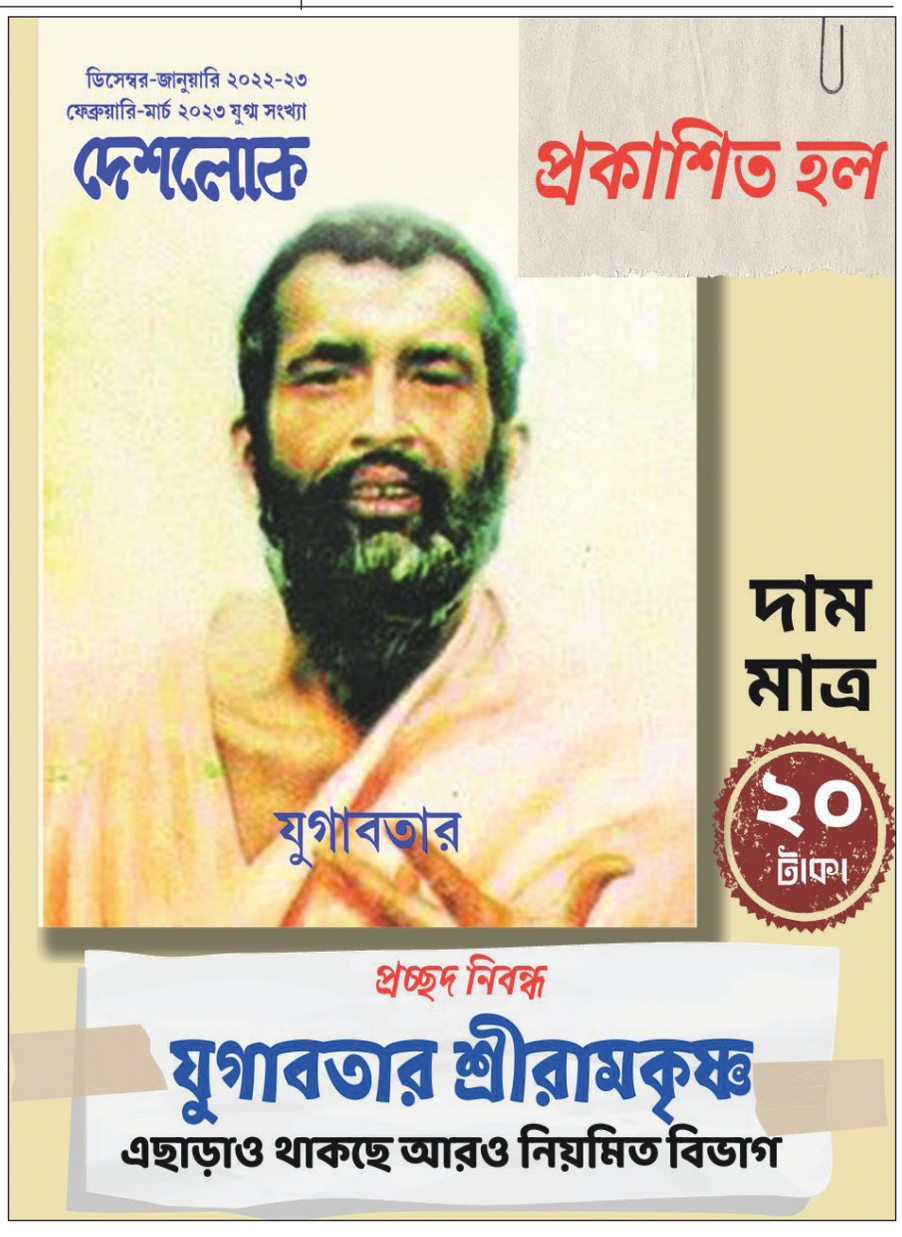

মহানগরে

জল কিয়স্কের দায়িত্বে পৌরসংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার শহরের বিভিন্ন পথে বিভিন্ন পৌর প্রতিনিধি বিভিন্ন সময় নিজ ওয়ার্ডে পানীয় জলের কিয়স্ক বেসরকারি সংস্থাকে দিয়ে তৈরি করেছেন। কিন্তু বর্তমানে সেগুলির অধিকাংশই রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বন্ধ হয়ে রয়েছে। যেহেতু সেই কিয়স্কের ফিল্টার গুলি নির্দিষ্ট সময় অন্তর সঠিক ভাবে পরিষ্কার করা হয় না। ফলে সেই জল পান করে কলকাতাবাসীর শরীর খারাপ হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা থাকে। তা-ই স্বাভাবিকভাবে কলকাতাবাসীর পক্ষ থেকে বুকে যে ক'টি জলের কিয়স্ক আছে। তার প্রতিটিই কোনো না কোনো বেসরকারি সংস্থার। পৌরপ্রতিনিধিরা নিজ নিজ উদ্যোগে নিজ ওয়ার্ডে কিয়স্ক গুলি বসিয়েছেন। এইভাবে কিয়স্ক বসানো ঠিক হবে না। কারণ কিয়স্ক বসানো হচ্ছে। ঠান্ডা জলও বের হচ্ছে। বিভিন্ন কোম্পানির ঢাউসঢাউস বিজ্ঞাপনও দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু ফিল্টার নির্দিষ্ট সময় অন্তর পরিবর্তন না হওয়ায় ঠান্ডা জল যখন বিষ জল হয়ে বের হচ্ছে। তখন কেউ দায়দায়িত্ব নিচ্ছে না। সেজন্যই আগেই পৌর পানীয়

বছরখানেক আগে বলা হয় এই কিয়স্কগুলি এই মুহূর্তে সিল করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে এই যে প্রবল দাবদাহ চলেছে, তাতে দেখা যায় বিভিন্ন সময় কলকাতার বিভিন্ন গণসংগঠন ও পৌর প্রতিনিধিরা পথে দাঁড়িয়ে জলছত্র করতে বাধ্য হয়েছে। কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৮ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি অরূপ চক্রবর্তীর বক্তব্য, কলকাতা পৌরসংস্থা যেহেতু একটি পরিষেবামূলক সংস্থা, সেহেতু তার বক্তব্য এই মুহূর্তে কলকাতার বুকে যে পানীয় জলের কিয়স্কগুলি রয়েছে পৌর জল সরবরাহ দপ্তর দায়িত্ব নিয়ে আবার কিয়স্কগুলি চালু করার ব্যবস্থা হোক এবং নির্দিষ্ট সময় অন্তর রক্ষণাবেক্ষণ করা হোক। যদি কোনো এজেন্সি সুনিশ্চিতভাবে কোনো কিয়স্কের দায়দায়িত্ব নেয় তা দেওয়া যেতে পারে। যাতে কলকাতাবাসী পথে বের হয়ে পরিস্রুত পানীয় জলের পরিষেবা পায়।

এ বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'এই মুহূর্তে কলকাতার জল সরবরাহ দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল মৈনাক মুখোপাধ্যায়কে আগেই ইন্সট্রাকশন দিয়েছি যে নতুন কিয়স্কের আর কোনো ওয়াটার কানেকশন দেওয়া হবে না। যারা কলকাতার পথপাশে কিয়স্ক বসাতে চায়, তারা পৌর জল সরবরাহ দপ্তরে এসে একটা এমওইউ করতে হবে। যেখানে তারা আগামী ৫ বছরের জন্য সুনির্দিষ্ট মেনটেন্সের দায়দায়িত্ব নেবে। রেগুলার এএমআই কার সঙ্গে করছে এবং কত টাকা দিয়ে করছে। সেটাও দেখে নেবে। সেই কোম্পানি আগামী ৫ বছরের জন্য এএমআই পেল কিনা দেখে নিতে হবে। এখন স্থানীয় পৌরপ্রতিনিধিকে এই কাজে সংযুক্ত করে কোম্পানি ঠিক মতো ফিল্টার পরিবর্তন করা ও সার্ভিসিং করছে কিনা দেখে নেবে। এবং স্থানীয় পৌর প্রতিনিধি দেখে নেবে কারা ঠিক মতো মেন্টেনেন্স করছে না। সেই বেসরকারি কোম্পানির নাম ডিজি ওয়াটারকে জানাবে। অন্য কোনো কোম্পানি দায়িত্ব নিলে নেবে। আর না নিলে পৌর জল সরবরাহ দপ্তর দায়িত্ব নিয়ে কিয়স্কটির মেন্টেমেন্স করবে।

দেদার রোগী, কর্মীর অভাব। তাই নিজেদেরই স্ট্রেচারে ঠেলে নিয়ে যেতে হচ্ছে রোগীকে। এসএসকেএম হাসপাতালে ছবিটি তুলেছেন অরুণ লোধ।

সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারে ছোটো গাড়ি

বরুণ মণ্ডল : কলকাতা পৌর এলাকার ঠিকা টেনেন্সি এলাকা, বস্তি এলাকা আর কলোনী এলাকাতে রাস্তা গুলি খুবই অপ্রশস্ত। কলকাতার প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে বেশ কিছু পিছিয়ে পড়া গরিব মানুষের বাস বা বস্তি রয়েছে এইসব অঞ্চলে। এক-একটি কাঁচা ঘরে বেশ কিছু মানুষের বাস।

এইসব অঞ্চলে অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করা খুবই দুরূহ কাজ। বড় গাড়ি প্রবেশ করতে পারে না। এখন অবশ্য ছোটো গাড়ি আছে। ফায়ার ব্রিগেডেরও ছোটও গাড়ি আছে। যদি এইসমস্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কারে ছোটও গাড়ির সংখ্যা বাড়ানো যায়, তাহলে বস্তি এলাকায় গাড়ি গুলি প্রবেশ করতে পারে। তাহলে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয় না।

কলকাতা পৌরসংস্থার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্তর করা এই প্রস্তাবে পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার জানিয়েছেন, কলকাতার

অ্যাডেড এরিয়ায় এখনও নাইট সয়েলে বড়ো সংখ্যায় সেপটিক ট্যাঙ্কভিত্তিক ব্যবস্থা রয়েছে। এগুলি পরিষ্কারে কলকাতা পৌরসংস্থার চার ও ছ'হাজার লিটার ক্যাপাসিটির গাড়ি আছে। পৌরসংস্থার জঞ্জাল অপসারণ দফতরের নিজস্ব গাড়ি আছে পাঁচটি এবং প্রাইভেট গাড়ি আছে আটটি। অপ্রশস্ত রাস্তায় এই পরিষেবায় ছোট গাড়িও আছে। এই গাড়িগুলির ক্যাপাসিটি ৫০০ লিটার। জঞ্জাল অপসারণ দফতরের নিজস্ব গাড়ি তিনটি। এই গাড়িগুলি আট ফুট রাস্তায় প্রবেশ করতে পারবে এবং ১২০ ফুট দূরত্ব থেকে সাকশন করার ক্ষমতা আছে। জঞ্জাল অপসারণ দফতর এরকম আরও পাঁচটি ৫০০ লিটারের ছোটও গাড়ি কেনার জন্য টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। আগামীদিনে নাইট সয়েল অপসারণের কাজে গতি আসবে।

৫০০ থেকে ১০০০ লিটার ক্যাপাসিটির গাড়িতে প্রতি ট্রিপে কলকাতা পৌরসংস্থার চার্জ ৫৫০ টাকা। ১০০০ থেকে ৪০০০ লিটার ক্যাপাসিটির গাড়িতে প্রতি ট্রিপে চার্জ পড়ে ১৩৫০ টাকা। ব্যক্তিগত বাড়ি থেকে এই চার্জ নেওয়া হয়।

সবুজায়ন সমস্যা সমাধানে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা সবুজায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু ওই সবুজায়নকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে যে পরিকাঠামোর প্রয়োজন যেমন – মালি, প্রতিনিয়ত জল দেওয়ার ব্যবস্থা, সার বা রাসায়নিক দ্রব্য প্রদান করার কাজে অনেক সময় তার অভাব দেখা যায়। এই

বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার কি কোনও ভাবনাচিন্তা আছে? ৪৮ নম্বর ওয়ার্ডে পৌর প্রতিনিধি বিশ্বরূপ দে এই প্রশ্নের জবাবে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান ও বাগিচা দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান দপ্তর সর্বদাই বর্তমান পরিকাঠামোর মাধ্যমে সবুজকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছে। সুনির্দিষ্ট সুপরিকল্পিত মতামতও আহ্বান করছে। অবশ্যই সেই বিষয়গুলি প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করা হবে। এই দপ্তরের কাছে গাছে জল দেওয়ার জন্য গাড়ি আছে। তবে সে গাড়ির সংখ্যা যে বাড়ানো প্রয়োজন তা অস্বীকার করছি না। মালিরও প্রয়োজন আছে। তবে বর্তমানে যা আছে তা-ই দিয়েই প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে। আর সার সবসময় দেওয়া যায় না। একটা নির্দিষ্ট সময়, নির্দিষ্ট নিয়মে গাছে সার দিতে হয়। তবে যেখানে প্রয়োজন হবে তা দিতে কোনও সমস্যা হবে না। দেবাশিস বিশ্বরূপকে উদ্দশ্য করে বলেন, আর সমস্যা থাকলে আপনি আমাকে বলতে পারেন। আমি প্রস্তাব গ্রহণ করবো।

লেন্স বার্তা

বাজার : বর – কনের সাজে সজ্জিত এক আস্ত বিয়েবাড়ি, বেহালায়।

সেতু সংরক্ষণ : বহুমাত্রায় বেড়েছে যানবাহন চাপ, তার সাথেই আর কিছুদিন পর এ ঢুকবে বর্ষা, হয়তো সেই কথা ভেবেই শুরু হয়েছে সেতু সংরক্ষণের কাজ। বিজন সেতুর উপরের ছবি।

সজোরে : ধাক্কা মারার জোরে কুপোকাত বাইক চালক ও আরোহী। বেহালা থানার কাছে। ছবি : অভিজিৎ কর

টালিগঞ্জে বসল স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের কাংস মূর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের বিশালাকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হল কলকাতার টালিগঞ্জে করুণাময়ী ব্রিজ সংলগ্ন স্বামী প্রণবানন্দ উদ্যানে। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুব কল্যাণ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের উদ্যোগে এই মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূর্তির উদ্বোধন করেন ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রধান সম্পাদক স্বামী বিশ্বাত্মানন্দ মহারাজ। তিনি বলেন, স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের আদর্শে মানুষের মধ্যে সেবা কাজ ছড়িয়ে দেওয়া এবং সকল মানুষের মধ্যে সেবা ভাব ফুটিয়ে তোলাই সংঘের মূল লক্ষ্য।মন্ত্রী অরুপ বিশ্বাস বলেন, ধর্ম নিয়ে কোনো রাজনীতি নয়। এই সরকার যা কথা দেয় সেই কথা রাখে। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের মূর্তি প্রতিষ্ঠায় তা আবার প্রমানিত হল।

সমস্ত পার্ক প্লাস্টিক ফ্রি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থায় ছোটো, মাঝারি ও বড়ো এই তিনটি ক্যাটেগরিতে পার্ক আছে। গ্রীষ্মকালে পার্ক খোলার সময় সকাল ৫ – ৬ টার মধ্যে আর বন্ধ করার সময় রাত্রি ৮ – ৯ টার মধ্যে। তবে সব জায়গায় একরকম হয় না। আর শীতকালে পার্ক খোলার সময় সকাল ৬ টা এবং বন্ধ করার সময় রাত ৮ টা। এদিকে, পার্কের নিরাপত্তা রক্ষাকারী ব্যক্তির সংখ্যা বাড়ানোর বিষয়ে এই মুহূর্তে কিছু সমস্যা আছে। তবে আমাদের ভাবনায় বিষয়টি আছে। নিশ্চয়ই, চেষ্টা করা হবে যাতে এই সমস্যাটার সমাধান করা যায়। পার্ক খোলা বন্ধের কোনও অভিযোগ থাকলে কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যান দফতর বা লোকাল থানাকে জানাতে হবে। আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সমস্ত পার্ককে প্লাস্টিক ফ্রি জোন করার নোটিশ গেটে লাগিয়ে দিতে হবে।

সমাধান

২০২১ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি শনিবার কলকাতার মাঝেরহাটে বিদ্যাভারতী স্কুলের সন্নিকটে একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত প্রতীক্ষালয়ের দ্বারোদঘাটন করেন কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এতোদিন যাবৎ সেটি বন্ধ অবস্থায় ছিল। গত ২৯ এপ্রিল আলিপুর বার্তার ২৮ সংখ্যার এই সংবাদটি প্রকাশ পাওয়ার পর স্থানীয় নেতৃত্বের স্মরণে আসে। বর্তমানে সেটি খোলা হচ্ছে। প্রতীক্ষাকারীরাও ব্যবহার করছেন।

এখানে ওখানে

হারানো টাকা ফেরত পেতে আজব বিজ্ঞাপন

পাত্র-পাত্রী,বাড়ির জন্য কাজের লোক,অফিসের জন্য কর্মচারী নিয়োগ এমনকি হারিয়ে যাওয়া মূল্যবান কাগজপত্র ফেরত পেতে বিজ্ঞাপণ দেখা যায়। এবার সেই বিজ্ঞাপণ তালিকায় হারিয়ে যাওয়া টাকা ফেরত পেতে চেয়ে আবেদন করলেন এক যুবক। যা একেবারেই অভিনব ব্যাপার।

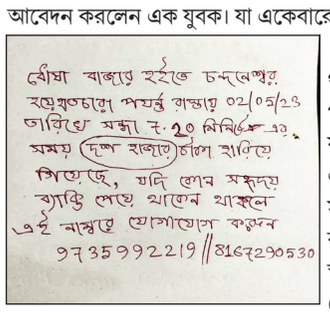

জানা গিয়েছে জয়নগর থানার ঘোষা-চন্দনেশ্বর পঞ্চায়েতের তিলপি গ্রামের যুবক সুজাউদ্দিন মোল্লা পেশায় একজন দর্জি। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যা নাগাদ ঘোষা বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় স্থানীয় হাতচোরা এলাকায় পকেট থেকে ১০ হাজার টাকা কোন এক জায়গায় পড়ে যায়। হন্যে হয়ে খোঁজ খবর শুরু করেন এবং হারিয়ে যাওয়া টাকা না পেয়ে বিমর্ষ হয়ে পড়েন ওই যুবক। পরে হারিয়ে যাওয়া টাকা ফেরত পেতে ফেসবুকে একটি একটি পোষ্ট করেন তিনি। যদিও টাকা এখনও অবধি ফেরত পাননি। তবে বিভিন্ন ভাবে সান্ত্বনা মিলেছে। সুজাউদ্দিন মোল্লার দাবী, পৃথিবীতে ভালো মানুষ রয়েছেন। সেই ভেবে হারিয়ে যাওয়া টাকা ফেরত পাওয়ার আশা নিয়ে ফেসবুকে পোষ্ট করেছি। আশা করছি ফেরত পাবো। উল্লেখ্য বিগত প্রায় একবছর আগে বাসন্তী ব্লকের প্রাক্তন শিক্ষক, সমাজসেবী তথা প্রাবন্ধিক প্রভুদান হালদার তাঁর হারিয়ে যাওয়া চশমা ফেরত পেতে ফেসবুকের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যে চশমা পেয়েও গিয়েছিলেন। এখন দেখার বিষয় জয়নগরের যুবক সুজাউদ্দিন মোল্লাকে কোন সহৃদয় ব্যক্তি হারিয়ে যাওয়া টাকা ফেরত দেয় কি না?

— সুভাষ চন্দ্র দাশ

বুদ্ধ পূর্ণিমায় ভিক্ষু সমাবেশ

গৌতম বুদ্ধের জন্মদিন উপলক্ষে ২৫৬৭তম বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশাখী পূর্ণিমা পালিত হচ্ছে দেশ জুড়ে। কলকাতার সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের উদ্যোগে দু'দিন ব্যাপি বুদ্ধ জয়ন্তী পালিত হয়। ধর্মতলায় গান্ধী মুর্তির পাদদেশে বুদ্ধ জয়ন্তী উপলক্ষে ২৯ তম ধর্মীয় সম্প্রীতি ও বিশ্ব শান্তি সম্মেলনের উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গের সমবায় মন্ত্রী অরূপ রায়। তিনি বলেন,সারা পৃথিবী জুড়ে শান্তির ভাবনা প্রচার করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। বুদ্ধের সেই শান্তির ভাবনা আজও সমান ভাবে প্রাসঙ্গিক। মায়ানমার, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, নেপাল সহ ১১ টি দেশ থেকে বৌদ্ধ ভিক্ষুরা এই আলোচনাসভায় অংশ নেন। সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোশাল ওয়েলফেয়ার মিশনের সাধারণ সম্পাদক ডক্টর বুদ্ধপ্রিয় মহাথের বলেন, আজকের দিনে বিশ্বজুড়ে যে হিংসার বাতাবরণ তৈরি হয়েছে তা থেকে মুক্তি পেতে গৌতম বুদ্ধের আদর্শে মানুষকে এগিয়ে চলতে হবে।

দিল্লিতে জাতীয় সাইকেল রেসের গতির ঝড়ে লড়াইয়ে কলকাতা পুলিশের বসন্ত

বিগত ৫ বছর ধরে কলকাতা পুলিশের ক্রীড়া প্রতযোগিতায় বিজয়ী হওয়ার পর এবার জাতীয় পর্যায়ে সাইকেল রেসে অংশ নিতে চলেছেন বসন্ত হেমব্রম। বর্তমানে তিনি কলকাতা পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা বিভাগের কনস্টেবল কালীঘাটে পোস্টিং রয়েছেন। আধুনিক একটি সাইকেল কিনে ফেলেন। এজন্য কিস্তিতে কয়েক লক্ষ টাকা ধার করতে হয়েছে। হুগলির সুগন্ধা অমরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আদিবাসী পাড়া এলাকার বাসিন্দা বসন্ত। বছর ছত্রিশের ওই যুবকের কথা জেনে বসন্তের পাশে দাঁড়াল লালবাজার। সাইকেল, গ্লাভস, হেলমেট সহ আনুষঙ্গিক জিনিস বাবদ খরচ হওয়া ৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৯১৪ টাকার চেক বসন্তের হাতে তুলে দিয়েছে কলকাতার নগরপাল বিনীত গোয়েল। কলকাতা পুলিশের ক্রীড়া তহবিল থেকে ওই চেক দেওয়ার সময় নগরপালের আর্জি জিতে আসতে হবে কিন্তু। আগামী ২৩ অক্টোবর দিল্লিতে জাতীয় পুলিশ মিট কলকাতা পুলিশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন বসন্ত। সেখানে ৪০ কিলোমিটারের সাইকেল চালানোর প্রতিযোগিতা। ২০১৪ সালে পুলিশের বিধাননগর শিশু উদ্যানে সাধারণ মানের সাইকেল রেসে প্রথম হয়ে গোল্ড পায় বসন্ত। ২০১৮ সালে হরিয়ানায় অনুষ্ঠিত জাতীয় স্তরের সাইক্লিং প্রতিযোগিতায় বাংলার প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণ করেছেন বসন্ত। তবে সেবার তিনি সেবার স্বর্ণপদক পান নি। তখন

তিনি উন্নত মানের রেসিং সাইকেল কেনার কথা ভাবেন। ছোট থেকেই সাইকেলের প্রতি আকৃষ্ট ছিল বসন্ত। আলিনগর স্কুলে যাতায়াতের সময় সাইকেল করে দুরন্ত গতিতে যেত সে। ২০০৯ সালে কলকাতা পুলিশে হোমগার্ডে চাকরি পান বসন্ত। খেলায় পারদর্শিতার সুবাদে কনস্টেবল পদে প্রোমোশন পান। প্রথমে তিনি মেট্রো রেলে কর্মরত ছিলেন। তারপর ২০১৫ সালে হেড কোয়ার্টার কোম্পানির তৃতীয় ব্যাটেলিয়নে কনস্টেবল পদে নিযুক্ত হন বসন্ত হেমব্রম।

বসন্ত জানালেন, এই আধুনিক সাইকেলে ২২টি গিয়ার আছে। সর্বোচ্চ গতি ঘন্টায় ৫০ কিমি। হাওয়া কেটে দ্রুত এগোনোর জন্য রয়েছে বিশেষ প্রযুক্তি। এই সাইকেলটিকে টাই ট্রায়াল বাই সাইকেল বলে। ২ লাখ ২০ হাজার টাকা রিংটার দাম। পিছনের রিংয়ের দাম ১ লাখ ৩৫ হাজার টাকা। প্রতি টায়ারের দাম ১০ হাজার টাকা। দুটি চাকার একটি এসেছে আমেরিকা থেকে। অন্যটি ফ্রান্স থেকে। সাইকেলের বাকি অংশ আমেরিকার। সেগুলি জোড়া হয়েছে সল্টলেকের সেক্টর ফাইভে। মাস দেড়েক আগে সাইকেল হাতে পেয়েছেন বসন্ত। সে হুগলির সুগন্ধা থেকে দিল্লি রোড ধরে শেওড়াফুলি পর্যন্ত ৩০ কিলোমিটার সাইকেল চালিয়ে প্রতিদিন অনুশীলন করছেন জোর কদমে এই আট লাখি সাইকেলে। তার বৌ লক্ষ্মী হেমব্রম। তাঁদের এক ছেলে দুই মেয়ে। দেবা, শ্রাবন্তী, প্রভাতী। পরিবারের সকলেই তাকে প্রেরণা দেন, উৎসাহিত করেন। বসন্ত এ প্রসঙ্গে বলেন, ন্যাশানাল পুলিশ মিটে ট্রাকে সাইকেল রেস জেতার বিষয়ে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী সে। স্বর্ণপদক জিতে কলকাতা পুলিশের নাম উজ্জ্বল করবই। এরপরেই বিদেশে আন্তর্জাতিক ট্রাকে নামার ইচ্ছা রয়েছে।

— মলয় সুর

সাঙ্গলিকী

সীমার মাঝে সীমা অসীম

রঙ রূপ প্রযোজিত : নাটক স্বাহা
রচনা : সায়ন্তনী পুততুণ্ড।
নির্দেশনা : সীমা মুখোপাধ্যায়

কৃষ্ণচন্দ্র দে

২রা এপ্রিল ২০২৩ রঙ রূপ নাট্যদলের নবতম প্রযোজনা 'স্বাহা' দেখলাম তপন থিয়েটারে। নির্দেশনায় দলের কর্ণধার সীমা মুখোপাধ্যায়। সীমার প্রায় সব নাটকই আমার দেখা। অনেকদিন ধরেই ওকে চিনি। ওর লড়াইয়ের সব স্মৃতি ধরা আছে। অনন্য প্রতিভায় ও নিজেকে নাট্য জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বর্তমানে সীমার দর্শকও তৈরি হয়ে গিয়েছে যারা সীমার নাটক দেখতে হলে ভিড় জমান। রঙরূপ তথা সীমার কথা বলতে গেলে মিন্টুদা অর্থাৎ সীমার লাইফ পার্টনারের কথা কিছু না বললে চলে না। এই মিন্টুদা চাকরি থেকে ভলান্টিয়ার রিটারমেন্ট করে সব সময়টুকু রঙরূপের জন্যই নিবেদিত করেছিলেন এবং দলকে একটা সুসংহত রূপদান করেছিলেন। এক দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে বড় অকালে আমাদের ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেন। রঙরূপ তথা সীমার জীবনে এই ক্ষতিপূরণ হবার নয়। মিন্টুদা নাট্য সমাজের কাছে সর্বজন প্রিয় একজন নাট্যবন্ধু হিসাবেই গণ্য হয়ে এসেছেন বরাবর। তার আত্মার শান্তি কামনা করছি এবং সেই সঙ্গে জানাই আমার শেষ প্রণাম।

আচমকা আঘাত সীমাকে দুঃখ দিলেও হতাশায় ক্লান্ত করতে পারেনি। নব উদ্যমে সীমা উঠে দাঁড়িয়েছে কারণ ও লড়াইটা জানে। বাংলা নাটকে সীমার অনেক কিছু এখনও দেবার আছে বলে আমি বিশ্বাস করি। নিভা আর্টসের কর্ণধার সমর মিত্র ও সীমার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এবং এখনও আছেন। বর্তমানে সমরবাবু অসুস্থ, কিন্তু সীমাকে ভোলেন নি।

বর্তমান নাটক 'স্বাহা' একটু ভিন্ন ধরনের। বিষয়বস্তুও আলাদা। ধর্মীয় কুসংস্কার যেভাবে আমজনতাকে প্রতিনিয়ত শোষণ ও বিপথগামী করে তুলেছে বাবাজী–মাতাজী এইসব ছদ্ম নামের আড়ালে তার বিরুদ্ধে একটা প্রবল জেহাদ। ধর্মভীরু মানুষকে এই তথাকথিত বাবাজী মাতাজীরা যেভাবে নানা পরিকল্পনায় কলে কৌশলে শোষণের যূপকাষ্ঠে বলির পাঠা করে আখের গুছিয়ে নিচ্ছে তার জ্বলন্ত ও বাস্তব নমুনা আমরা প্রত্যক্ষ করলাম। ধর্ম ব্যবসায়ীদের মুখোশ যত খুলবে ততই মানুষের জীবন থেকে কুসংস্কার দূরে যাবে। একটা সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে। কাহিনীর বিস্তারিত বিবরণ নাটকের ক্লাইমেক্স কিছুটা ক্ষুন্ন করে দিতে পারে। এই জন্য পূর্ণাঙ্গ বিবরণে বিরত থাকলাম।

সাসপেন্সটা বজায় থাক। সেটা জানতে গেলে নাটকটা একবার দেখতে হবেই। সীমার নির্দেশনায় নাটকের কলাকুশলীরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। নাটকটিকে একটা জায়গায় পৌঁছে দিতে। এবারে বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান যারা করেছেন তাদের নিয়ে দু চার কথা বলতে চাই।

এ ধরনের নাটক দু একজন শিল্পীর অভিনয় দিয়ে বাজীমাত করা যায় না। দরকার টোটাল টিম ওয়ার্ক। বলতে কোনও দ্বিধা নেই সীমার টিম ওয়ার্ক বরাবরই বেশ ভালো ও যুতসই।

কামিনী মা চরিত্রে সীমা চরিত্রটা একেবারে মঞ্চ দাপিয়ে বেড়িয়েছে। রোহিনী চরিত্রে অন্বেষা ব্যানার্জী এবং বাবা ও মা চরিত্রে যথাক্রমে অপূর্ব সাহা ও স্মৃতি চৌধুরী এবং কলেজ ছাত্রীর ভূমিকায় ভুমি চরিত্রে পৌলমী তালুকদার বেশ ভালো। সপ্রতিভ ও সাবলীল অভিনয়। এরাই নাটকের মুখ্য চরিত্র। এছাড়া আর যারা চিলেন যেমন অনন্য শঙ্কর বেদভূতি, সুস্মিতা পান, আর্য জানা এবং দেবাশিস চট্টোপাধ্যায়। নাটকটির রচনাকার সায়ন্তনী পুততুণ্ড। আবহ প্রক্ষেপণে অর্ক মুখার্জী, আলোক সম্পাতে বাদল দাস, মঞ্চসজ্জায় সন্দীপ সুমন ভট্টাচার্য। সামগ্রিক ব্যবস্থাপনায় জগন্নাথ চক্রবর্তী ও সজলকান্তি বাগচি। উপসংহারে সকল কলাকুশলীকে বলতে চাই শুধু সংলাপ বলতে পারাটাই অভিনয় নয়, সংলাপ বলার আগে কথার মনোভাবটা তৈরি করতে হবে এবং তবেই কথা প্রাণ পাবে। তুমি শিল্পী তাই তোমারও কিছু দেবার আছে এটা মাথায় রাখতে হবে। নির্দেশক তোমাকে চরিত্রের বুনোটটা বলে দিতে পারে, যেমন সঙ্গীত শিল্পীকে নোটেশান ধরে শেখানো হয়, গায়কিটা শিল্পীকে নিজেকেই আয়ত্ব করতে হয়। তবেই তো তুমি শিল্পী। ভুরুর উত্থান পতন, নাসিকার সংকোচ–প্রসারণ, কপালের বলিরেখার কুঞ্চন প্রসারণ, অভিব্যক্তি, ধড়ের আর মাথার অবস্থান ভঙ্গিমা ইত্যাদি প্রভৃতি সহযোগ অভিনয়ে বিশেষ জরুরি অভিনয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্য। শিল্পীদের এক সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার সহশিল্পীদের সঙ্গে, না হলে নাটক দানা বাধতে পারে না। অভিনয়ও জমে উঠতে পারে না। অভিনয় দেখার সঙ্গে একটু বুদ্ধিরও দরকার হয়। কারণ বুদ্ধি দিয়েই আমরা একজনকে বুঝতে পারি। শিল্পীর হাটা চলা কথার ভঙ্গি, স্টেজে দাঁড়ানো সর্বোপরি কথোপকথন অনেক ডাইমেনশনাল হলে ভাল শিল্পী তৈরি হয়। কথার মধ্যে দিয়ে সম্পর্কও স্থাপন প্রকাশ করতে হয়। এটাও শিল্পের জন্য বিশেষ জরুরি। একই কথা শব্দের ঝোঁক দিয়ে অনেক রকমে বলতে পারা যায়। একরকম পরিস্থিতিতে একরকম সম্পর্কে এক এক ভাবে বলতে হয়, বা আমরা বলে থাকি। নাটকে ছোট ছোট অনুপঙ্খগুলিকে গুরুত্ব দিতে হয়। কতগুলি জিনিস যুগে যুগে বদল হয়, কিন্তু কিছু কিছু জিনিসের কোনও বদল হয় না। যুগের প্রেক্ষিতে বদল আনতে হয়, অভিনয়ে–সংলাপে মঞ্চসজ্জায়।

একথা ঠিক যে যুগের ভাষা অনুযায়ীই সংলাপ রচিত হওয়া উচিত। তবে একথাও ঠিক সকল শ্রেণির দর্শককে খুশি করা সম্ভব নয়। কারণ দর্শকশ্রেণি বহুধা বিভক্ত, অনেক সময়ই আনপ্রেডিক্টেবল। অর্থাৎ নতুন পন্থী, পুরানো পন্থী, আধুনিক এসব তো আছেই।

নির্দেশক সীমাকে বলবো শুধু একটু ডিটেলিংএর দিকে নজর দিতে। সন্দীপ সুমন ভট্টাচার্যের মঞ্চসজ্জা ভালো লেগেছে, আলোতে বাদল দাস পরিচিত নাম। সীমার আরও ভাল কাজের প্রত্যাশায় রইলাম।

ফিরে এল বহুরূপী, সঙ্গে নতুন প্রযোজনা

প্রণব গুহ : ১৯৪৮ সাল থেকে বহুরূপী মানে এক রাশ অন্য ভাবনা, অন্য জীবনের কথা, এক ঝাঁক স্বপ্ন। সেই ভাবনা, সেই স্বপ্ন যেন কিছুদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল মহামারি, লকডাউন আর কালক্ষেপের ঝোড়ো হাওয়ায়।

কিন্তু ভাবনা আর স্বপ্ন তো কখনও মরে না। বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলার ধ্বংসস্তুপ থেকে ফিনিক্স পাখির মতো ফিরে আসে বারবার। ৭৫ পেরিয়ে গত ১ মে ৭৬–এ পা রেখে ফিরে এল বহুরূপীও। যে বহুরূপের অপেক্ষায় বসেছিল বাঙালি। আজ যে তার বড় দরকার অন্য ভাবনা, অন্য স্বপ্নের। একাডেমি অফ ফাইনআর্টসের হলের বাইরে প্রদীপ জ্বেলে, অগ্রজদের প্রণাম জানিয়ে সূচনা হল সেই পুনঃযাত্রার। আর হলের ভিতরে শম্ভু মিত্র, কুমার রায়, তৃপ্তি মিত্রদের বর্তমান প্রজন্ম উপহার দিল তাদের নতুন প্রযোজনা 'সখারাম'। হলে ঢুকতে গিয়ে পাওয়া গেল পরম্পরার সেই চাঁপা ফুল যার মন মাতানো গন্ধ বলে দিছিল বহুরূপীর আগমন।

সখারাম : প্রথমেই বলে রাখা ভালো এই নাটকের গল্প যতই রূঢ় বাস্তব আর ক্ষয়ে যাওয়া সমাজের চিত্র হোক না কেন অভিনয় গুনে 'সখারাম' পেরিয়ে যাবে অনেকটা পথ। বিজয় তেন্ডুলকারের মূল নাটকের ভাষান্তর ঘটিয়েছেন ড: রঞ্জিত কুমার মুখোপাধ্যায় যা ভেঙে দিয়েছে ভাষার ব্যারিকেড। কৃষ্ণ কর ও সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায় (লক্ষ্মী), সর্বানী চট্টোপাধ্যায় (চম্পা), শেখর হীরা (দাউদ), দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য (শিন্ডে), বিকাশ মণ্ডল ও সত্যজিৎ পালরা এক সে বড় কর এক। সখারামের ভূমিকায় গৌতম চক্রবর্তী তো অভিনয় গুণে চরিত্রের গভীরতায় লুকিয়ে রাখতে পেরেছেন নিজের পরিচয়টা।

আবহ, নৃত্য পরিকল্পনা, মঞ্চ, আলো, রূপসজ্জা ও পোষাক পরিকল্পনায় যথাক্রমে অসিত বরণ সরকার, সৌরাংশু চট্টোপাধ্যায়, দীপাঞ্জন ভট্টাচার্য্য, গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, ঝিনুক সরকার ও সর্বানী চট্টোপাধ্যায়রা অনবদ্য।

নির্দেশক নাটকটি যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে আর একটি কাহিনী শুরু হতে পারে। কিন্তু তিনি এর পরটা দর্শকদের ভাবনার উপর ছেড়ে দিয়েছেন। ভাবতে বলেছেন উচ্ছৃঙ্খল সখারামের মতো একজন বাইন্ডার কি আমাদের মূল্যবোধহীন ঘুনধরা ভেঙে পড়া সমাজের ফসল নয়। অনেক ঘাত প্রতিঘাত এমনকী একটি খুনের পর ভাবনার খোরাক জুগিয়ে শেষ হয়েছে নাটকটি। এবার ভাবার পালা। ভাবো বাঙালি ভাবো।

শরৎ সমিতির সান্ধ্য অধিবেশন

শ্রেয়সী ঘোষ : প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড কলকাতা ২৯) শরৎ সমিতির উদ্যোগে বসে আলোচনা সভা। গত শুক্রবার (২৮ এপ্রিল) সন্ধ্যায় আলোচনার বিষয় ছিল পরিচালক অসিত সেন ও নায়িকা সুচিত্রা সেন। বক্তা ছিলেন চলচ্চিত্রের বিশিষ্ট অভিনেতা অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। দেড় ঘণ্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বক্তা প্রথমে অসিত সেনের চলচ্চিত্র জীবনের নানান দিক তুলে ধরেন। পরে নায়িকা সুচিত্রা সেনের চলচ্চিত্র জীবনের উপর আলোকপাত করেন। বক্তব্য শেষে কয়েকটি গান তিনি পরিবেশন করেন। যেগুলি নেওয়া হয়েছে অসিত সেন পরিচালিত ছবি থেকে এবং সুচিত্রা সেন অভিনীত ছবি থেকে। শ্রোতাদের মুগ্ধ করলেন বক্তা। শুরুতে বক্তাকে পরিচয় করিয়ে দিলেন শরৎ সমিতির সম্পাদক ডঃ শ্যামল কুমার বসু। শেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কাজটি করেন অধ্যাপক ডঃ মনোতোষ দাশগুপ্ত।

শতবর্ষে ধনঞ্জয়কে স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাহিত্য,কলা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালাচ্ছে বিকেল বাসর সংস্থা। গত রবিবার সন্ধ্যায় শরৎচন্দ্রের বাসভবনে (২৪ অশ্বিনী দত্ত রোড, কলিকাতা ২৯)সংস্থার তরফ থেকে নববর্ষের বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। সংস্থার কর্মপদ্ধতি ও সঞ্চালনার দায়িত্ব সামলালেন সম্পাদক সুব্রত দে ।সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট কবি ও গীতিকার স্বরচিত তিনটি কবিতা পাঠ করলেন। সুব্রত দে গানও গাইলেন। বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় অন্যান্য সভ্য সভ্যরা কবিতা বা গান করলেন। শেষ শিল্পী ছিলেন বাংলা সিনেমার অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যকে তিনি স্মরণ করলেন কথায় ও গানে। জমিয়ে দিলেন আসর। করতালি দিয়ে শিল্পীকে সম্বর্ধিত করলেন সংস্থার উপস্থিত সবাই।

বারুইপুরে ২ বাংলার বাচিক শিল্পীদের নিয়ে আবৃত্তি মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বারুইপুর আবৃত্তি নন্দন ও কাহাক পাবলিশার্স'এর যৌথ উদ্যোগে আগামী ২০ ও ২১ মে বারুইপুর রবীন্দ্র ভবনে দু'দিনের আবৃত্তি মেলা অনুষ্ঠিত হবে। ২ মে কাহাক পাবলিশার্স'এর কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান আয়োজকরা। ছিলেন বারুইপুর আবৃত্তি নন্দন'এর সভাপতি অলোক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাহাক পাবলিশার্সের চেয়ারপারসন অদীপ্ত মজুমদার, চিফ এডিটর মিতা ঘোষ ও আরো অনেকে। বারুইপুর আবৃত্তি নন্দনের সভাপতি বলেন, 'দু'দিনের আবৃত্তি মেলায় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও প্রতিবেশী বাংলাদেশ থেকে মোট ৮টি আবৃত্তির দল অংশ নেবে। এরমধ্যে রয়েছে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, ত্রিপুরার ধর্মনগর ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম আবৃত্তির দল।

এ ছাড়াও অনুষ্ঠানে থাকছেন গুণী আবৃত্তি সঙ্গীত শিল্পীরা।' কবি সম্মেলনে অংশ নেবেন অমিত চক্রবর্তী, সুদীপ ভট্টাচার্য, মৃণালকান্তি দাশ, কল্যাণ মুখোপাধ্যায়, তীর্থঙ্কর ভট্টাচার্য, আনসার উল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে থাকবেন পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের অধিকর্তা আশীষ গিরি, আইসিসিআর'এর অনুষ্ঠান আধিকারিক রমেশ চাঁদ, বাংলাদেশের একুশে পদক প্রাপ্ত কবি জয়ন্ত চ্যাটার্জি ও আকাশবাণীর স্বর্ণযুগের অনুষ্ঠান উপস্থাপক সৌমেন চৌধুরী।

ঐতিহ্য ও কৃষ্টিতে বাওয়ালীর জমিদার ইতিবৃত্ত

একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ

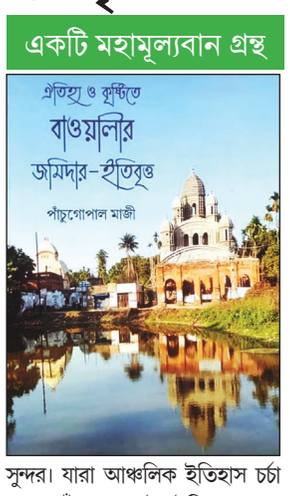

নিজস্ব প্রতিনিধি : এ সম্প্রতি হাতে এল আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষক পাঁচু গোপাল মাজীর লেখা 'ঐতিহ্য ও কৃষ্টিতে বাওয়ালীর জমিদার ইতিবৃত্ত' নামে একটি মহামূল্যবান গ্রন্থ। দীর্ঘ দিন ধরে গবেষণা করে তিনি গ্রন্থটি রচনা করেছেন। প্রায় ৩০০ বছরের প্রাচীন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন বাওয়ালীর মণ্ডল জমিদারদের অজানা ইতিহাস তুলে ধরেছেন দক্ষতার সঙ্গে। জমিদারদের সব প্রাচীন মন্দির, স্থাপত্য, মেলা, রথের ইতিহাস পড়ে মুগ্ধ। তাছাড়া জমিদারদের নাম, তাদের কীর্তিকলাপও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। বইটির প্রথমেই অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবি বইটিকে সমৃদ্ধ করেছে। বিশেষ করে মণ্ডল জমিদারদের প্রাচীন ভ্রাম্যমাণ রথের এবং জলটুঙ্গীর ছবি দুটো দুষ্প্রাপ্য। জমিদার বংশের প্রথম থেকে তাদের নামের সারণীও উল্লেখযোগ্য। বইটির প্রচ্ছদটিও বেশ সুন্দর। যারা আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চা করেন তাঁরা অবশ্যই বইটি পড়ে তৃপ্ত হবেন। ধন্যবাদ পাঁচুগোপাল মাজী। আগামী দিনে আরো ভালো গ্রন্থ উপহার পাব– এই আশায় রইলাম। ঐতিহ্য ও কৃষ্টিতে বাওয়ালীর জমিদার ইতিবৃত্ত– পাঁচুগোপাল মাজী, নন্দিতা প্রকাশনী, মূল্য ৩০০ টাকা।

মুক্তি পেল 'বিপ্লবের ধ্বজা হাতে ... যারা এনে দিল স্বাধীনতা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : কিছুদিন আগেই এই অডিটোরিয়ামের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। হিডকোর সহায়তায় তৈরি এই তথ্যচিত্রটি নির্মাণ করেছেন এই প্রজন্মের বিশিষ্ট ইতিহাস গবেষক মৃন্ময় ব্যানার্জি। শনিবার হিডকোর তরফে আয়োজন করা হয়েছিল তথ্যচিত্রটির বিশেষ স্ক্রীনিং।

উপস্থিত ছিলেন হিডকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর দেবাশিস সেন, নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোসের প্রপৌত্রী তপতী ঘোষ, বিশিষ্ট নেতাজী গবেষক ডঃ জয়ন্ত চৌধুরী, সংগীত শিল্পী রুপরেখা ব্যানার্জি, তথ্যচিত্রের পরিচালক এবং হিডকোর অনান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দেবাশিস সেন আনুষ্ঠানিক ভাবে ছবিটির মুক্তি ঘোষণা করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত অতিথি ও দর্শকদের জন্য তথ্যচিত্রটির প্রদর্শন করা হয়। তথ্যচিত্রটিতে কণ্ঠ প্রদান করেছেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী প্রতুল মুখোপাধ্যায় ও রূপরেখা ব্যানার্জি।

সুন্দরবন থেকে কলেজস্ট্রীট

উজ্জ্বল সরদার : সুন্দরবন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পত্রিকা শুধু সুন্দরবন চর্চার উদ্যোগে ও সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের বালি দ্বীপে বিবেকানন্দ ফার্মাস ক্লাবের পরিচালনায় ছোটদের জন্য যে গ্রন্থাগার পরিষেবা সচল আছে তার কর্ম প্রচেষ্টা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থাগারের পাঠক মূলত সুন্দরবনের কয়েকটি গ্রামের ছাত্র ছাত্রীরা। তারাই এবার একদিনের সফরে সুন্দরবন থেকে কলকাতায় কলেজস্ট্রীটে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ও লালমাটি প্রকাশনায় এসে সারাদিন সময় কাটিয়ে গেল। প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতিতে ও আতিথেয়তায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা, বেকার বিল্ডিং, পদার্থ বিদ্যা, জীব বিদ্যার গবেষণাগার, গ্রন্থাগার প্রভৃতি ঘুরে দেখে। পরবর্তীতে কলকাতার গুরুদাস কজেল ও রাজডাঙ্গা বিদ্যাসাগর গ্রন্থাগারের পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে বই উপহার দেওয়া হয়। এরপর বই পাড়ার অন্যতম প্রকাশনা সংস্থা লালমাটি থেকে তারা তাদের পছন্দমত বই কেনে, যার অর্থমূল্য মিটিয়ে দেন শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকা ও তেপান্তরের স্বপ্ন সংস্থা। সুন্দরবন বালি থেকে ছাত্র ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে ভোর বেলা রওনা দিয়েছিলেন সেখানকার প্রনম্য শিক্ষক শ্রী সুকুমার পয়রা। তিনি অঙ্কুর ও উন্মেষ নামে ছোটদের দুটি ক্লাব পরিচালনা করেন। বছরের প্রায় সব সময় তারা সুন্দরবনের গ্রামে কিছু না কিছু কাজে ব্যস্ত থাকেন। এবারের এমন অভিনব উদ্যোগে তারা সকলেই ভীষণ খুশি।

গোবরডাঙার গৌরব ও গর্ব ডা. পূর্ণেন্দুবিকাশ সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৪২৩ বর্ষে চক্ষু চিকিৎসক ডা. পূর্ণেন্দু বিকাশ সরকারের 'আনন্দ পুরস্কার' অর্জন গোবরডাঙাবাসীদের শুধু নয় সমগ্র রবীন্দ্র প্রেমী সংস্কৃতি মনস্ক মানুষকেই গৌরবান্বিত করেছে। সংস্কৃতিচর্চায় মেধা–মনন–অধ্যবসায়ের এই দুর্লভ স্বীকৃতি আঞ্চলিকভাবে একরকম বাঙালির 'নোবেল' পুরস্কার প্রাপ্তির তুল্য। সম্মানিত গ্রন্থ গীতবিতানের তথ্যভাণ্ডার।

ডা. সরকারের জন্ম গোবরডাঙায়, স্টেশন রোড পার্শ্বস্থ দে–পল্লিতে কাটে শৈশব কৈশোর। স্কুল শিক্ষা শুরু হয় খাঁটুরা প্রীতিলতা শিক্ষা নিকেতনে। পরে গোবরডাঙা খাঁটুরা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে তৎকালীন উচ্চ মাধ্যমিক (১৯৭২, পুরনো উচ্চমাধ্যমিক পাশ করেন)। শুনেছি রবীন্দ্রনাথের অমলের মতই পূর্ণেন্দু বাবু শীতের রোদে অসুস্থ শরীরে বারান্দায় শুয়ে থাকতেন । তার বাবা সমস্ত শক্তি দিয়ে তাকে আগলে রাখতেন। ছেলেটি বারান্দায় শুয়ে শুয়ে বিশাল নীল আকাশ দেখত। দেখত নীল আকাশে পাখিদের উদ্যাম গতি। হয়ত ভেবেছিল সে একদিন পাখিদের মতন অনেক উপরে উঠবে যেখানে তাকে কেউ ছুঁতে পারবে না। হাঁ, পূর্ণেন্দু বাবু আপনি পেরেছেন। আমরা আপনাকে দূর থেকে দেখছি। আপনি মনে হয় দূর আকাশের এক নক্ষত্র। আবার প্রমাণ হল বড় হতে হলে অনেক ছোটখাটো ভালোলাগা নির্মম ভাবে ত্যাগ করতে হয়।

স্কুল শিক্ষা শেষ করে কলকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে স্নাতক উপাধি অর্জন। পরে সেখান থেকেই আজকের বিশিষ্ট চক্ষু রোগ বিশেষজ্ঞ, পেশাদার চক্ষু চিকিৎসক । ১৯৯০–এর দশকেও গোবরডাঙার ঘোষ ফার্মেসিতে জনপ্রিয় চক্ষু চিকিৎসক হিসাবে সমাদৃত। স্টেশন রোড এলাকায় দেপল্লিতে নিজস্ব বাড়িতেই তৈরি করেন আই ভিউ ক্লিনিক । পরে কলকাতার সল্টলেকে স্থায়ী নিবাস ও চক্ষু হাসপাতাল সল্ট লেক আই ফাউন্ডেশন গড়ে তুলে কর্মরত ও বেশ কিছু মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁর মতন বিনয়ী ও সদালাপী মানবিক চিকিৎসক সমাজের জন্য খুব প্রযোজন।

ছাত্রজীবনের উপান্তে এসে তিনি বাংলার প্রাচীন তম বিজ্ঞান সংস্থা গুলির অন্যতম গোবরডাঙা যুব বিজ্ঞান সংস্থা(১৯৬৭)র সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পূর্ত দপ্তরের রাস্তার পাশের একটি ঘরে একটা বিজ্ঞান ক্লাব। নাম গোবরডাঙ্গা যুব বিজ্ঞান সংস্থা, ইংরেজিতে ওয়াইএমএসও (ইয়ং মেনস সায়েন্স অর্গানাইজেশন)। শীতের মরশুম হলে তো কথাই নেই, সারাবছর চলতো হাতে কলমে বিজ্ঞানের জটিল বিষয়কে সহজ বোধ্য করে তোলার নিরন্তর প্রয়াস। ক্লাব ঘরে থরে থরে সাজানো সেই সব বিজ্ঞানের মডেল। বিজ্ঞানের মডেল তৈরির প্রতিযোগিতায় জেলা রাজ্য ও জাতীয় স্তরে নানা ধরণের বিজ্ঞান মডেল তৈরি করে পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদে আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুর হাত থেকে বিজ্ঞান মডেল তৈরি ও তার উপস্থাপনায় প্রথম পুরস্কার অর্জন করেন। ১৯৭২ সালে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এনসিইআরটি আয়োজিত প্রথম শিশু বিজ্ঞান প্রদর্শনীতেও ছাত্রাবস্থায় তিনি অংশ নেন। তাঁর তৈরি ওয়াটার লেন্স মাইক্রোস্কোপ সেই সময়ের প্রেক্ষিতে এক যুগান্তকারী সৃষ্টি তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ভি ভি গিরি দ্বারা উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। যা প্রকাশিত হয়েছিল দেশ পত্রিকায় সমরজিৎ করের লেখা বিজ্ঞান নিবন্ধে। বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় লেখালেখিতেও তিনি সিদ্ধহস্ত। তাঁর লেখা 'আপনি আমি ও বিজ্ঞান' বইটি সেই সময়ে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল কৌতূহলী পাঠক মহলে। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত 'চক্ষু' বিষয়ে তাঁর লেখা গ্রন্থ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। সম্প্রতি তাঁর আরও একটি অনবদ্য সৃষ্টি রবীন্দ্র গানের অন্তরালে প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থের বিশেষত্ব এই বইএর পাতায় পাতায় গান ও গানের নেপথ্যে কথার সাথে রয়েছে একটা চিপ, এখানে আপনার এন্ড্রয়েড মোবাইল ফোনটি রাখলেই শুনতে পাওয়া যাবে সেই গানটি । প্রকাশনা জগতে এ এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত। এসবের পাশাপাশি রবীন্দ্র সংগীতের সমগ্র জগৎ নিয়ে তাঁর ডিজিটাল মিডিয়ার কাজ। গীতবিতান আর্কাইভ গোটা সঙ্গীত প্রিয় সংস্কৃতিমনস্ক বাঙালির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সময়কাল,প্রেক্ষিত ইত্যাদি জানা যাবে একটা মাউস ক্লিক করলেই । ই–যুগে বর্তমান প্রজন্মের কাছে এ এক পরম প্রাপ্তি। তা ছাড়া এ নিয়ে স্বনামধন্য রবীন্দ্র অনুরাগী সুচিত্রা মিত্রের পরামর্শে ও উৎসাহে এবং অবশ্যই বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক কবি শঙ্খ ঘোষের প্রেরণায় এ বিষয়ে তাঁর সম্পূর্ণ গবেষণা ধর্মী বই গীতবিতান তথ্যভাণ্ডার প্রকাশিত হয়েছে। এখানেই থেমে থাকা নয় । তৈরি করলেন আগের আর্কাইভটির মতো আর এক ডিজিটাল সম্পদ 'রবীন্দ্র কবিতা আর্কাইভ'। সব কাজটাই মনন ও মেধাচর্চার পাশাপাশি মৌলিক সৃষ্টিপ্রয়াস হিসাবে বাঙালি বুদ্ধিজীবীর সপ্রশংস সম্মানে ভূষিত। পূর্ণেন্দু বাবুর প্রতিবেশী এবং শিক্ষক ও পরিবেশ আন্দোলনের অন্যতম মুখ অরিন্দম দে জানান, অত্যন্ত সাধারণ ঘরের মেধাবী এই মানুষটি নীরবে নিরবচ্ছিন্নভাবে চিকিৎসার জটিল ও ব্যস্ততার মাঝেও যেভাবে এমন অসাধারণ সৃষ্টি আমাদের উপহার দিয়েছেন তাতে আমরা অনুপ্রাণিত । প্রত্যেক পুরুষের নেপথ্যে একজন মহিলা যেমন সক্রিয় সহযোগী হিসেবে সহায়তা দিয়ে যান তেমনি এই সময়ের বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী বর্ণালী সরকার তাঁর যোগ্য সহধর্মিনী হিসাবে তাকে প্রেরণা জুগিয়েছেন। একজন রবীন্দ্র প্রেমী হিসাবে আপনার এই অসামান্য প্রয়াসকে সারা দেশের মানুষ কুর্নিশ জানায়।

আঁতস কাঁচে

বাগানের জয়

টানা দ্বিতীয়বার এএফসি কাপে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে গেল আইএসএল ট্রফি চ্যাম্পিয়ন এটিকে মোহনবাগান। কোঝিকোড়েতে গতবারের আইএসএল ট্রফিজয়ী হায়দরাবাদ এফসিকে রুদ্ধশ্বাস লড়াই শেষে টাইব্রেকারে হারিয়ে এই সুযোগ পেল সবুজ মেরুণ ব্রিগেড। নির্ধারিত সময়ে ফল ১–১ থাকার পরে পেনাল্টি শুট আউটে ৩–১–এ জেতে ফেরান্দো ব্রিগেড। ম্যাচের ২০ মিনিটে দিমিত্রিয়স পেট্রাটস এগিয়ে দেয় এটিকে মোহনবাগানকে। ৪৪ মিনিটে জোয়েল চিয়ানিজ গোল করে সমতা ফেরান। এরপর কোনো গোল না হওয়ায় মীমাংসা হয় টাইব্রেকারে।

পাশে ঊষা

প্রথমে সমালোচনা করেও ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট পিটি ঊষা কথা বলতে এলেন প্রতিবাদরত কুস্তিগীরদের সঙ্গে। দিল্লির যন্তরমন্তরে আসেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা প্রাক্তন এই অ্যাথলিট। ধরনা মঞ্চে বসেই তিনি বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেন বজরং পুনিয়া, সাক্ষী মালিকদের সঙ্গে। পিটি ঊষা আন্দোলনকারীদের সুবিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে সব রকমের সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন। দেশের অন্যতম সেরা কুস্তিগীর বজরং পুনিয়া বলেছেন, প্রাথমিকভাবে তাঁর মন্তব্য আমাদের সকলেরই খুব খারাপ লেগেছিল। তারপর তিনি জানান, তাঁর মন্তব্যের ভুল ব্যাখ্যা করা হয়েছে।'

লিটনের বদলি

আইপিএলের বাকি ম্যাচগুলির জন্য লিটন দাসের বদলি খুঁজে নিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। ওয়েস্ট ইন্ডিজের জনসন চার্লসকে দলে জায়গা দিয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। তিনি একজন উইকেটরক্ষক ব্যাটার। কেকেআর তাঁকে ৫০ লাখ টাকা দিয়ে নিজেদের দলে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

শামি বিপাকে

ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্যতম সেরা পেসার মহম্মদ শামির গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চেয়ে এবার সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন স্ত্রী হাসিন জাহান। শামির গ্রেপ্তারিতে স্থগিতাদেশ দিয়েছিল স্থানীয় আদালত। তার বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টে যান হাসিন, কিন্তু সেখানেও ভারতীয় পেসারের গ্রেপ্তারির উপর স্থগিতাদেশই বজায় থাকে। হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেন শামির স্ত্রী। তার করা স্পেশাল পিটিশনে যাতে তারকা হওয়ার কোনো সুযোগ–সুবিধা শামি না পান, তাও উল্লেখ করা হয়েছে।

কোচের বিজ্ঞপ্তি

ভারতীয় মহিলা দলের কোচ নিয়োগের জন্য উদ্যোগী হল বিসিসিআই। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের পক্ষ থেকে মহিলা দলের কোচের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে। গত কয়েক মাস ধরেই কোচবিহীন অবস্থায় ক্রিকেট খেলছেন হরমনপ্রীত কৌর,স্মৃতি মান্ধানারা। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত কোচ নিয়োগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

রাহুল অনিশ্চিত

আরসিবির বিরুদ্ধে গোটা আইপিএল থেকেই ছিটকে গেলেন কেএল রাহুল। সংবাদ সংস্থার তরফে তেমনই দাবি করা হয়েছে। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের কথা মাথায় রেখে তাঁকে আর আইপিএলে নামিয়ে ঝুঁকি নিতে চায় না বোর্ড। কারণ রাহুলের চোট যথেষ্টই গুরুতর। আগেই চোটের কারণে আইপিএল থেকে ছিটকে গিয়েছেন জয়দেব উনাদকাট। দু'জনেই লখনউ সুপার জায়েন্টসের হয়ে খেলেন।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের আগেই সুখবর

টেস্ট র‍্যাঙ্কে অস্ট্রেলিয়াকে পিছনে ফেলে শীর্ষে ভারত

সুমনা মণ্ডল

সামনেই বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল। তার আগেই সুখবর পেল ভারত। আইসিসির বার্ষিক টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে অস্ট্রেলিয়াকে দুইয়ে নামিয়ে শীর্ষে উঠে এল ভারত। ১৫ মাস ধরে টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থান ধরে রাখার পর এই সিংহাসন হারাল অস্ট্রেলিয়া। সম্প্রতি টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত দুর্দান্ত পারফর্ম করেছে। ঘরের মাঠে বর্ডার গাভাসকর ট্রফি জিতেছিল ভারত। এখন র‍্যাঙ্কিংয়েও টপকে যাওয়ার পরে লন্ডনের দ্য ওভালে আয়োজিত বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল আরও উত্তেজনাপূর্ণ হয়ে উঠল। ৭ জুন থেকে ফাইনালে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া একে অন্যের মোকাবিলা করবে। মঙ্গলবার আইসিসির পক্ষ থেকে টেস্ট দলের যে ক্রম তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে তাতে এক নম্বর জায়গায় রয়েছে ভারতীয় দল। ১২২ পয়েন্ট নিয়ে সবার উপরে রোহিত ব্রিগেড। ২ নম্বরে থাকা অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ১১৬। তিন নম্বর রয়েছে ইংল্যান্ড ১১৪ পয়েন্ট নিয়ে। র‍্যাঙ্কিংয়ে অন্য দলগুলোর অবস্থানের নড়চড় হয়নি। দশম স্থানে থাকা জিম্বাবোয়ে ৫ রেটিং পয়েন্ট অর্জন করেছে। আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তান পর্যাপ্ত টেস্ট না খেলায় র‍্যাঙ্কিংয়ে জায়গা পায়নি। র‍্যাঙ্কিং প্রকাশের আগে ১২২ রেটিং পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে ছিল অস্ট্রেলিয়া। তাদের চেয়ে ৩ পয়েন্ট ব্যবধানে পিছিয়ে দুইয়ে ছিল ভারত। টিম ইন্ডিয়া এর আগে শেষ ২০২১ সালের ডিসেম্বরে প্রায় এক মাস টেস্ট র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে ছিল। আর অস্ট্রেলিয়া ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে র‍্যাঙ্কিং তালিকা প্রকাশের আগে পর্যন্ত শীর্ষে ছিল। ২০২২–এর মে মাসের আগে সম্পন্ন হওয়া সিরিজের গুরুত্ব নির্ধারণ করা হয় ৫০ শতাংশ ও পরবর্তী সমস্ত সিরিজের গুরুত্ব নির্ধারণ করা হয় ১০০ শতাংশ। শুধু লাল বলের ক্রিকেটেই নয়, ভারত টি–২০ ফরম্যাটেও বর্তমানে বিশ্বের এক নম্বর টিম। টি–২০তে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ডকে পিছনে ফেলেছে টিম ইন্ডিয়া। টি২০তে ২৬৭ পয়েন্ট নিয়ে এক নম্বরে রয়েছে টিম ইন্ডিয়া। ইংল্যান্ডের পয়েন্ট ২৬১। ২৫৫ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছে পাকিস্তান। তবে একদিনের ক্রিকেটে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে অস্ট্রেলিয়া। সেখানে তিন নম্বরে রয়েছে ভারতীয় দল।

ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জয় সাত্ত্বিক–চিরাগের

ব্যাডমিন্টনে নতুন ইতিহাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : নতুন ইতিহাস গড়ল সাত্ত্বিক সাইরাজ রনকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টির ভারতীয় জুটি। ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার সোনা জয় ভারতীয় এই জুটির। রবিবার ফাইনালে দুবাইয়ের শেখ রশিদ বিন হামদান ইন্ডোর হলে মালয়েশিয়ান জুটিকে হারায় ভারতীয় জুটি। ফাইনালে অষ্টম বাছাই মালয়েশিয়ার ওং ইউ সিন–টেয়ো ইয়ে ই জুটিকে ১৬–২১, ২১–১৭, ২১–১৯ এ হারিয়ে দেয় সাত্ত্বিক–চিরাগ জুটি। মালয়েশিয়ান জুটি চতুর্থ বাছাই জাপানের জুটিকে হারিয়ে ফাইনালে এসেছিল। অন্যদিকে, চিনা তাইপের অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন জুটি লি ইয়াং ও ওয়াং চি লিনকে হারিয়ে সাত্ত্বিকসাইরাজ রনকিরেড্ডি ও চিরাগ শেট্টির জুটি ফাইনালে উঠে।

ফাইনালে প্রথম গেম ১৬–২১ এ হেরে যায় ভারতীয় জুটি। এরপর দ্বিতীয় গেমেই কামব্যাক করে সাত্ত্বিকরা। দ্বিতীয় গেম ২১–১৭ তে জিতে লড়াইয়ে ফিরে আসে। এরপর তৃতীয় গেম হয় হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে। শেষপর্যন্ত ২১–১৯ এ জিতে শেষ হাসি হাসেন সাত্ত্বিকসাইরাজ রনকিরেড্ডি এবং চিরাগ শেট্টির ভারতীয় জুটি।

সাত্ত্বিক–চিরাগ ১৯৬৫ সালে দীনেশ খান্নার পর প্রথম ভারতীয় জুটি, যারা মহাদেশীয় ব্যাডমিন্টন ইভেন্টের ফাইনালে পৌঁছোয়। এই মেগা ইভেন্টে ভারতের হয়ে দ্বিতীয় সোনা জিতেছেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। দীনেশ খান্নার সোনা ছাড়াও ভারত ১৯৬২ সাল থেকে ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে বিভিন্ন বিভাগে ১৭ ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। ১৯৭১ সালে মহাদেশীয় টুর্নামেন্টে পুরুষদের ডাবলসে পদক (রুপো) জিতেছিলেন দীপু ঘোষ এবং রমন ঘোষ। প্রকাশ পাড়ুকোন এবং সৈয়দ মোদী, দুই কিংবদন্তি তারকা অবশ্য ১৯৭৮ সালে রুপো জিতেছিলেন কিন্তু সেই বছরের টুর্নামেন্ট ছিল আমন্ত্রণমূলক। ভারত শেষবার ব্যাডমিন্টন এশিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে ডাবলসে পদক জিতেছিল ২০১৪ সালে। সেটা অবশ্য মেয়েদের। অশ্বিনী পোনাপ্পা এবং জ্বলা গুট্টা মহিলাদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ জিতেছিল। অসাধারণ এই সাফল্য ছাড়াও ২০২২ সালের টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে পুরুষদের ডাবলসে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন সাত্ত্বিক ও চিরাগ। এশিয়ান টিম চ্যাম্পিয়নশিপে পদক এনেছেন ২০১৬ ও ২০২০ সালে।

আই লিগে বিদেশি কোটায় শিথিলতা আনল ফেডারেশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি : আই লিগেও বিদেশি ফুটবলার খেলানোর ব্যাপারে শিথিলতা আনল ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। ভারতীয় ফুটবলে ভারতীয়দের প্রাধান্য থাকুক। তাতে প্রতিভাবান ফুটবলাররা উঠে আসার সুযোগ পাবেন। আর সেই লক্ষ্যেই কিছুদিন আগেই বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এআইএফএফ। ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে জানিয়ে দেন, সমস্ত রাজ্য এবং জেলা ফুটবল লিগে, পুরুষ এবং মহিলা দলে কোনো বিদেশি ফুটবলার খেলানো যাবে না। এমন সিদ্ধান্তের পর দেশের অন্যতম আই লিগের জন্য কী সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে সেদিকেই তাকিয়ে ছিলেন ফুটবলপ্রেমীরা। সোমবারই এই সিদ্ধান্ত নিতে দীর্ঘক্ষণ ভিডিও কনফারেন্সে আলোচনায় বসেন ফেডারেশন কর্তারা। লিগে অনুমোদিত বিদেশী খেলোয়াড়ের সংখ্যার মাপকাঠি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়। ভারতীয়দের বেশি করে সুযোগ দেওয়ার জন্য বিদেশী কোটা হ্রাস করার পরামর্শও দেওয়া হয়। যাতে ভারতীয় খেলোয়াড়রা আই লিগে বেশি সুযোগ পায়। এতদিন স্কোয়াডে সর্বোচ্চ পাঁচজন বিদেশী সই করানো যেত, এরমধ্যে প্লেয়িং একাদশে সর্বোচ্চ ৩ জন বিদেশী খেলোয়াড় মাঠে নামতে পারতেন। এবার থেকে তা আর বাধ্যতামূলক থাকল না। কমিটি পরামর্শ দিয়েছে, ক্লাবগুলোর জন্য বিশেষভাবে এশিয়ান কোটার খেলোয়াড়কে সই করানোর জন্য।

বিভিন্ন ক্লাব সাফল্যের জন্য বিভিন্ন পজিশনে বিদেশি ফুটবলার সই করিয়ে থাকে। স্ট্রাইকার, মাঝমাঠ, ডিফেন্স সবক্ষেত্রেই বহু ক্লাবে বিদেশিদের রমরমা। কিন্তু এর ফলে, দলে সুযোগ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন অনেক ভারতীয় ফুটবলার। দেশের ফুটবলের উন্নতির জন্য বিদেশি কোটা বন্ধের পথে এবার ফেডারেশন। যে কারণে অনূর্ধ্ব ২২ ফুটবলারের সংখ্যা ৫ করা হয়েছে। কারণ ভারতীয় ফুটবলকে এগিয়ে নিয়ে যেতে নতুন ফুটবলার তুলে আনাও সমানভাবে জরুরি। যার মঞ্চ তৈরি করে দিতে চায় ফেডারেশন। এছাড়াও আই লিগে দল বাড়ানোর ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত হয় এদিনের সভায়। ২০২৬ মরসুমের মধ্যেই ১৪ দলের আই লিগ করার পরিকল্পনা করেছে ফেডারেশন।

আইপিএল ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান তুলল লখনউ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০২৩ আইপিএলে ঝড় উঠল যেন মোহালিতে। যেন চার–ছক্কার বৃষ্টি। তাতেই আইপিএলের ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান দেখলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। পাঞ্জাব কিংসের বিপক্ষে নির্ধারিত ওভার শেষে ৫ উইকেটে ২৫৭ রান করেছে লখনে। সুপারজায়ান্টস। আইপিএলে সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ডটি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের দখলে। ২০১৩ সালে পুনে ওয়ারিয়র্সের বিপক্ষে ২৬৩ রান করেছিল তারা। আগের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করার রেকর্ডটিও বেঙ্গালুরুর। ২০১৬ সালে গুজরাত লায়ন্সের বিপক্ষে ২৪৮ রান করেছিল তারা। অধিনায়ক লোকেশ রাহুল ১২ রানের বেশি তুলতে পারেননি। তবে শুরু থেকেই ঝড় তোলেন কাইল মেয়ার্স। রাহুলের আউট হওয়ার পর বাদোনিকে সঙ্গী করে ধুন্ধুমার ব্যাটিং তাণ্ডব চালান মেয়ার্স। ২০ বলে হাফসেঞ্চুরি পূরণ করেন মেয়ার্স। ২৪ বলে ৫৪ রান করে আউট হন মেয়ার্স। ইনিংসে ৭ চার ও ৪ ছক্কা হাঁকান তিনি। সেই ধারাটাই বজায় রাখেন আয়ুশ বাদোনি ও মার্কাস স্টোইনিস। তাদের সামনে স্যাম কুরান, সিকান্দার রাজারা যেন কোনো কুল–কিনারাই পাচ্ছিলেন না।

এশিয়া কাপে ভারত–পাক গ্রুপেই নেপাল, তবে অনিশ্চিত টুর্নামেন্টই

নিজস্ব প্রতিনিধি : এশিয়া কাপ নিয়ে যখন জলঘোলা হয়েই চলেছে, অনিশ্চিয়তার মেঘে ঢাকছে এই টুর্নামেন্ট, তখন ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে ফেলল নেপাল। এসিসি প্রিমিয়ার কাপের ফাইনালে সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে নেপাল। তাতে নিজেদের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এশিয়া কাপের মূল পর্বে উঠেছে নেপালিরা। শুরুতে ব্যাটিং করতে নেমে ৩৩.১ ওভার বল খেলে ১১৭ রানে অলআউট হয় সংযুক্ত আরব আমিরশাহি। জবাবে ৩০.৩ ওভার খেলে ৩ উইকেট হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নেয় নেপাল। কীর্তিপুরের মাঠ হাউজফুল হয়ে যায় এই ম্যাচ দেখার জন্য। আগেই ঠিক করা হয়ে গিয়েছিল, মূল পর্বে কোন গ্রুপে কারা থাকবে। দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে মোট ৬টি দল খেলবে। 'এ' গ্রুপে ভারত, পাকিস্তান আগে থেকেই ছিল। এবার বাছাই পর্ব পার হয়ে দুই এশিয়ান জায়ান্টসের সঙ্গে যোগ দিল নেপাল। সবঠিক থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরে মাঠে গ।াবে এশিয়া কাপ টুর্নামেন্ট। তবে টুর্নামেন্ট ঘিরে ভারত–পাকিস্তানের মধ্যে বাকবিতণ্ডা চলেই যাচ্ছে। পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যমের খবর, নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলা না হলে এশিয়া কাপে অংশ নিতে চাইছে না ভারত। কিন্তু প্রতিবেশীদের এমন প্রস্তাব কোনোমতেই মানবে না পিসিবি। পাকিস্তান সংবাদমাধ্যমের খবর, শেষ পর্যন্ত হয়তো বাতিল হতে পারে এবারের এশিয়া কাপ। ভারতের ম্যাচগুলো নিরপেক্ষ ভেন্যুতে আর বাকি ম্যাচগুলো পাকিস্তানে আয়োজন করতে রাজি হয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। এই ব্যাপারে কিছুটা সায়ও দিয়েছিলেন বিসিসিআই সচিব জয় শাহ। তবে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) সভা শেষে ভারতে গিয়েই নিজের সিদ্ধান্ত বদলে ফেলেছেন তিনি। পাকিস্তানের দেওয়া এমন মডেলের বিরোধিতাও করেছেন। এথন জানা গেছে, গোটা টুর্নামেন্টটাই নিরপেক্ষ ভেন্যুতে করার ব্যাপারে জোর দিচ্ছে ভারত। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এশিয়া কাপ পাকিস্তানে না হলে শ্রীলঙ্কা এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করতে চায়। এ ছা।া আরব আমিরশাহিও এশিয়া কাপ আয়োজন করতে রাজি। তবে পাকিস্তান সেই প্রস্তাবে কিছুতেই রাজি নয়। ফলে, এশিয়া কাপ আদে। কোথায় কীভাবে হবে, তা নিয়ে চরম অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি।

একসময়ের ফুচকা বিক্রেতা যশস্বীই নায়ক আইপিএলে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোন ছোট থেকে স্বপ্নের উড়ান। ঘরোয়া ক্রিকেট থেকে অনূর্ধ্ব ১৯ বিশ্বকাপ। এরপর আইপিএল। সেখানেও তারকাদের ভিড়ে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে অনন্য। রাজস্থান রয়্যালসের যশস্বী জয়সওয়াল। যিনি মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৬২ বলে ১২৪ রান করে বুঝিয়ে দিয়েছেন নিজের প্রতিভা। আইপিএলের এক ম্যাচে সর্বোচ্চ রান করা ক্রিকেটার হওয়ার পাশাপাশি তিনি গড়েছেন এক নতুন রেকর্ডও। আনক্যাপ ক্রিকেটার হিসাবে যশস্বী জয়সওয়ালের ১২৪ রানই আইপিএলের ইতিহাসে সর্বোচ্চ রান। জয়সওয়ালের ১২৪ রানের মধ্যে ১১২ রান এসেছে বাউন্ডারি থেকে। ২০২০ আইপিএল নিলামে রাজস্থান রয়্যালস যশস্বী জয়সওয়ালকে ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকায় নিজেদের দলে নেয়। এরপর নিজেকে শুধু পরিণতই নয়, মেলে ধরছেন নিজেকে। যাঁকে নিয়ে ভারত ও মুম্বইয়ের অধিনায়ক রোহিত শর্মা বলেছেন, 'যশস্বী নিজের খেলাকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। আমি জানতে চেয়েছিলাম, কী করে এত শক্তি পাও। যশস্বী জানিয়েছে, নিয়মিত জিম করে। ও ভারত আর রাজস্থানের সম্পদ।' যশস্বীর ক্রিকেটার হওয়া, আইপিএলে একের পর এক ভালো ইনিংস খেলা, সবমিলিয়ে তার এই উত্থান অনেকটা রূপকথার মতো। উত্থানের পিছনে অবশ্য সংগ্রামটাও কম নয় যশস্বীর। উত্তরপ্রদেশের ভাদোহির অল্পচেনা জায়গা সুরিয়ায় জন্ম যশস্বীর। বাবা রং বিক্রেতা, মা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষিকা। চার সন্তানকে বড় করতে গিয়ে হিমশিম খেতেন বাবা–মা। এদিকে আবার যশস্বী স্বপ্ন দেখতেন, একদিন ক্রিকেটার হবেন। মাথার উপর স্থায়ী ছাদ ছিল না। দু'বেলা দু'মুঠো খাবারও জুটতো না রোজ। এরমধ্যে ক্রিকেটার হওয়ায় স্বপ্ন দেখা ছিল সেই পরিবারের কাছে বিলাসিতাই। কিন্তু ইচ্ছাশক্তি দমেনি কখনও যশস্বীর। মাত্র এগারো বছর বয়সে উত্তরপ্রদেশের বাদোহি থেকে মুম্বই যায় যশস্বী। লক্ষ্য বাইশ গজে নিজেকে প্রমাণ করা। প্রথমে কালবাদেবীতে দোকানে কাজ করতেন, আর মাঠে পড়ে থাকতেন। সময় পেলেই ক্রিকেট খেলতেন। কিন্তু দোকান করলে খেলার সময় হয় না, আর খেলতে গেলে দোকানের কাজ করা যাবে না। কিন্তু যশস্বীর মন পড়ে থাকত মাঠেই। তাই ঠিক করলেন মাঠের ধারেই ফুচকা বিক্রি করবেন। সেইমতোই মুম্বইয়ের দাদারের আজাদ ময়দানে ফুচকা বিক্রি করতেন তিনি। থাকতেন আজাদ ময়দানের মালির টেন্টে। যশস্বী পুরনো কথা মনে করে বলেছিল, 'দিনের বেলা খেলতাম। সন্ধেবেলা ফুচকা বিক্রি করতাম। মোটামুটি চলে যেত। রামলীলা বা কোনও মেলা হলে তো ভালোই বিক্রি হত। খালি ভগবানের কাছে চাইতাম, আমার সঙ্গে যারা খেলে, তারা যেন না আসে। বন্ধুদের ফুচকা বানিয়ে দিতে কষ্ট হত। মনে হত ওরা আমাকে গরিব ভেবে করুণা করছে।' এরসঙ্গে এও বলেন, 'আমার ওই দিনগুলোকে কোনোদিন ভুলবো না। আমি সেরকমই আছি। এখনো। এরকমই থাকতে চাই। আমার মধ্যে বদল আনতে চাই না। আমি চাই, ক্রিকেটের মাঠে পড়ে থাকতে।' সেইসব দিনে বল বয় হিসেবেও রোজগার করেছে। এরপর আজাদ ময়দানে কোচ জোয়ালা সিংয়ের চোখে পড়তেই জীবন নয়া মোড় নেয়। বাকিটা ইতিহাস। যে ইতিহাস তৈরি হচ্ছে যশস্বীর ব্যাটে।

১০ বছর পর আবার! মাঠে ঝামেলায় জড়ালেন বিরাট–গম্ভীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : নিজস্ব প্রতিনিধি : আরসিবি বনাম লখনউ ম্যাচ শেষ হতেই মাঠে ঝামেলা। ঝামেলা লেগে গেল লখনউ দলের মেন্টর প্রাক্তন তারকা গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে আরসিবির বিরাট কোহলির। যা কোনোরকমে সামলালেন দু'দলের সতীর্থরা। তবে সোশাল মিডিয়ায় সেই ভিডিও ভাইরাল হতে সময় নেয়নি। ম্যাচ শেষে লখনউয়ের তারকা কাইল মেয়ার্সের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হেঁটে আসছিলেন বিরাট। সেইসময় গম্ভীর চলে আসেন সেখানে। বিরাটকে কথা বলতে দেখেই মেয়ার্সের হাত ধরে সরিয়ে নিয়ে যান গম্ভীর। প্রাথমিকভাবে গম্ভীর এবং কোহলির কোনো কথা কাটাকাটি হয়নি। বিরাট যেদিকে হাঁটছিলেন, তিনি সেদিকে চলে যান। গম্ভীররা উলটোদিকে চলে যান। কিন্তু তারপরই শুরু হয় ঝামেলা। সেইসময় গম্ভীরকে কিছু বলতে দেখা যায়। তবে কোহলির উদ্দেশ্যে কিছু বলেছিলেন কিনা, তা অবশ্য স্পষ্ট নয়। এরপরই ফিরে তাকান গম্ভীর। পাল্টা কিছু বলার চেষ্টা করেন। লখনউয়ের অধিনায়ক কেএল রাহুল, কৃষ্ণাপ্পা গৌতমরা গম্ভীরকে আটকানোর চেষ্টা করলেও কোনো লাভ হয়নি। বিরাটের দিকে তেড়ে যান গম্ভীর। পাল্টা তেড়ে আসেন বিরাটও। একেবারে মুখোমুখি হয়ে দু'জনকে উত্তেজিতভাবে কথা বলতে দেখা যায়। কী বলছিলেন তাঁরা, তা স্বভাবতই বোঝা যায়নি। বিরাটকে দেখে মনে হচ্ছিল যে তিনি কিছু বোঝানোর চেষ্টা করছেন। পাল্টা প্রতিক্রিয়া দিচ্ছিলেন গম্ভীর। সেইসবের মধ্যেই তাঁদের দু'জনকে সরিয়ে নিয়ে যান দুই দলের অন্যান্য খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফরা। তবে ঝামেলার সূত্রপাত হয় আরও আগেই। যখন দু' দলের প্লেয়াররা হাত

মেলাচ্ছিলেন। প্রথমে নবীন উল হকের সঙ্গে ঝামেলা লাগে কোহলির। তাঁদের মধ্যে কথা কাটাকাটির সময়ে হাজির হন কাইল মেয়ার্স। তাঁকেও কিছু বলতে দেখা যায় বিরাটকে। এরপরই গম্ভীর তাঁকে সরাতে আসেন। ঝামেলা শেষে বিরাট কোহলি এরপর দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন লোকেশ রাহুলের সঙ্গে। দেখে বোঝা যাচ্ছিল বিরাটের চোখেমুখে তখনও রাগের চিহ্ন যায়নি। ম্যাচের পর আরসিবি ইউটিউবের একটা ভিডিও শেয়ার করেছে। সেখানেও কোহলিকে বিদ্রুপের সুরে কথা বলতে দেখা গেছে। তা নিয়েও চলছে সমান চর্চা। যদিও সেই ভিডিওতে সরাসরি গম্ভীরের নাম বলতে শোনা যায়নি কোহলিকে। তবে কথাগুলো কার উদ্দেশে, তা বুঝতে কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কোহলি ক্যামেরার দিকে সরাসরি তাকিয়ে কাউকে বার্তা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলেছেন, তুমি যদি কিছু দাও, তোমাকে পাল্টা নিতেও হবে। নিতে না পারলে দিতে এসো না।'

তবে পুরো বিষয়টা ভাল চোখে দেখেনি আইপিএল কর্তৃপক্ষ। এরজন্য শাস্তিও পান বিরাট কোহলি ও গৌতম গম্ভীর। ছাড় পাননি নবীন উল হকও। দ্বন্দ্বে জড়িয়ে আচরণবিধির লেভেল টু লঙ্ঘন করেছেন ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা দুই ক্রিকেটার। শাস্তি হিসাবে তাঁদের ম্যাচ ফির পুরোটাই কেটে (১০০% জরিমানা) নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া লখনউয়ের আফগান পেসার নবীন উল হককে ম্যাচ ফির ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে আইপিএল বলেছে, লখনউ সুপার জায়ান্টস মেন্টর গৌতম গম্ভীরকে ম্যাচ ফির ১০০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সের বিপক্ষে আইপিএলের আচরণবিধির অনুচ্ছেদ ২.২১–এর অধীনে লেভেল টু ভেঙেছেন তিনি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাটার বিরাট কোহলিকেও আইপিএলের আচরণবিধির অনুচ্ছেদ ২.২১–এর অধীনে লেভেল টু ভাঙার অপরাধে ম্যাচ ফির ১০০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। অন্যদিকে লখনউ পেসার নবীন–উল–হককে আইপিএলের আচরণবিধির অনুচ্ছেদ ২.২১–এর অধীনে লেভেল ওয়ান ভাঙার অপরাধে ৫০ শতাংশ জরিমানা করা হয়েছে। প্রত্যেকেই তাঁদের দোষ স্বীকার করে নিয়েছেন।' ১০০% জরিমানার অর্থ কোহলির কাটা হবে প্রায় ১.০৭ কোটি ভারতীয় টাকা। অন্যদিকে, গম্ভীর যেহেতু কোচিং স্টাফে আছেন, তার একই পরিমাণ জরিমানা হলেও তা কোহলির চার ভাগের প্রায় এক ভাগ। গম্ভীরের জরিমানার অঙ্ক ২৫ লাখ টাকা। ঠিক দশবছর পর ফের আইপিএলে বিতর্কে জড়ালেন এই দুই তারকা। ২০১৩ সালেও একইভাবে বিতর্কে জড়িয়েছিলেন গৌতম গম্ভীর ও বিরাট কোহলি। সেটা ছিল কেকেআর আর আরসিবির ম্যাচ। গৌতম গম্ভীর তখন কেকেআরের অধিনায়ক। ম্যাচের ১০ নম্বর ওভারে আউট হয়ে সাজঘরের ফেরার বদলে সে দিন বিরাট কোহলি এগিয়ে গিয়েছিলেন এক্সট্রা কভারের দিকে। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন গৌতম গম্ভীর। বিরাট কিছু একটা বলতেই গম্ভীর তেড়ে যান তাঁর দিকে। পাল্টা মেজাজ দেখান বিরাটও। সেই বিতর্ক নিয়ে আজও চর্চা হয়। এরসঙ্গে জুড়ল নতুন বিতর্ক।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি–র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম–সামালি, পোস্ট–ন'হাজারি, থানা–বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা–৭০০ ০২৭ (ফোন–২৪৭৯–৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩–২৮৩৯–১৫৪৪, ই–মেল–alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com